পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1690, Saturday, July 25, 2026 FREE www.parichoy.com

বাংলাদেশের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনকে কি গ্রেপ্তার করা সম্ভব?

বিস্তারিত ১৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ইরানে হামলা বাড়ানো নিয়ে ভ্যান্স ও জেনারেল কেইনের উদ্বেগ, বোমাবর্ষণে সাময়িক বিরতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র - ৫ম পাতায়
- নতুন শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তির লাভ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অর্থনীতিবিদরা - ৫ম পাতায়
- ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষ - ৬ষ্ঠ পাতায়
- আর্জেন্তিনাকে ‘ম্যাচ ছাড়তে’ বাধ্য করা হয়েছিল? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- আর্জেন্টিনাকে লেখা ফিফার চিঠি ফাঁস, আবারও তোপের মুখে ইনফান্তিনো -৭ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারে ২৩ বছরের ইতিহাস ভাঙল -১১ পাতায়
- ভিসা এভারেস্টের দায়ে বিমানবন্দরেই আইসিইর হাতে গ্রেপ্তার ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট, বিমানবন্দরে চাঞ্চল্য -১১ পাতায়
- ২০০% পর্যন্ত শুল্কের ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প -১৫ পাতায়

শেষ মুহূর্তের গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717

(646) 744-5934

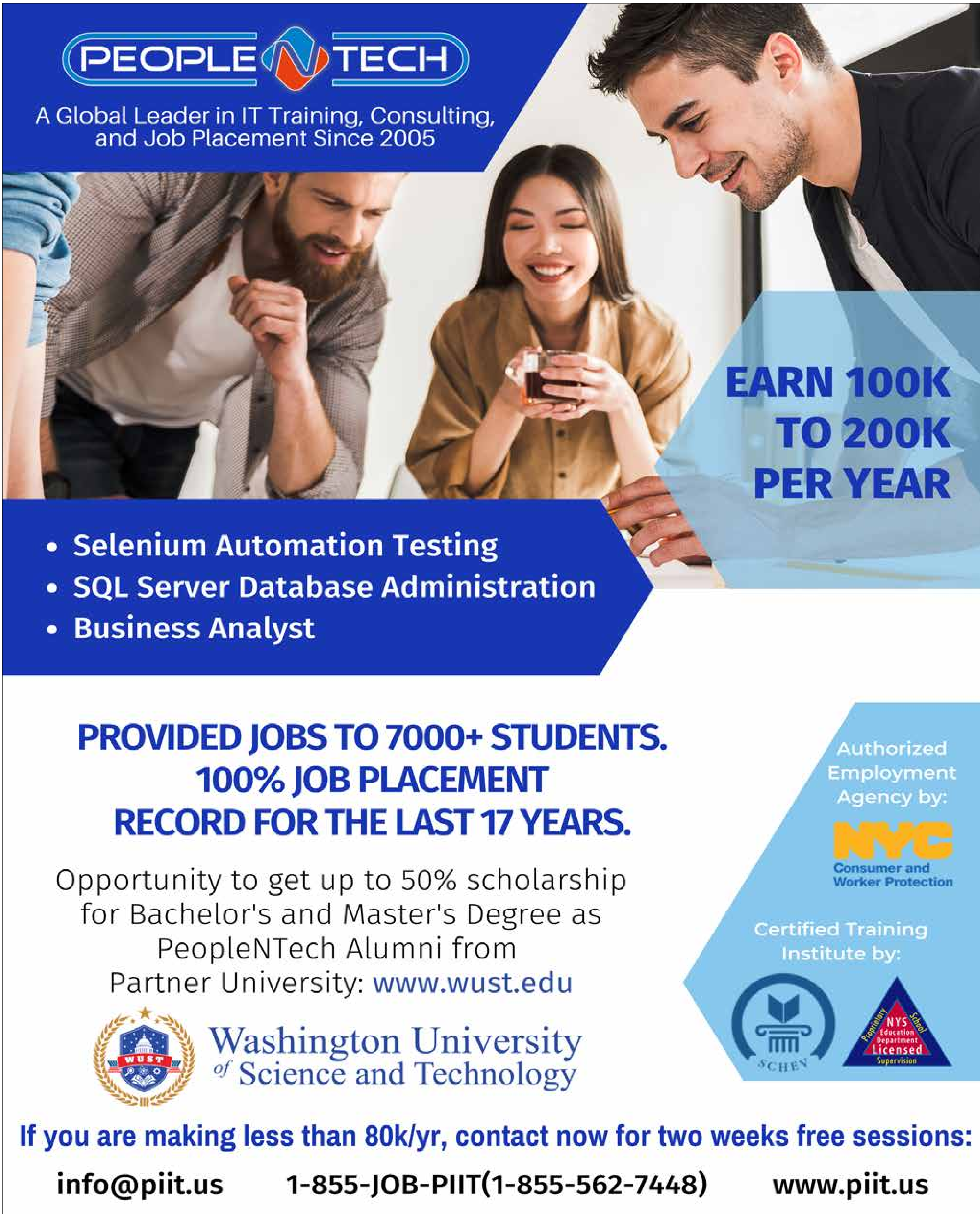
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-8834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে কি বললেন

● যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা না চালাত, তাহলে আজ ইসরায়েলের অস্তিত্বই থাকত না - প্রেসিডেন্ট **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

● যদিও দেশের সর্বোচ্চ আদালতে রক্ষণশীলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে একাধিক রায় দেওয়া হয়েছে, তবুও এই আদালত তাঁর জন্য কোনো 'রাবার স্ট্যাম্প' বা অন্ধ অনুসারী নয় - যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি **এলেনা কেগান**

● আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিপোর্টেশন কার্যক্রম সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছি, নিউজনেশন-এর এক অনুষ্ঠানে বর্ডার **জার টম হোম্যান**

● নিউ ইয়র্ক পেন স্টেশনের পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন, কিন্তু এর নাম পরিবর্তন বা রিব্র্যান্ডিং করার কোনো দরকার নেই। - পেন স্টেশন এর নাম ট্রাম্প স্টেশন রাখা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটে সংখ্যালঘু দলের নেতা **চাক শুমার**

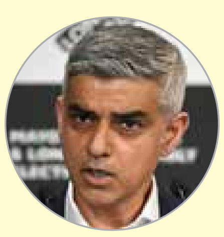

● ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনে স্বাগত জানানো হবে না। গাজায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর চলমান ইসরাইলি হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে লন্ডনের মেয়র **সাদিক খান**

● সদ্য পদত্যাগ করা রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন লন্ডনে চিকিৎসা নিতে গিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন- এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **সালাহউদ্দিন আহমদ**

● মাফিয়া সরকারের আমলে নির্বাচিত হলেও তিনি বর্তমান বিএনপি সরকারকে সমর্থন করেছেন -বাংলাদেশের পদত্যাগ করা রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন প্রসঙ্গে স্পীকার ও বর্তমান অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট **হাফিজ উদ্দিন**

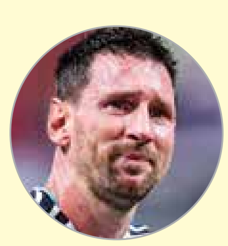

● 'আমরা হৃদয় দিয়ে খেলেছি, স্পেন যোগ্য বিজয়ী'- ২০২৬ এর বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল হারের পর আবেগপ্রবণ আর্জেন্টিনার অধিনায়ক **লিওনেল মেসি**

ইরানে হামলা বাড়ানো নিয়ে ভ্যান্স ও জেনারেল কেইনের উদ্বেগ, বোমাবর্ষণে সাময়িক বিরতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স এবং জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন-ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরও বিস্তৃত বা তীব্র করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত ২৪ জুলাই শুক্রবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এক বৈঠকে সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার সময় তারা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত একটি সূত্র এবং মার্কিন এক কর্মকর্তা সিএনএনকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

টানা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে রাতভর হামলা চালানোর পর শুক্রবার রাতে ইরানে বোমাবর্ষণ অভিযান *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অভিবাসীর কন্যাকে বিয়ে করে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কথা?' জেডি ভ্যান্সকে ওবামার প্রশ্ন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের অভিবাসনবিষয়ক বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। লেখক ও সাংবাদিক ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের সঙ্গে এক আলোচনায় ওবামা বলেন, একজন মানুষের আমেরিকান পরিচয়কে তার বাবা-মায়ের জন্মস্থান বা পারিবারিক শিকড় দিয়ে বিচার করার বক্তব্যের সঙ্গে ভ্যান্সের ব্যক্তিগত জীবনের একটি স্পষ্ট সাংঘর্ষিক দিক রয়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এই মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

নতুন শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তির লাভ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অর্থনীতিবিদরা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি ইউএস এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড-এর আওতায়, ৩৭০ কোটি ডলারের বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তি সই এবং চড়া দামে মার্কিন গম কেনার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ নতুন করে ওয়াশিংটনের একপাক্ষিক শুল্কারোপ ছাড়া বলতে গেলে কিছুই পায়নি। ফলে এই চুক্তির কার্যকারিতা নিয়েই এখন বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

তথাকথিতওজোরপূর্বক শ্রম্ব ব্যবহারের অভিযোগে গত ২৪ জুলাই থেকে বাংলাদেশের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা ও অতিরিক্ত উৎপাদন বিষয়ে আরেকটি তদন্ত করছে দেশটি। এর ফলে ভবিষ্যতে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক কার্যকর

পরিচয় ডেস্ক: বাধ্যতামূলক শ্রম (ফোর্সড লেবার) নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে শিথিলতার অভিযোগ তুলে বাংলাদেশসহ ৬০টি বাণিজ্য অংশীদার দেশের পণ্যের ওপর গত শুক্রবার (২৪ জুলাই) থেকে ১০ শতাংশ ও ১২ দশমিক ৫ শতাংশ নতুন শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

একই সময়ে গত ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ট্রাম্প প্রশাসনের জারি করা অস্থায়ী ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্কের মেয়াদও শেষ হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের এই পদক্ষেপকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণায় ঘোষিত প্রায় বৈশ্বিক শুল্কব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সর্বশেষ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত বছর জাতীয় জরুরি ক্ষমতা আইনের অধীনে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গরের সফরে ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে জানালেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গরের আসন্ন সফরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সবসময়ই চমৎকার ছিল। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে এই সম্পর্ক দিন

দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূতের সফর নিয়ে করা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়েদ এসব কথা বলেন। তিন দিনের সরকারি সফরে আগামী ৩০ জুলাই ঢাকায় আসার কথা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দূতের।

প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়ে আরো বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো উচ্চপর্যায়ের সফর দুই দেশের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে। এই সফরের মধ্য দিয়ে আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।' তিনি জানান, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান

Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA

Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835

Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

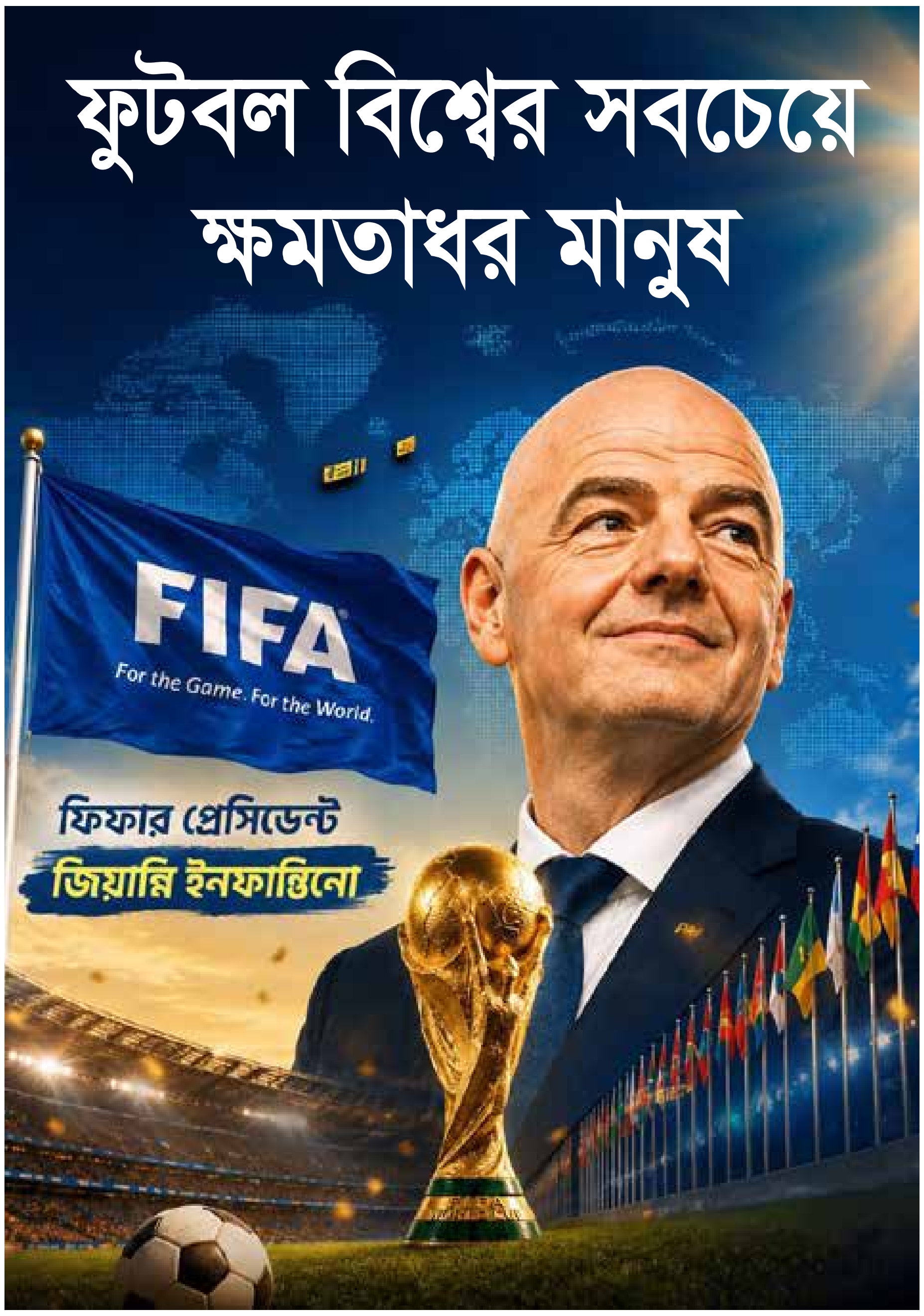

নজরুল ইসলাম মিন্টু: বিশ্বকাপের ফাইনালে কোটি কোটি মানুষের চোখ থাকে ট্রফির দিকে। বিজয়ী দলের অধিনায়ক যখন সোনালি ট্রফিটি দুই হাতে তুলে ধরেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে করতালি দেন আরেকজন মানুষ। তিনি গোল করেন না, কোচিং করান না, রেফারির বাঁশিও বাজান না। তবু বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আসে তাঁর টেবিল থেকে। চার বছর পরপর যে বিশ্বকাপ পৃথিবীকে থমকে দেয়, সেই আয়োজনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই। তিনি ফিফার প্রেসিডেন্ট, জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

খেলোয়াড়ের ক্ষমতা মাঠের নব্বই মিনিটে দেখা যায়। কোচের ক্ষমতা বোঝা যায় দল নির্বাচন ও কৌশলে। কিন্তু ফিফার প্রেসিডেন্টের প্রভাব ছড়িয়ে থাকে মাঠের সীমানার বহু বাইরে। বিশ্বকাপ কোথায় হবে, কতটি দল খেলবে, প্রতিযোগিতার কাঠামো কী হবে, প্রযুক্তি কতটা ব্যবহৃত হবে, ফুটবলের বিপুল অর্থ কোথায় ব্যয় হবে এবং পিছিয়ে থাকা দেশগুলো কতটা সহায়তা পাবে, এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় তাঁর নেতৃত্বাধীন ফিফার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর জন্ম ১৯৭০ সালের ২৩ মার্চ সুইজারল্যান্ডের ভালে অঞ্চলের ছোট শহর ব্রিগে। তাঁর মা-বাবা ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে বসতি গড়েছিলেন। আল্পস পর্বতমালার কোলে, ইতালির সীমান্তের কাছাকাছি একটি বহুভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। পরবর্তী জীবনে ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের এই অভিজ্ঞতাই আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রশাসনে তাঁর বড় শক্তি হয়ে ওঠে। ইতালীয়, ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি ও স্প্যানিশসহ একাধিক ভাষায় কথা বলার দক্ষতা তাঁকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটবল কর্মকর্তাদের কাছে সহজে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

ফুটবলের প্রতি আগ্রহ থাকলেও তাঁর পেশাজীবন শুরু হয়েছিল মাঠে নয়, আইন নিয়ে। ইউনিভার্সিটি অব ফ্রিবুর্গে আইন বিষয়ে পড়াশোনার পর তিনি ক্রীড়া আইন ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হন। ২০০০ সালে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফায় যোগ দেওয়ার পর একে একে তাঁর সামনে খুলতে থাকে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রশাসনের দরজা। আইন, বাণিজ্যিক কার্যক্রম, ক্লাব লাইসেন্সিং ও প্রতিযোগিতা পরিচালনার বিভিন্ন দায়িত্ব পেরিয়ে ২০০৯ সালে তিনি উয়েফার সাধারণ সম্পাদক হন।

সেই সময় ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার ড্র অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়মিত দেখা যেত। স্বচ্ছ উচ্চারণ, পরিমিত উপস্থাপনা এবং অনায়াসে ভাষা বদলে কথা বলার ক্ষমতার কারণে টেলিভিশন দর্শকদের কাছেও তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। তবে তখনও হয়তো খুব কম মানুষ ভেবেছিলেন, এই মানুষটিই একদিন বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আসনে বসবেন।

সেই সুযোগ আসে ফিফার ইতিহাসের এক অন্ধকার সময়ে। ২০১৫ সালে দুর্নীতি, ঘুষ, গ্রেপ্তার এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে সংস্থাটির ভিত কেঁপে ওঠে। দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট সেপ ব্ল্যাটারের যুগের অবসান ঘটে। ফুটবলপ্রেমীদের চোখে ফিফা তখন খেলার অভিভাবক নয়, বরং সন্দেহ ও অবিশ্বাসে ঘেরা একটি প্রতিষ্ঠান।

এই সংকটের মধ্যেই ২০১৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ফিফার বিশেষ কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফিফায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা, দুর্নীতির সংস্কৃতি বদলানো এবং সংস্থাটির হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি দায়িত্ব নেন। পরে ২০১৯ ও ২০২৩ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হন।

ফিফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কোনো দেশের সাধারণ নির্বাচনের মতো নয়। এখানে সাধারণ ফুটবল দর্শকের ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই। ভোট দেন ফিফার সদস্য জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলোর প্রতিনিধিরা।

ফিফার ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যেকের একটি করে ভোট রয়েছে। দেশটি বিশ্বকাপজয়ী নাকি কখনও বিশ্বকাপেই খেলতে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

আর্জেন্তিনাকে 'ম্যাচ ছাড়তে' বাধ্য করা হয়েছিল?

মেসির ভিডিও ঘিরে তোলপাড়, প্রশ্নের মুখে ফিফা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপ ফুটবল এর ফাইনালের রেশ না কাটতেই প্রশ্ন উঠছে আর্জেন্তিনার সেরা দুই ডিফেন্ডার - লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরো চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া নিয়ে।

প্রশ্ন উঠছে আর্জেন্তিনার সেরা দুই ডিফেন্ডার - লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরো চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া নিয়ে।

বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে নুন্যতম ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে আর্জেন্তিনা। ১০৬ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেরান তোরেসের গোলে আর্জেন্তিনাকে ১-০ হারায় স্পেন। লিওনেল মেসিদের পরপর দুবার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে নিউ জার্সির মেট লাইফ স্টেডিয়ামে।

কিন্তু ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টা পর বিতর্কে তোলপাড় ফুটবলবিশ্ব। প্রশ্ন উঠছে, বিশ্বকাপ ফাইনাল কি স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়েছে? নাকি বাইরের চাপের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে আর্জেন্তিনাকে? জল্পনা আরও বাড়িয়েছে ম্যাচের আগে টানেলের মধ্যে মেসির বক্তব্যের একটি ভিডিও। যেখানে মেসিকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'সব ভুলে যাও, শুধু মাঠে নেমে খেলো।' যে বক্তব্য শোনার সময় এনজ□া ফার্নান্দেজকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে।

তারপর থেকেই জোর চর্চা। বলাবলি হচ্ছে, আর্জেন্তিনাকে কি ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল? আর্জেন্তিনার প্রিমিয়ার ডিভিশনের ক্লাব অ্যাথলেতিকো ইনডিপেন্ডিয়েন্তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আন্দ্রিয়াস দুকা দুকাতেনজ□লার বলেছেন, *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

এবার না কেঁদে কথা বললেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি

কী হয়েছিল ড্রেসিংরুমে, দিলেন উত্তর!

পরিচয় ডেস্ক: ফাইনালে স্পেনের কাছে হারার পর আর্জেন্টিনা কোচ কথাই বলতে পারেননি ঠিকভাবে। কাঁদতে কাঁদতে সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে যান। লিওনেল স্কালোনি আবার কথা বললেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরের মতো চোখে পানি ছিল না তার। এবার তিনি চওড়া হাসি নিয়ে কথা বললেন। নিজের শহর পুজাতোতে ফেরার আগে শুধু দলের ও ভক্তদের প্রশংসাই করেননি, স্পেনের বিপক্ষে ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনাকে ঘিরে বিতর্কিত তত্ত্ব নিয়েও উদাসীন মনোভাব দেখালেন। স্কালোনি গাড়ি থামাতেই জানালার দিকে সাংবাদিকদের ঢেউ উঠেছিল। ফাইনালের আগে সতীর্থদের উদ্দেশ্যে মেসির কিছু কথাবার্তা ড্রেসিংরুমে অস্থিরতার গুঞ্জন তুলেছে। সেটি নিয়ে জানতে চাওয়া হয় কোচের কাছে। দলের সার্বিক পারফরম্যান্স সম্পর্কেও তার মত জানতে চান সাংবাদিকরা। স্কালোনি সাফ সাফ জানিয়ে দেন, 'আমি সোশ্যাল মিডিয়া দেখি না। আমি কিছু জানি না। আপনারা কী বলছে সেটা সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।' তার উত্তরটা বিনয়ী ছিল, কিন্তু এতটাই দৃঢ় ছিল যে যে কোনো বিতর্ক বা সন্দেহ শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

স্কোয়াডের সবার মধ্যে কি একতা ছিল নাকি কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, এই প্রশ্ন *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

শেষ মুহূর্তের গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন

পরিচয় ডেস্ক: কেপ ভার্দের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র দিয়ে শুরু করা স্পেনই শেষ পর্যন্ত ফুটবলে বিশ্ব জয়ের শেষ হাসি হাসল। এবারের বিশ্বকাপের হট ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরলেন "লা রোজারা"। ফাইনালে ১০ জনের আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ১-০ গোলের রোমাঞ্চকর জয়ে ২০১০ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি নিজেদের করে নিল ইউরোপের পরাশক্তিরা। শুরুর হতাশা কাটিয়ে একের পর এক জয় আর নিজেদের গোলপোস্ট প্রায় অক্ষত রেখে স্পেনের এই শিরোপা জয় যেন এক অবিশ্বাস্য রূপকথার গল্প।

দারুণ সব প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ফাইনালে ওঠা আর্জেন্টিনা এদিন বিশ্বের সকল প্রান্তেরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমর্থকদের পুরোপুরি হতাশ করেছে। অবিশ্বাস্য মাত্রায় নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩০ মিনিটসহ পুরো ১২০ মিনিটের খেলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল স্পেন। আর্জেন্টিনা মাত্র ৩৫ শতাংশ বল দখলে রাখতে সক্ষম হয় এবং পুরো ম্যাচে প্রতিপক্ষের গোলমুখে সরাসরি একটি শটও নিতে পারেনি। নির্ধারিত ৯০ মিনিট সময়ে স্পেনের জয় না পাওয়াটা ছিল স্রেফ দুর্ভাগ্য। তবে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে মূল অবদান ছিল আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের, যিনি এদিন ১০টি দুর্দান্ত সেভ করে দলকে লড়াইয়ে রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ প্রান্তের গোল আর ঠেকাতে পারেননি তিনি।

ফাইনাল ম্যাচের শুরু থেকেই স্পেনের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। মাত্র ৫ মিনিটের মাথায় লামিন ইয়ামাল দলকে প্রায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমার্ধের ২৩ মিনিটে আর্জেন্টিনা মাত্র ৩২ শতাংশ বল দখলে রাখতে পেরেছিল, যেখানে মেসি, গঞ্জালেজ ও আলভারেজরা ছিলেন অনেকটা নিষ্প্রভ। স্প্যানিশ অধিনায়ক রদ্রি পুরো মাঠ জুড়ে দারুণ খেলেছেন, এমনকি ডিফেন্সেও রেখেছেন বড় অবদান। অন্যদিকে ৪১ মিনিটে ওয়ারজাবালকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, যিনি পরবর্তীতে ইনজুরি নিয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।

দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি দলে পরিবর্তন আনলেও আর্জেন্টিনার খেলায় খুব একটা ধার ফেরেনি। ৫৫ মিনিটে ওতামেন্দির দারুণ ট্যাকল এবং গোলরক্ষক মার্টিনেজের বীরত্বে আর্জেন্টিনা বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল হজম করা থেকে বেঁচে যায়।

তবে ম্যাচের শেষ ভাগে ইংল্যান্ড এর বিপক্ষে সেমিফাইনালে পিছিয়ে থেকে সমতা আনার গোলদাতা এনজো ফার্নান্দেজ দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলে আর্জেন্টিনা ১০ জনের দলে পরিণত হয়।

১৯৬৬ সালের পর প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথম ৭০ মিনিটে লক্ষ্যে কোনো শট নিতে ব্যর্থ হওয়ার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

আর্জেন্টিনাকে লেখা ফিফার চিঠি ফাঁস, আবারও তোপের মুখে ইনফান্তিনো

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষ হওয়ার পর আবারও সমালোচনার মুখে পড়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়াকে পাঠানো তার একটি ব্যক্তিগত চিঠি ফাঁস হওয়ার পর নতুন করে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। স্পেনের কাছে অতিরিক্ত সময়ে ১-০ গোলে হেরে বিশ্বকাপের শিরোপা হারায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচে লিওনেল স্কালোনির দল ৯০ মিনিটে একটি শটও নিতে পারেনি। এনজো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখেন এবং শেষ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

লিওনেল মেসিকেই সেরা ফুটবলার হিসেবে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাস ও পরিসংখ্যান সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত ফুটবলের বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়নের খেতাব হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। ফিফার গোল্ডেন বলের দৌড়ে লিওনেল মেসিকে এগিয়ে রাখা হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সেরার মুকুটটি উঠেছিল স্পেন অধিনায়ক রদ্রির হাতে। যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কমতি নেই।

এরই মধ্যে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সেই সিদ্ধান্তকে ছাপিয়ে লিওনেল মেসিকেই টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার হিসেবে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাস ও পরিসংখ্যান সংস্থা (আইএফএফএইচএস)।

ডেটা-পারফরম্যান্স সূচক বিশ্লেষণ করে আর্জেন্টিনা অধিনায়ককেই সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বেছে নিয়েছে সংস্থাটি।

আইএফএফএইচএস জানিয়েছে, তাদের নিজস্ব পারফরম্যান্স ইনডেক্সের ওপর ভিত্তি করে এই খেতাব দেওয়া হয়েছে। এটি একটি আধুনিক ডেটাভিত্তিক পদ্ধতি, যেখানে টুর্নামেন্টজুড়ে একজন খেলোয়াড়ের গোল, অ্যাসিস্ট, প্রতিটি ম্যাচের রেটিং এবং নকআউট পর্বের প্রভাবকে সুনির্দিষ্ট সমীকরণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচের বিস্তারিত তথ্য *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মেসিদের বিপক্ষে ‘ষড়যন্ত্রকারীদের’ তালিকা প্রকাশ, আছেন বিখ্যাত নিউ ইয়র্ক এর মেয়র মামদানীসহ অভিনেতা-সাংবাদিকও

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত ফুটবলের বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জেতা হল না আর্জেন্টিনার। শিরোপা মঞ্চে হারের পর আলবিসেলেস্তেদের অনেক সমর্থকই দাবি করেছিল, টুর্নামেন্টজুড়েই দলটি নানা ধরনের পক্ষপাত ও পরিকল্পিত সমালোচনার শিকার হয়েছে। সেই বিতর্ককে এবার আরও উসকে দিয়েছে আর্জেন্টিনার টেলিভিশন অনুষ্ঠান ‘তোদো নতিসিয়াস’। সম্প্রতি আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ‘ষড়যন্ত্রকারীদের’ একটি তালিকা প্রকাশ করেছে অনুষ্ঠানটি, যেখানে আছেন বিখ্যাত অভিনেতা-সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও।

অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক জোনাথান ফিয়ালি দাবি করেন, বিশ্বকাপ চলাকালে এবং ফাইনালের আগে ও পরে বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তি আর্জেন্টিনা ও তাদের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তার মতে, এসব মন্তব্য শুধু সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আন্তর্জাতিক পরিসরে আর্জেন্টিনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তালিকার শীর্ষে রাখা হয়েছে মিসরের কোচ হোসাম হাসানকে। শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনার কাছে ৩-২ গোলে হেরে বিদায়ের পর তিনি এক সাক্ষাৎকারে আন্তর্জাতিক ফুটবল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছিলেন। তার দাবি ছিল, মিসর একটি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তাদের একটি বৈধ গোল বাতিল করা হয়েছে। প্রশ্ন তুলেছিলেন, লিওনেল মেসিকে আরও এগিয়ে নিতে বা বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কিনা।

তালিকায় আছেন জনপ্রিয় ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগানও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপের দুই ম্যাচে বেটিং সন্দেহ, তদন্তের মুখে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন!

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের সাতটি ম্যাচে সন্দেহজনক বেটিং কার্যক্রম এবং সম্ভাব্য ম্যাচ কারসাজির ইঙ্গিত পাওয়ার দাবি করেছে স্বাধীন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থা ‘কোপেনহেগেন গ্রুপ’। তবে সংস্থাটির এই মূল্যায়ন ফিফার আগের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। টুর্নামেন্ট শেষে ফিফা জানিয়েছিল, পুরো বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচে সন্দেহজনক বেটিং বা ম্যাচ পাতানোর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোলডটকম ফুটবলবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের ১০৪টি ম্যাচ বিশ্লেষণ করে সাতটি ঘটনায় ‘ইয়েলো অ্যালার্ট’ জারি করে কোপেনহেগেন গ্রুপ। সংস্থাটি এখনো পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করলেও কয়েকটি ম্যাচে অস্বাভাবিক বেটিং প্রবণতা ও বিতর্কিত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে।

সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার একটি ছিল স্পেন ও সৌদি আরবের মধ্যকার ম্যাচ। ওই ম্যাচে স্পেনের ফরোয়ার্ড ফেরান তোরেসের একটি গোল বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রায় সাড়ে তিন মিনিট সময় নেন। দীর্ঘ সময় ধরে সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার ঘটনাটি ব্যাপক আলোচনা তৈরি করে এবং পরে সেটি সন্দেহজনক বেটিং কার্যক্রমের বিশ্লেষণের মধ্যেও স্থান পায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্রিপ্টোভিত্তিক পূর্বাভাস প্ল্যাটফর্ম পলিমার্কেটে ‘স্পেন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সত্য প্রকাশ্যে আনলেন এক আর্জেন্টিনার ফুটবলারের বাবা

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ জুলাই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের দিন লিয়োনেল মেসিকে বার বার বলতে শোনা গিয়েছিল সতীর্থদের ‘শান্ত’ হতে এবং সব কিছু ‘ভুলে’ যেতে। কেন বার বার মেসি সেই আবেদন করেছিলেন? আসল কথা প্রকাশ্যে আনলেন আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের বাবা।

বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন লিয়োনেল মেসির ভাষণের বিভিন্ন ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল। একাধিক ভিডিয়োয় মেসিকে বলতে শোনা গিয়েছিল সতীর্থদের ‘শান্ত’ হতে এবং সব কিছু ‘ভুলে’ যেতে। কেন বার বার মেসি সেই আবেদন করেছিলেন, কী ভুলে যেতে বলেছিলেন তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। দলের অন্দরে ঝামেলার কথাও উড়িয়ে দেননি কেউ কেউ। সেই বিষয়ে আসল কথা প্রকাশ্যে আনলেন মিডফিল্ডার আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের বাবা কার্লোস।

ফাইনাল শুরুর ঠিক আগে যখন ফুটবলারেরা সাজঘর থেকে মাঠে আসার তোড়জোড় করছেন, তখন দলের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন মেসি।

বলেছিলেন, “শান্ত থাকো। সকলে শান্ত থাকো। শুধু খেলার কথা ভাবো, আর কিছু নয়। শান্ত থাকো। সব কিছু আজকের জন্য ভুলে যাও। খেলা ছাড়া আর কিছু যেন মাথায় না থাকে।”

কিক-অফের আগেও একই কথা বলেছিলেন মেসি। আর্জেন্টিনা অধিনায়কের কথায়, “এগিয়ে চলো সকলে। আগে যা হয়েছে সব ভুলে যাও। মনে করো কিছুই হয়নি।” সেই সময়ে লিসান্দ্রো মার্তিনেজ এবং এনজো ফের্নান্দেজকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। অবাক লাগছিল দু’জনকেই। ম্যাচে মার্তিনেজ প্রথমার্ধেই চোট পেয়ে উঠে যান। ফের্নান্দেজ দ্বিতীয়ার্ধে লাল কার্ড দেখেন। আর্জেন্টিনার হারের নেপথ্যে দু’টিই প্রভাব ফেলেছে।

মেসির ভাষণ সেখানেই শেষ হয়নি। বিরতিতেও গোটা দলকে চাঙ্গা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। টানেল দিয়ে মাঠে আসার সময় বলেছিলেন, “জেগে ওঠো। ব্যক্তিত্ব দেখাও। আগেও আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি। তা হলে এ বার কেন পারব না? আরও ভাল খেলার ক্ষমতা আমাদের আছে।” গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজও বলেছিলেন, “সামনের দিকে বল বাড়িয়ে খেলো। শুধু কাপুরুষেরাই পিছন দিক থেকে খেলে।” যদিও দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনার খেলায় বদল আসেনি। এমিলিয়ানো ছাড়া আর কাউকেই চাঙ্গা দেখায়নি।

আর্জেন্টিনার এক ওয়েবসাইটে কার্লোস বলেছেন, “আমি আলেক্সিকে একটা বার্তা পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, ঠিক কী হয়েছিল সাজঘরে। কিছু কি হয়েছিল? ভাবুন, যদি আমার মতো মানুষ এ সব কথা ভাবতে পারে তা হলে বাকিরা কী ভেবেছে!”

যদিও সে রকম কিছুই ঘটেনি। কার্লোস বলেছেন, “আলেক্সিস আমাকে বলেছে, সে দিন মেসি সকলকে অনুরোধ করেছিল ফুটবলের বুদ্ধি কাজে লাগাতে, খেলায় মন দিতে, বেশি করে আক্রমণ করতে এবং ত্রিকোণ তৈরি করতে। শুধু শুধু না লাফানোর কথা বলেছিল। সেটাই মেসি বার বার বলছিল।”

কার্লোস জানিয়েছেন, যে ছোট ছোট ভিডিয়ো চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে পুরো বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, “সেই ভিডিয়ো প্রকাশ হওয়ার পর থেকে গত কয়েক দিনে অনেকে অনেক কথা বলেছিলেন। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আজ সত্যিটা বললাম।”

কার্লোস স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আর্জেন্টিনার সাজঘরে কোনও ঝামেলা নেই।

বরং ফুটবলারেরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সকলের মধ্যে ভাল বন্ধুত্ব রয়েছে।

লিওনেল মেসির বিশ্বকাপ-রূপকথার সমাপ্তি ঘটল এক করুণ আর্জেন্টিনা দলের হাতে

যারা ফাইনালে খলনায়কের ভূমিকায়

পাবলো ইগলেসিয়াস মাউরের: স্পেনের কাছে পরাজয়ে এই খেলার সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়টির অর্জিত গৌরব বা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে না ঠিকই, কিন্তু তাঁর দলের পারফরম্যান্স পুরো খেলাটিকেই মাটি করে দিয়েছে।

খেলাধুলার সবচেয়ে বড় মঞ্চে শেষবারের মতো খেলতে নেমে, এই বিশ্বকাপের ফাইনালে লিওনেল মেসি আরও একটি স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেবেন-এমনটাই প্রায় নিশ্চিত মনে হচ্ছিল।

অথচ রবিবার যখন নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকের গ্যালারির আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, তখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে-পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে আর্জেন্টিনা যে জাদুকরী ছন্দ ধরে রেখেছিল, তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। আর স্পেন যখন ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছিল, তখন এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হলো: ১-০ ব্যবধানে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মেসি ও আর্জেন্টিনার সময় অবশেষে ফুরিয়ে গেছে; তারা অনেক আগেই নিজেদের সবচেয়ে বাজে প্রবণতাগুলোর কাছে নতি স্বীকার করেছিল।

টুর্নামেন্টের অন্য সব ম্যাচে আর্জেন্টিনা-এবং মেসি-কে আমরা যেমনটা দেখেছি, এই ফাইনালটি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বলা যায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই, ‘লা আলবিসেলেস্তে’ ছিল টুর্নামেন্টের সবচেয়ে উপভোগ্য দল; তবে তাদের এই আকর্ষণের কারণ কেবল গোল করার ধরন নয়, বরং গোল করার ‘সময়’-নাটকীয় মুহূর্ত বেছে নিয়ে গোল করার ক্ষেত্রে তারা যেন এক অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। দুবার তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছে *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

ফিফার বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা পেল কেপ ভার্দের গোলরক্ষক

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ এর ফাইনাল খেলার পর বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল ফিফা। সেই দলে কয়েকটি চমক রয়েছে। বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা পান ভোজিনহা। কেপ ভার্দের গোলরক্ষক প্রত্যাশিত ছিল। স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার উনাই সিমন এবং ইংল্যান্ডের জর্ডন পিকফোর্ডকে ছাপিয়ে ফিফার একাদশে জায়গা করে নেন কেপ ভার্দের গোলরক্ষক। গোটা টুর্নামেন্টে অনবদ্য কিপিং করেন ৪০ বছরের এই গোলকিপার। গোলের নীচে অসংখ্য সেভ। মেসিদেরও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ফাইনালের মঞ্চে মেসি-ইয়ামালদের সাত শব্দে একই শুভেচ্ছা ট্রাম্পের

কী বলেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট? জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাম। দু’দলের ফুটবলারদের একটি নির্দিষ্ট বাক্যে অভিনন্দন জানান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে স্পেন এবং আর্জেন্টিনার সব ফুটবলারকে নাকি একটি কথাই বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে নির্দিষ্ট সাতটি শব্দ ব্যবহার করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। লামিনে ইয়ামাল, লিয়োনেল মেসিদের কী বলেছিলেন তিনি?

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঠিক কী বলেছিলেন, তা *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

টানা দুইবার গোল্ডেন বুট জিতে ইতিহাস এমবাপ্পের, গোল্ডেন বল পেলেন স্পেনের রদ্রি

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে 'গোল্ডেন বুট' জিতেছেন ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবলের পর টানা দ্বিতীয়বারের মতো সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার অর্জন করলেন ২৭ বছর বয়সী এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। এবারের বিশ্বকাপ আসরে ৮ ম্যাচে ১০টি গোল করে ছিনিয়ে নিয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতার খেতাব। ফুটবল ইতিহাসে তিনিই *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

লামিনে ইয়ামালের ছোট ভাই কেইন কেন বিশ্বকাপের তারকা হয়ে উঠছে

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের সেরা পারফরম্যান্সটা সবে উপহার দিয়েছে স্পেন। অস্ট্রিয়া ততক্ষণে ৩-০ গোলে পিছিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তেই টিভি ক্যামেরার লেন্স ঘুরে গেল গ্যালারির দিকে।

উল্লসিত স্প্যানিশ সমর্থকদের ভিড়ে ক্যামেরা জুম করল এক ছোট্ট ছেলের ওপর। মিকেল ওয়ারজাবালের ৮৯ মিনিটের গোল উদযাপনে আনন্দে ফেটে পড়েছে সে। দু'হাত শূন্যে ছুড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে: 'ভামোস (Vamooos)'!

সম্প্রচারকারী টিম যে নেহাতই কাকতালীয়ভাবে তাকে ক্যামেরায় ধরেছে, তা কিন্তু নয়। ছেলেটি স্প্যানিশ সেনসেশন লামিনে ইয়ামালের তিন বছর বয়সি সৎ ভাই, কেইন। ফুটবল মহলে সে এখনই বেশ পরিচিত মুখ।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে জন্ম কেইনের। সে ইয়ামালের মা শেইলা এবানার সন্তান। দুজনের বাবা আলাদা হলেও ইয়ামাল ও কেইনের সম্পর্ক ভীষণ নিবিড়। রাউন্ড-অভ-৩২-এর ম্যাচে প্লেয়ার অভ দ্য *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
Aasha RESTAURANT & PARTY HALL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন বিচারকদের গণহারে ছাঁটাই করছে ট্রাম্প প্রশাসন, উদ্বেগ জানাল জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে শতাধিক ইমিগ্রেশন বিচারককে গণছাঁটাই এবং অবৈধ অভিবাসীদের তড়িঘড়ি করে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। সংস্থাটি সতর্ক করে জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হতে পারে এবং অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকারকে চরমভাবে বিঘ্নিত করতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিকাগোসহ দেশজুড়ে অন্তত ১০০ জনেরও বেশি ইমিগ্রেশন বিচারককে পদচ্যুত করা হয়েছে। এছাড়া বহাল থাকা বিচারকদের ওপর বিচার বিভাগ থেকে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে অভিবাসীদের ফেরত পাঠাতে অভূতপূর্ব চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বিচারক ও আইনজীবীদের স্বাধীনতা বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপোর্টার মার্গারেট স্যাটারথওয়েট এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই পদক্ষেপগুলো কেবল বিচার বিভাগ পুনর্গঠন বা ছোট করার বিষয় নয়, বরং নিরপেক্ষ বিচারকদের সরিয়ে তাদের জায়গায় মূলত্ত্ববহিষ্কার কার্যকর করার বিচারক্ব বসানোর একটি রাজনৈতিক চেষ্টা।

তিনি জানান, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যারা নির্যাতন বা বৈষম্যের ভয়ে আশ্রয়ের আবেদন করছেন, তাদের মামলা অবশ্যই একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থার অধীনে শুনানির অধিকার রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রযোজ্য বাধ্যতামূলক আইনি বাধ্যবাধকতার স্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটাচ্ছে।

এদিকে শিকাগোর সাবেক ইমিগ্রেশন বিচারক কার্লা এস্পিনোজা জানান, বর্তমান বিচারকদের ওপর মামলা দ্রুত শেষ করার জন্য প্রশাসনিক চাপ দিন দিন বাড়ছে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারে ২৩ বছরের ইতিহাস ভাঙল

দিনে দেড় হাজারের বেশি মানুষকে আটক করছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অনিয়মিত ও অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের গ্রেফতারে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই গঠিত হওয়ার পর গত ২৩ বছরের ইতিহাসে ২০২৬ এর জুনে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে চলতি জুলাই মাসে সেই রেকর্ডও ভেঙে গেছে বলে জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের সীমান্তবিষয়ক প্রধান টম হোমান। টেলিভিশন নেটওয়ার্ক নিউজনেশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

টম হোমান আরো জানান, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত ও অভিবাসনবিষয়ক সংস্থাগুলো পূর্ণ উদ্যমে অভিযান পরিচালনা করছে। গত জুনে আইসিই-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছিল, আর জুলাইয়ে অভিযানের গতি সেই পরিসংখ্যানকেও ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিন গড়ে দেড় হাজারের বেশি মানুষকে আটক করা হচ্ছে। সাবেক প্রশাসনের ঢিলেঢালা নীতির কারণে কোটি কোটি লোক অনিয়ন্ত্রিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং সেই *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের ৮৪ বিলিয়ন ডলার জরিমানা

যুক্তরাষ্ট্র না ছাড়লে প্রতিদিন জরিমানা ৯৯৮ ডলার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৩ হাজারের বেশি সিভিল জরিমানা জারি করা হয়েছে। এসব জরিমানার মোট পরিমাণ প্রায় ৮৪ বিলিয়ন ডলার। প্রেসিডেন্টের কঠোর অভিবাসন নীতির আওতায় ইতোমধ্যেই ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ আদায় করা হয়েছে।

বুধবার নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চূড়ান্তভাবে দেশে ফেরতের নির্দেশ পাওয়া যেসব অবৈধ অভিবাসী স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে ব্যর্থ হবেন, নির্দেশ পালনের আগ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

এইচ-১বি ভিসার জন্য ১ লাখ ডলারের ফি আপাতত বহাল থাকছে না

ফেডারেল আপিল আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের আবেদন নাকচ

পরিচয় ডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আপিল আদালত উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মীদের জন্য এইচ-১বি (ঐ-১ই) ভিসায় *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ভিসা এভারেস্টের দায়ে বিমানবন্দরেই আইসিইর হাতে গ্রেপ্তার ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট, বিমানবন্দরে চাঞ্চল্য

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্মরত অবস্থায় সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)। আটক ব্যক্তি জামাইকার নাগরিক লরেঞ্জো থম্পসন। যুক্তরাষ্ট্রের পিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বা (ডিএইচএস) জানিয়েছে, উক্ত ব্যক্তি ২০২১ সালে বৈধ ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করলেও নির্ধারিত সময় শেষে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়েননি এবং এরপরও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন।

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ১৪ জুলাই ন্যাশভিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালনের সময় আইসিই কর্মকর্তারা তাকে আটক করে। ডিএইচএসের ভাষ্য অনুযায়ী, থম্পসন ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ছয় মাসের ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে এবং তার ভিসার মেয়াদ ২০২১ সালের অক্টোবরে শেষ হলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেননি। বর্তমানে অভিবাসন-সংক্রান্ত আইনি কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আইসিইর হেফাজতেই থাকবেন।

তবে ঘটনাটি নিয়ে ভিন্ন দাবি করেছে সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদের ইউনিয়ন টিডব্লিউইউ লোকাল ৫৫৬ এবং থম্পসনের ঘনিষ্ঠরা। তাদের বক্তব্য, থম্পসনের একটি চলমান আশ্রয় (অ্যাসাইলাম) আবেদন রয়েছে এবং তিনি বৈধ কর্ম-অনুমতি নিয়ে কাজ করছিলেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অপরাধের রেকর্ড নেই বলেও তারা দাবি করেছেন।

ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে জানায়, তারা থম্পসন ও তার পরিবারের পাশে রয়েছে এবং আইনি সহায়তার বিষয়টি সমন্বয় করছে। একই সঙ্গে ঘটনাটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্স এ ঘটনায় প্রকাশ্যে কোনো বিস্তারিত মন্তব্য করেনি।

যুক্তরাষ্ট্রে চলমান কঠোর অভিবাসন আইন প্রয়োগের প্রেক্ষাপটে কর্মস্থল থেকে একজন বিমানকর্মীকে আটক করার এই ঘটনা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। থম্পসনের প্রকৃত অভিবাসন-অবস্থা এবং আশ্রয় আবেদনের আইনি অবস্থান এখন অভিবাসন আদালতের কার্যক্রমে নির্ধারিত হবে।

ভারত সীমান্তের দিকে অন্তত ১১টি স্টেলথ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে চীন

পরিচয় ডেস্ক: ভারতকে লক্ষ্য করে তৈরি করা সীমান্তবর্তী বিমানঘাঁটিগুলোতে প্রথম সারির পঞ্চম প্রজন্মের জে-২০ মাইটি ড্রাগন স্টেলথ ফাইটার জেটের অপারেশনাল মোতায়েন বাড়িয়েছে চীন।

মহাকাশভিত্তিক ডেটা বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ভ্যান্টর থেকে প্রাপ্ত স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে, চলতি বছরের জুনের শেষের দিকে ও জুলাইয়ের শুরুতে দুটি বিমানঘাঁটিতে ১১টি জে-২০ মোতায়েন করেছে বেইজিং।

৯ জুলাই জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের হোতান বিমানঘাঁটির টারমাকে সাতটি জে-২০ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বেসামরিক ও সামরিক-দ্বিমুখী ব্যবহারের উপযোগী এই ঘাঁটি ভারতের লেহ থেকে ৩৮৯ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ও উত্তর লাদাখে অবস্থিত ভারতীয় বিমানবাহিনীর দৌলত বেগ ওল্ডি বিমানঘাঁটি থেকে মাত্র ২৪৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এনডিটিভির হাতে আসা বাণিজ্যিক স্যাটেলাইটের এই ছবির তথ্যমতে, ভারতের সীমান্তসংলগ্ন কোনো চীনা বিমানঘাঁটিতে এর আগে কখনও এত বিপুলসংখ্যক জে-২০

জেট মোতায়েন করা হয়নি। প্রতিবেদনে যুক্ত দ্বিতীয় একটি ছবিতে তিব্বতের লাসা প্রশাসনিক অঞ্চলের অংশ দামশুং বিমানঘাঁটির ফ্লাইটলাইনে চারটি জে-২০ দেখা গেছে। এই ঘাঁটি অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং থেকে ৩৪৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

ভারতের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা নিউস্পেস-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক যুদ্ধবিমান পাইলট সমীর জোশী এনডিটিভিকে বলেন, হোতানে সাতটি ও দামশুংয়ে চারটি জে-২০-এর উপস্থিতি প্রমাণ করছে, ভারতের মুখোমুখি থাকা এসব বেশি উচ্চতার ঘাঁটি থেকে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের কার্যক্রম পরিচালনা এখন পিএলএএএফ-এর জন্য রুটিন কাজ। এটি নিছক কোনো বার্তা নয়। পিএলএএএফ হলো চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি এয়ার ফোর্সের সংক্ষিপ্ত রূপ।

জে-২০ মোতায়েনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হলো এর স্টেলথ বৈশিষ্ট্য বা রাডার ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা। এই বৈশিষ্ট্য একে যুদ্ধকবলিত আকাশসীমায় *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে ইনফান্তিনোকে পছন্দ ট্রাম্পের!

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপ ও ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের সুবাদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। একে অন্যকে উচ্চ আসনে দেখার অভিলাষ দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে। রিপাবলিকান পার্টির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের বরাতে নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, ট্রাম্প চাইছেন ইনফান্তিনো যেন জাতিসংঘের মহাসচিব পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বর্তমানে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। ডিসেম্বরে শেষ হবে তার মেয়াদ।

নিউইয়র্ক পোস্টের সংবাদ অনুযায়ী, ট্রাম্প বিশ্বাস করেন, জাতিসংঘকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও যোগাযোগের দক্ষতা রয়েছে ইনফান্তিনোর।

প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, ফিফার প্রধান ‘বিশ্বব্যাপী সমাদৃত’ এবং অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষকে একত্রিত করার বিশেষ ক্ষমতা তার আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত গত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক টুর্নামেন্ট দিয়ে ট্রাম্প ও ইনফান্তিনোর সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে। গত ডিসেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফিফা শান্তি পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক অন্য মাত্রায় পৌঁছায়।

জাতিসংঘের প্রার্থিতার দৌড়ে যোগ দিতে ফিফা ছাড়ার আগ্রহ ইনফান্তিনোর আদৌ আছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। আবার তিনি এই ব্যাপারে সরাসরি ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন কি না তাও অজানা।

পদটি গ্রহণ করার জন্য মনোনীত প্রার্থীকে অবশ্যই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের সুপারিশকৃত হতে হবে। এছাড়া সাধারণ অধিবেশনেও অনুমোদন পেতে হবে।

জাতিসংঘের মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে সম্ভাব্য প্রার্থীরা হলেন চিলির প্রেসিডেন্ট মাইকেল বাচেলেট, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) ডিরেক্টর জেনারেল আর্জেন্টাইন নাগরিক রাফায়েল গ্রসি।

ট্রাম্পের বৈশ্বিক অংশীদারত্বের বিশেষ দূত পাওলো জাম্পাওলি ইনফান্তিনোকে মনোনয়নে সমর্থন জানিয়েছেন। তার মতে, *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলায় ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিলেন যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন যুদ্ধ আরও তীব্র করে তুলেছেন, সেই মুহূর্তে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর হামলায় ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। এর মাধ্যমে তিনি পূর্বসূরি কিয়ার স্টারমারের নীতিই বহাল রাখলেন।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানান, চলতি মাসের শুরুতে মার্কিন সামরিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে গত শুক্রবার এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন স্টারমার।

ওই বৈঠকে মন্ত্রী ও শীর্ষ কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন, ভারত মহাসাগরের ডিয়েগো গার্সিয়া ও ইংল্যান্ডের

প্রথম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনাকে ঘিরে জাপানের শহরে বিক্ষোভ

অভিবাসন সংকট ও পরিচয়ের টানাপোড়েন

পরিচয় ডেস্ক: জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে সমুদ্রঘেঁষা শান্ত শহর ফুজিসাওয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কারও মনে ক্ষোভ, কারও মনে আশঙ্কা; আবার কেউ এটিকে নতুন বাস্তবতাকে গ্রহণ করার সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

শহরটির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা নোরিকো ইজুমিজাওয়া বলেন, “এতে আমাদের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কীভাবে বদলে

যেতে পারে, তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন”

এই বিতর্ক আসলে জাপানের অভিবাসননীতি, সামাজিক পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ সমাজ নিয়ে জমে ওঠা গভীর দুশ্চিন্তারই প্রতিফলন। জনসংখ্যা কমে যাওয়া এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় দেশটি এখন তীব্র শ্রমিক সংকটের মুখোমুখি।

অভিবাসন এখনও জাপানে রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। তবু কর্মসংস্থানের *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ইরানে এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় হামলার কথা ভাবছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় হামলার কথা ভাবছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প । অনলাইন সংবাদ পোর্টাল অ্যাক্সিওসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন,“আমি একটি বিশাল হামলার কথা ভাবছি, যা আগে কখনো দেখা যায়নি” প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি ইরানে পুনরায় বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরুর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। এই হামলার মাত্রা এর আগে পরিচালিত“অপারেশন এপিক ফিউরি”র চেয়েও বড় হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যম“অ্যাক্সিওস”-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এসব কথা বলেন।

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন,“আমি একটি বিশাল হামলার কথা ভাবছি, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের খুব কাছাকাছি আছি এবং আমরা এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত” তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে এ ধরনের সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী ফলাফল থাকবে এবং তিনি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। দুজন মার্কিন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে ট্রাম্প এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে নতুন কোনো নির্দেশ দেননি।

উল্লেখ্য, দুই দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। পুনরায় একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত অজনপ্রিয়।

ইরানে হামলার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন“আমি যদি বলি, তবে ইসরায়েল মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে এই অভিযানে যোগ দেবে। তবে এই অভিযানের জন্য আমাদের কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই” তিনি আরও ইঙ্গিত দেন যে ইসরায়েল এই হামলায় সরাসরি জড়ালে দেশটিকে ইরানের পাল্টা প্রতিশোধের মুখে পড়তে হতে পারে।

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও জানান, প্রয়াত *বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়*

গোপনে যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে প্রথমবারের মতো ইরানে সরাসরি হামলা চালিয়েছে বাহরাইন ও কুয়েত

পরিচয় ডেস্ক: গোপনে ইরানে যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে হামলা চালিয়েছে বাহরাইন ও কুয়েত। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তেহরানের ওপর এটিই এই দেশগুলোর প্রথম সরাসরি পাল্টা হামলা।

ওই ব্যক্তিরা জানান, চলতি মাসের শুরুর দিকে চালানো এই বিমান হামলায় মূলত ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র মজুতের ডিপোসহ একাধিক সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ইরানকে মোকাবিলায় আরব দেশগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন সহযোগিতার ইঙ্গিত দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যুদ্ধের শুরুর দিকে ইরানে একাধিকবার হামলা চালানো আরব আমিরাত লক্ষ্যবস্তুর গোপন সামরিক তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি আক্রমণকারী যুদ্ধবিমানগুলোকে আকাশপথে প্রতিরক্ষামূলক সুরক্ষা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার প্রতিক্রিয়ায় টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে বাহরাইন ও কুয়েতে হামলা চালিয়ে আসছে ইরান। দুটি দেশেই মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। পারস্য উপসাগরীয় দেশ দুটির বিমানবাহিনী আকারে ছোট, যদিও তাদের বহরে মার্কিন ও ইউরোপীয় যুদ্ধবিমান আছে।

আরব আমিরাত বলেছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ রুট হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি উন্মুক্ত রাখাসহ এ অঞ্চলে উত্তেজনা কমানোর পক্ষে তারা। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কুয়েত ও বাহরাইনে ইরানি হামলার নিন্দা জানিয়ে দেশ দুটির সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় নেওয় সব পদক্ষেপে সমর্থন জানিয়েছে।

তবে এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর যুক্তরাষ্ট্রে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

৬২ বছরের বেশি বয়সী ৩০ লাখ আমেরিকান এখনও শোধ করছেন স্টুডেন্ট লোন

পরিচয় ডেস্ক: কেনটাকির ৬১ বছর বয়সী বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক মেরি নিকল জীবনের বেশিরভাগ সময় কাজ করার পর অবসর নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন । কিন্তু সেই স্বপ্ন এখনো অধরাই রয়ে গেছে। কারণ, নিজের উচ্চশিক্ষার জন্য নেওয়া স্টুডেন্ট লোন এখনও করিশোধ করতে হচ্ছে তাকে।

দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, মেরি নিকলের মতো যুক্তরাষ্ট্রে লাখো প্রবীণ নাগরিক অবসরের বয়সে পৌঁছেও বহুল আলোচিত স্টুডেন্ট লোন বা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

আমার সঙ্গী ভারতীয় ছেলের নাম শেখর, বর্ণবৈষম্য ও মুসলিমবিদ্বেষীর অভিযোগে জবাব দিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ ইলন মাস্ক

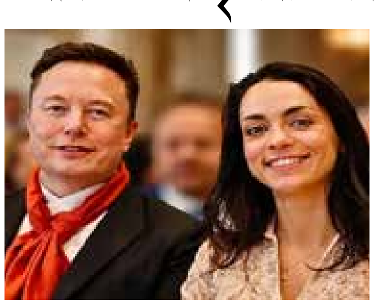

পরিচয় ডেস্ক: তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বর্ণবাদ ও মুসলিমবিদ্বেষের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে নিজের সঙ্গীর ভারতীয় বংশপরিচয় এবং তাঁদের সন্তানদের উদাহরণ সামনে এনেছেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ ইলন মাস্ক।

ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গী শিভন জিলিস অর্ধেক ভারতীয় এবং তাঁদের চার সন্তান রয়েছে। এ কারণেই নিজেকে বর্ণবাদী বলা ঠিক নয় বলে দাবি করেন তিনি।

গত ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ইলন মাস্ক বলেন, তাঁদের এক সন্তানের নাম রাখা হয়েছে বিখ্যাত ভারতীয় বংশোদ্ভূত পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের সম্মানে। নোবেলজয়ী এই বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে মাস্ক ও জিলিসের যমজ ছেলেদের একজনের মধ্যনাম রাখা হয়েছে ‘সেখর’। নিজের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রসঙ্গও তুলে ধরে মাস্ক দাবি করেন, তাঁর *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

২৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জানালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসবেন। এ সময় দুই নেতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে আলোচনা করবেন বলে বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে, বুধবার *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ইরান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নতুন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) ওয়াশিংটনের এই প্রস্তাব ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলি আল-জাইদি তেহরানের কাছে পৌঁছে দেন। সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক টাইমস।

সংবাদমাধ্যমটির বরাতে রুশ বার্তা সংস্থা তাসের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা কোনো অস্থায়ী চুক্তিতে আগ্রহী নন। কারণ, এমন কোনো সমঝোতা হলে হরমুজ প্রণালি সংক্রান্ত বিরোধের সমাধান হবে না বলে মনে করছে তেহরান।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতির বিস্তারিত শর্ত সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এর আগে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলি আল-জাইদি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সফরের পর বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) তিনি ইরানের রাজধানী তেহরানে পৌঁছান।

ইরানকে অস্ত্র দিলে ‘খুব খারাপ’ পরিণতি হবে চীন ও রাশিয়ার প্রতি হুঁশিয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: চীন বা রাশিয়া যদি ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করে, তবে ওই দেশ দুটির জন্য ‘খুবই খারাপ’ পরিণতি অপেক্ষা করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার (২৪ জুলাই) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, সম্প্রতি বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, চীন ইরানকে কোনও অস্ত্র সরবরাহ বা বিক্রি করবে না। এমনকি কোনও চীনা কোম্পানির মাধ্যমেও তা করা হবে না।

নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্প লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট শি বেইজিংয়ে আমাদের সাম্প্রতিক বৈঠকে আমাকে বলেছেন যে তিনি কোনো অবস্থাতেই ইরানকে অস্ত্র দেবেন বা বিক্রি করবেন না। এই বিবৃতির আওতায় চীনা কোম্পানিগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমাদের

সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে আমি তার কথায় আস্থা রাখছি, তা ছাড়া আমিও তাকে অনেক বড় ধরনের সহযোগিতা করছি।

ট্রাম্প আরও বলেন, ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ সত্ত্বেও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও একই ধরনের আশ্বাস দিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষায়, ‘তিনি (পুতিন) বোঝেন যে আমি ইউক্রেনের কাছে অস্ত্র বিক্রি করি না, বরং ন্যাটো দেশগুলোকে করি। তারা পুরো মূল্য পরিশোধ করে, আর সেই অস্ত্রগুলো কীভাবে বিতরণ করা হয় সে বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই।

ট্রাম্প বলেন, অতএব, ইরান প্রসঙ্গে মানুষ প্রায়শই যে দুটি প্রধান দেশের কথা বলে, আমার মতে তারা এতে অংশ নিচ্ছে না। যদি তারা তা করত, তবে তা তাদের জন্য খুবই খারাপ হতো। নিঃসন্দেহে এটি তাদের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ওষুধের বাজারে বড় ধাক্কা!

২০০% পর্যন্ত শুল্কের ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জেনেরিক ওষুধ আমদানির ক্ষেত্রে বড় নীতিগত পরিবর্তনের ঘোষণা করেছেন। তাঁর দাবি, যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ উৎপাদন বাড়াতে এবং বিদেশের উপর নির্ভরতা কমাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ১ আগস্ট থেকে নতুন শুল্ক নীতি কার্যকর হবে। তবে প্রথম দুই বছর আমদানি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইরানের জব্দ করা সম্পদ ব্যবহার করে জাহাজ ও পণ্যের ক্ষয়ক্ষতি মেটাবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: টানা ১৩তম রাতের মতো ইরানে হামলা চালানোর দাবি করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। অন্যদিকে,

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সর্বশেষ হামলায় চারজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, জাহাজ, *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আর্থিক তথ্য প্রকাশের নির্দেশ, বিবিসির ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলায় নতুন মোড়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর ব্যবসাসংক্রান্ত বিস্তারিত আর্থিক তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতের বিচারক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের করা ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলায় এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মামলার গতিপথে গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মামলার শুনানিতে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক এনজোলিক লেট রায় দেন, ট্রাম্প যেহেতু তাঁর অভিযোগে ব্যবসা, ব্র্যান্ড ও আর্থিক ক্ষতির দাবি তুলেছেন, তাই সেই দাবির সত্যতা যাচাইয়ে বিবিসির আর্থিক নথি চাওয়ার অধিকার রয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ট্রাম্পকে তাঁর ব্যবসায়িক ট্রাস্টের আর্থিক তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথি পত্র জমা দিতে হবে।

মামলা শুরু হয় ২০২৪ সালে প্রচারিত বিবিসির একটি ‘প্যানোরামা’ প্রামাণ্যচিত্রকে কেন্দ্র করে। ট্রাম্পের অভিযোগ, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল ভবনের ঘটনার আগে দেওয়া তাঁর ভাষণের বিভিন্ন অংশ সম্পাদনার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যাতে মনে হয় তিনি সমর্থকদের সহিংসতায় উসকানি দিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর ব্যক্তিগত সুনাম ও ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে বিবিসি আগেই স্বীকার করেছিল, প্রামাণ্যচিত্রে ভাষণের সম্পাদনায় ভুল হয়েছিল এবং সে জন্য তারা দুঃখ প্রকাশও করে। তবে সম্প্রচারটি মানহানিকর ছিল-এ অভিযোগ তারা অস্বীকার করে আসছে। বিবিসির আইনজীবীদের দাবি, ট্রাম্পের ক্ষতির দাবির ভিত্তি যাচাই করতে আর্থিক তথ্য প্রয়োজন।

শুনানির আগে ট্রাম্পের আইনজীবীরা মামলাটি কেবল সুনামহানির দাবিতে সীমিত রাখার চেষ্টা করেন এবং আর্থিক ক্ষতির কিছু দাবি প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেন। কিন্তু আদালত মনে করেন, মামলার মূল অভিযোগে ব্যবসায়িক ক্ষতির বিষয়টি এখনো প্রাসঙ্গিক। ফলে আর্থিক নথি প্রকাশের নির্দেশ বহাল রাখা হয়।

ইসরায়েলকে সহযোগিতায় ১.১৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সামরিক বিল পাস যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদে

পরিচয় ডেস্ক: গত বুধবার ২৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ ১ দশমিক ১৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সামরিক ব্যয় বিল পাস করেছে। বিপুল সামরিক ব্যয় এবং ইসরায়েলের সঙ্গে উন্নত সামরিক প্রযুক্তি সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ব্যয় মেটাতে একটি প্রস্তাবও এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেন। ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, ট্রাম্প প্রশাসনের সামরিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনতে কংগ্রেস ব্যর্থ হচ্ছে।

এই ফলাফল এমন একটি বড় দ্বিদলীয় জোটের ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত দেয়, যারা সাধারণত প্রতি বছর জাতীয় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিদায় নিলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, হাসিনার আমলে নিযুক্ত সাহবুদ্দিনের মেয়াদ ছিল আরও ন'মাস, পদত্যাগ নিয়ে জল্পনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ সাহবুদ্দিন পদত্যাগ করলেন। ২০২৩ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মহম্মদ সাহবুদ্দিন কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেয়াদ ছিল ২০২৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত।

গত ২৪ জুলাই শুক্রবার জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজউদ্দিন আহমেদের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে সাময়িক ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয় স্পিকারকেই। ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার বিধান রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে। বাংলাদেশের সংসদ সদস্যেরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন।

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই তাঁর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। কিছু দিন আগে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট সাহবুদ্দিন লন্ডনে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে খবর ছড়ায়, সেখান থেকে হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তিনি । এর পর থেকেই তাঁর পদত্যাগের জল্পনা আরও জোরালো হয়েছিল। শেষমেশ ২৪ জুলাই শুক্রবার স্পিকারকে চিঠি দিয়ে সাহবুদ্দিন পদ ছাড়লেন।

তবে কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর পদত্যাগের পর সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছেন স্পিকার। রাষ্ট্রপতি হিসাবে সাহবুদ্দিনের মেয়াদ ছিল ২০২৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। সাহবুদ্দিনের পর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কে হবেন, তা নিয়েও জল্পনা রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের বর্তমান সংসদে বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাই তাদের মনোনীত প্রার্থীর প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ক্ষমতাসীন দলের তরফে এখনও কোনও নাম প্রকাশ্যে আসেনি।

বাংলাদেশের স্পিকার হাফিজউদ্দিন চিকিৎসার প্রয়োজনে সম্প্রতি থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ২৬ জুলাই রবিবার তাঁর ফেরার কথা ছিল। কিন্তু আচমকা সেই সফরসূচিতে পরিবর্তন ঘটে। ২৪ জুলাই শুক্রবারই স্পিকার দেশে ফিরে আসেন। সময়ের আগে তিনি ফিরছেন-২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে এই খবর ছড়ানোর পরেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছিল।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছিল, দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ ছাড়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন সাহবুদ্দিন। যদিও সরকারের তরফে এখনও কেউ মুখ খোলেননি। স্পিকার সাংবাদিক বৈঠকে কী জানান, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের চাপে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন হাসিনা। দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান তিনি। সেই থেকে ভারতেই রয়েছেন। একাধিক বার বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ফেরত চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি দিয়েছে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দিয়েছে। এ সবের মাঝেই সম্প্রতি হাসিনা জানিয়েছেন, ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। তার মধ্যেই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ইস্তফা দিলেন।

সংবিধানে দায়মুক্তি থাকলেও দায়িত্ব পালনকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা, তদন্তে দুদক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দায়িত্বে থাকাকালে তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা যায় না। কিন্তু এই সাংবিধানিক দায়মুক্তি থাকা সত্ত্বেও সদ্য বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পদে থাকাকালেই তার বিরুদ্ধে আদালতে আর্থিক দুর্নীতি ও প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনকে গ্রেপ্তারের কোনো আইনি ভিত্তি দেখছে না সরকার

জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিনকে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেও, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কোনো আইনি ভিত্তি সরকার খুঁজে পায়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

রোববার (২৬ জুলাই) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে তিনিওপুলিশের সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করেছেন এবং সংবিধান অনুযায়ী স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। স্পিকার তা গ্রহণ করেছেন। সাংবিধানিক বিধান অনুসারে বর্তমানে স্পিকার দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট
এর দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বলেন,ওগণঅভ্যুত্থানের পর আমরা চাই মানুষ রাজনৈতিকভাবে মত প্রকাশ ও প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা ভোগ করুক। এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতেই পারে। তবে বিষয়টি আমলে নেওয়ার মতো কোনো আইনি ভিত্তি আমরা দেখিনি৷

প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালনকালীন কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনকে কি গ্রেপ্তার করা সম্ভব? সাংবিধানিক দায়মুক্তি নিয়ে বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনকে কি গ্রেপ্তার করা সম্ভব? সাংবিধানিক দায়মুক্তি নিয়ে বিতর্ক।

তবে সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের দোহাই দিয়ে সব অভিযোগ ও আইনি পদক্ষেপের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন সাহাবুদ্দিন।

পদত্যাগের পর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাহাবুদ্দিন বলেন,ওকীসের বিচার করবে? কীসের? কীসের বিচার করবে? সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ পড়ে দেখুক। সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে দুই ধরনের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১(১) অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্টের অতীতের দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই-বাছাই করছে সরকার

জানালেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান কিংবা ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পদে থ াকাকালীন বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সরকার যাচাই-বাছাই করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। জনদাবি বিবেচনায় নিয়ে অতীতের এসব কর্মকাণ্ড তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গত রোববার (২৬ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নবীন আইনজীবীদের বরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হন *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়*

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ: জ্বালানি ও রেমিট্যান্সে সবচেয়ে ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ইরানুযুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া সংকটের ফলে বিশ্বের উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত আর উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অনেক বেশিতে ঝুঁকিতে আছে। কারণ, বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো থেকে জ্বালানি আমদানি করে। আবার উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) সদস্য দেশগুলোতে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক কর্মী কাজ করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ফলে যুদ্ধের কারণে সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে বেশি ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে।
শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেলে রাজধানীতে দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নির্ধারিত বক্তৃতায় চীনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাংহাই ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজের (এসআইআইএস) মিডল ইস্ট স্টাডিজের পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ ফেলো জিন লিয়াংশিয়াং এমন মন্তব্য করেছেন।
তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঢাকা ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এন্ড অ্যানালিটিক্স

(ডায়রা) আয়োজিত বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্স ২০২৬ এর 'দ্য ইরানু ইউএস কনফ্লিক্ট অ্যান্ড দ্য ইমার্জিং সিকিউরিটি ল্যান্ডস্কেইপ' শীর্ষক নির্ধারিত বক্তৃতা দেন। প্রায় ১০ মিনিটের বক্তৃতায় চীনের ওই গবেষক গত কয়েক মাস ধরে সমগ্র বিশ্বকে পর্যুদস্ত করা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এর প্রভাব উল্লেখ করেন।
বাংলাদেশের ওপর ইরানুযুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিন লিয়াংশিয়াং বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, বিশেষ করে জ্বালানি খাতের কারণে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) দেশগুলোর অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এরই মধ্যে আমরা তেল সরবরাহে বিঘ্ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। বৈশ্বিক দক্ষিণের এমন একটি দেশ বাংলাদেশ, যার অর্থনীতি চীন, যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের মতো দেশের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলার সক্ষমতার দিক থেকেও বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নতুন শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির লাভ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অর্থনীতিবিদরা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি ওইউএস এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড-এর আওতায়, ৩৭০ কোটি ডলারের বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তি সই এবং চড়া দামে মার্কিন গম কেনার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ নতুন করে ওয়াশিংটনের একপাক্ষিক শুল্কারোপ ছাড়া বলতে গেলে কিছুই পায়নি। ফলে এই চুক্তির কার্যকারিতা নিয়েই এখন বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

তথাকথিতওজোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগে গত ২৪ জুলাই থেকে বাংলাদেশের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা ও অতিরিক্ত উৎপাদন বিষয়ে আরেকটি তদন্ত করছে দেশটি। এর ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরও শুল্কের মুখে পড়তে পারে।
এই বাণিজ্য চুক্তির অধীনে অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতি ছিলু মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাক দেশটির বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার। তবে সেই সুবিধাও এখনও অধরা রয়ে গেছে, যা থেকে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের আদৌ কোনো লাভ হবে কি না, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
ওএকপক্ষ সুবিধা দিল সব, অপরপক্ষ দিল কেবল শুল্কের বোঝা-ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ওপর নতুন করে শুল্ক চাপানোর পর বাণিজ্য চুক্তিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁরা বলছেন, বৈশ্বিক পাওয়ার প্র্যাকটিসের শিকার হয়ে দেশের অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের নতুন চুক্তিতে এবার এয়ারবাসের ১০টি উড়োজাহাজ কিনছে বাংলাদেশ বিমান

পরিচয় ডেস্ক: রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইউরোপীয় উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাসের কাছ থেকে ১০টি উড়োজাহাজ কেনার জন্য আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে আরও একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে। মার্কিন এভিয়েশন জায়ান্ট বোয়িংয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক ৩৭০ কোটি ডলারের চুক্তির পর এটি হতে যাচ্ছে বিমানের দ্বিতীয় বড় ক্রয়াদেশ।
সরকার এয়ারবাসের ১০টি এয়ারক্রাফট (উড়োজাহাজ) কেনার প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,চ এ কথা জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। তিনি বলেন, "আমরা আশা করছি ৩১ আগস্টের মধ্যে চুক্তিটি সই করতে পারব।চ
তিনি আরও বলেন, "তবে এয়ারবাসের উড়োজাহাজগুলো এখনই পাওয়া যাবে না। ২০৩১ সাল থেকে ডেলিভারি শুরু হতে পারে। তাই নতুন উড়োজাহাজ না আসা পর্যন্ত লিজে (ইজারায়) উড়োজাহাজ এনে আমাদের বহর শক্তিশালী করতে হবে।চ
আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী মিল্লাত বলেন, চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাবলীসহ কেনাকাটার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হবে।
এয়ারবাস সূত্র জানায়, যুক্তরাজ্যের ফার্নবোরো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারশো ২০২৬-এ প্রস্তাবিত এই চুক্তিটি নতুন গতি পায়, যেখানে চুক্তি স্বাক্ষরের সময়সূচি নিয়ে আলোচনার জন্য গতকাল এয়ারবাস ও বিমানের কর্মকর্তারা বৈঠক করেন।
দক্ষিণ এশিয়ায় দায়িত্বরত এয়ারবাসের এক মুখপাত্র টিবিএসকে বলেন, "ফার্নবোরো এয়ারশোর বৈঠকে প্রস্তাবিত চুক্তির অগ্রগতি এবং সময়সীমার পরবর্তী ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।চ তিনি জানান, জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স চলতি সপ্তাহে এয়ারবাসের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
এয়ারবাসের মুখপাত্র বলেন, "এই প্রথমবারের মতো আমরা বিমানের কাছ থেকে এমন স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।চ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কায়জার সোহেল আহমেদ-ফ্লাইট অপারেশনস, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কর্পোরেট প্ল্যানিং *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

জুলাইয়ের প্রথম ২২ দিনে বাংলাদেশে এল ২.১৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: চলতি জুলাইয়ের প্রথম ২২ দিনে দেশে ২ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। প্রতি ডলার ১২২ টাকা দরে দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২৬ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকা। গত বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিম মুনসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই যুগ্ম পরিচালক জানান, ২২ জুলাই পর্যন্ত দেশে ২ হাজার ১৭০ মিলিয়ন বা ২ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এরমধ্যে শুধু ২২ জুলাই দেশে ৭৫ মিলিয়ন ডলার এসেছে। যেখানে গত বছরের একই সময়ে দেশে ১ হাজার ৭৫৯ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এই হিসাবে বছর ব্যবধানে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ আরও বেড়েছে। বর্তমানে এর পরিমাণ ৩৬ হাজার ৪৮১ দশমিক ০৬ মিলিয়ন বা ৩৬ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী যার পরিমাণ ৩১ হাজার ৭৮৪ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন বা ৩১ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশে ডলারের দাম আবার কেন বাড়ছে?

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ জুলাই বাংলাদেশের কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে প্রতি ডলার ১২৩ টাকা ৭৫ পয়সা দরে রেমিট্যান্সের ডলার কিনেছে। জুলাইয়ের শুরুর তুলনায় এই দর প্রায় ১০ পয়সা বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে আন্তঃব্যাংক ডলারের দর ৭৫ পয়সা বেড়ে ১২৩ টাকা ৬০ পয়সায় উঠেছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW
718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
াদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার টিকেট 📞 718-721-2012...
Call now

ইরান যুদ্ধ চীনের জন্য ট্রাম্পের উপহার

ফরিদ জাকারিয়া

ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ কখনো তীব্র হচ্ছে, কখনো আবার খানিকটা থেমে যাচ্ছে। কিন্তু ওঠানামার এই আবহের মধ্যেও যে প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হলো, এই সংঘাত থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে চীন। এই যুদ্ধে বেইজিংকে একটি গুলিও চালাতে হয়নি, বিপুল অর্থ খরচ করতে হয়নি, এমনকি বিশেষ রাজনৈতিক ঝুঁকিও নিতে হয়নি। অথচ গত তিন দশকের মধ্যে এই সংকট থেকেই তারা সবচেয়ে বেশি কৌশলগত সুবিধা পেয়েছে।

এই যুদ্ধ চীনের দীর্ঘদিনের তিনটি লক্ষ্যকে দ্রুত এগিয়ে দিয়েছে। প্রথমত, এমন একটি মধ্যপ্রাচ্য, যা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর কম নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, এমন একটি বিশ্ব, যা চীনের গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, বেইজিংকে একটি স্থির, পরিমিত ও দায়িত্বশীল বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

চীন কখনোই সরাসরি ওয়াশিংটনের জায়গা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চায়নি। কারণ, তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাদের লক্ষ্য বরং অনেক সহজ ও সূক্ষ্ম। সেটি হলো, উপসাগরীয় দেশগুলোকে ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয় থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে আনা।

এই কাজই বাস্তবে অনেকটা করে দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের কর্মকাণ্ড চীনের নেতা সি চিন পিংয়ের কৌশলগত লক্ষ্যকে এগিয়ে দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র উপসাগরীয় দেশগুলো লক্ষ করেছে, ওয়াশিংটন এই যুদ্ধ পরিচালনা করছে বিশৃঙ্খলভাবে। তারা খেয়াল করছে, তাদের শহর, অবকাঠামো ও অর্থনীতির ক্ষতির দিকে যুক্তরাষ্ট্র তেমন কোনো গুরুত্ব না দিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

এ কারণে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এখন ধীরে ধীরে দুই ভাগে বিভক্ত হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ক্রমেই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু সৌদি আরবের নেতৃত্বে কাতার, ওমান, এমনকি ইরাক ও তুরস্কও এমন এক ভারসাম্য খুঁজতে পারে, যেখানে তারা একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে সংলাপ চালাবে এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করবে।

এটাই আসলে সেই আঞ্চলিক কাঠামো, যা চীন দীর্ঘদিন ধরে চেয়েছে। ২০২৩ সালে চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। এরপর রিয়াদ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কিছু ডেটা সেন্টার ও চিপ প্রকল্পে যোগ দিতে অনাগ্রহ দেখায়।

তারা চীনের কাছ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন কিনেছে, চীনা নৌবাহিনীর সঙ্গে মহড়া করেছে এবং স্থানীয়ভাবে উইং লুং যুদ্ধড্রোন তৈরির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে। ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে চীনের প্রতিরক্ষা রপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশি গেছে উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছে। কেউই যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছাতাকে পুরোপুরি সরিয়ে দিতে চাইছে না, কিন্তু বিকল্প তৈরি করতে চাইছে। আর বিকল্প থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমে যায়।

চীনের আরেকটি বড় সাফল্য এসেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। প্রথমে মনে হতে পারে, যে দেশ তার তেলের প্রায় ৭০ শতাংশ আমদানি করে, সে এই যুদ্ধের বড় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ হবে। কিন্তু বাস্তবে চীন এই ধাক্কা অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভালোভাবে সামাল দিয়েছে। কারণ, তারা বহু বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিল।

তারা তেলের উৎসে বৈচিত্র্য এনেছে। তারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল মজুত গড়ে তুলেছে বলে ধারণা করা হয়। তারা কয়লার ব্যবহার চালিয়ে গেছে, পারমাণবিক শক্তি বাড়িয়েছে এবং এমনভাবে অর্থনীতিকে বিদ্যুৎনির্ভর করেছে, যা অন্য বড় কোনো দেশ পারেনি।

চীনের মোট জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৩০ শতাংশ এখন বিদ্যুৎনির্ভর, যা আমেরিকা বা ইউরোপের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালে বিশ্বের মোট নতুন বায়ু ও সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনার অর্ধেকেরও বেশি চীন স্থাপন করেছে। এসব কারণেই যুদ্ধ চলাকালে চীন প্রতিদিন প্রায় ৪০ লাখ ব্যারেল তেল আমদানি কমাতে পেরেছে।

এই যুদ্ধ আসলে চীনের গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির এক বিশাল *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ইরানকে পরাস্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কৌশল, সংকটের সমাধান কী?

সৈয়দ হোসেন মুসাভিয়ান

গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৪ দফা সমঝোতা স্মারকটি ১৯৭৯ সালের পর দুই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল। কিন্তু পারস্পরিক আস্থা তৈরির পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের আগেই সামরিক সংঘাত কূটনীতিকে আবারও পেছনে ঠেলে দেয়।

গত দুই সপ্তাহে দুই দেশের এই প্রত্যক্ষ সংঘাত হরমুজ প্রণালিতে নৌ চলাচলে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তদুপরি, এই সামরিক লড়াই এখন দুই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে রূপ নিচ্ছে এক আঞ্চলিক সংঘাতের আশঙ্কায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই কৌশলী অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে তারা এখন আর দ্রুত সামরিক বিজয়ের পথে হাঁটছে না। বরং তারা বেছে নিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি ‘ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধ’। এর উদ্দেশ্য হলো কূটনৈতিক চাপে রেখে ও ধীরে ধীরে আক্রমণের মাধ্যমে ইরানের সামরিক সক্ষমতা, রসদ সরবরাহ, অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং অভ্যন্তরীণ সংহতি দুর্বল করে ফেলা।

এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি হরমুজ প্রণালিতে ইরানি বন্দরগুলোর ওপর অবরোধ আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যাতে ইরানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যায়। মার্কিন নীতি এখন পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। সেখানে তারা চাপ বজায় রাখা, সমুদ্রপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে নিজস্ব বাহিনীকে সুরক্ষার ওপর নজর দিচ্ছে। সেই সঙ্গে তারা ইসরায়েলকে নিজেদের সামরিক সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ দিচ্ছে।

পরিবর্তিত কৌশল

সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের খার্গ দ্বীপ ‘দখলে নেওয়া’র যে হুমকি দিয়েছেন এবং মার্কিন-ইসরায়েলি পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা কুর্দি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে সীমান্ত হামলায় মদদ দেওয়ার যে খবর বেরিয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে। তাদের ভাবনায় স্পষ্টতই রয়েছে সাধারণ সামরিক চাপের পাশাপাশি ইরানের জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংস করা এবং পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া।

জবাবে ইরানও একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সর্বাত্মক প্রতিরক্ষার কৌশল নিয়েছে। মার্কিন বাহিনীকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। এ ছাড়া আঞ্চলিক মিত্রদের মাধ্যমে মার্কিনদের ওপর কৌশলগত চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছে ইরান। যেমন ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা বাব আল-মানদেবে জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, যা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দেবে। সোমবার তো তারা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে সরাসরি নৌ অবরোধের ঘোষণাই দিয়ে বসেছে।

উত্তেজনা বাড়ার পর ইরান দাবি করেছে যে তারা কুয়েত, ওমান, সিরিয়া, জর্ডান, বাহরাইন ও কাতারে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। এমনকি গত সপ্তাহে সিরিয়ার আল-তানফ এলাকায় একটি মার্কিন কমান্ড সেন্টারে হামলা চালিয়েছে তারা।

ইরানি কৌশলের মূল দিকটি হলো যুদ্ধের ব্যয় ও ক্ষতি পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া। তারা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে যে মার্কিন সেনাদের ঘাঁটি ও সুবিধা দেওয়া দেশগুলো এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না। সেনা সূত্রের হুঁশিয়ারি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের হামলা অব্যাহত থাকলে ‘যুদ্ধ নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে’।

কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ইসরায়েল-ইরানের যুদ্ধ আজ সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সামরিক সংঘাতে রূপ নিয়েছে। সংঘাতটি এক স্থবির ও দীর্ঘায়িত ক্ষয়ের যুদ্ধে আটকে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, ইরানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো লাভ নেই, টেকসই সমাধান কেবল কূটনীতিতেই সম্ভব। ভ্যান্সের সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য ছিল এটিই যে ইসরায়েল সরকারের কিছু অংশ মার্কিন-ইরান কূটনৈতিক আলোচনা নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। তারা সামরিক অভিযানকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দীর্ঘায়িত করতে চায় এবং সেই লক্ষ্যে জনমতকে আলোচনার *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

"হামরা বোগড়ার ছোল, পুটি মাছ ম্যারব্যার য্যায়া, ম্যারা আনি বোল"

Glen Island Park
Weyman Ave, New Rochelle, NY 10805

August 2, 2026
Sunday

২০তম

ভুলকা ভাত 2026

সম্মানিত সুধী, আস্সালামু আলাইকুম।
বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর উদ্দোগে আগামী ২, আগষ্ট রবিবার সকাল ৯ টায় "গ্লেন আইল্যান্ড পার্ক" ওয়েচেষ্টারে বগুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী ভুলকাভাত উৎযাপন করা হবে। উক্ত ভুলকাভাতে সকল বগুড়াবাসী সহ আমন্ত্রীত অতিথিবৃন্দ আপনারা সবাই আমন্ত্রীত।

চাঁদা পরিশোধ
গোলাম রব্বানী রাজু
ক্যাশ//Zelle:
347-261-9791

আমন্ত্রণে

গোলাম রব্বানী রাজু
আহবায়ক
৩৪৭-২৬১-৯৭৯১

মহব্বত আলী আকন্দ
সার্বিক দিক নির্দেশনায়

নাফিউস সাদিক
সদস্য সচিব
৩৪৭-২৭৯-১০৪৯

যুগ্ম আহ্বায়কঃ
জহুরুল ইসলাম তালুকদার লিটন
জাহাঙ্গীর আলম লিপন
রাশেদ আল হেলাল রতন
মোঃ হেলাল উদ্দিন (জুনিয়র)
শাপিনুর রহমান

কোষাধ্যক্ষঃ
জুয়েল আহমেদ
৩৪৭-৭৪১-৯৬৬১
লিটন আলী
৬৪৬-৫০৯-৫২৩২

সমন্বয়কারী
ড. জাকিরুল ইসলাম
তালুকদার শামীম সবুজ
মোস্তফা আলমগীর
মোরতুজা আলী বুলবুল
মোঃ হাসান মামুন

আলী সৈয়দ টিপু (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
প্রধান সমন্নয়কারী

মোঃ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স)
সার্বিক তত্বাবধানে

আপ্যায়নে
কামরুজ্জামান লালু
রফিকুল ইসলাম রফিক
এনামুল হক
মোঃ আব্দুল মলেক
গোলাম মোস্তফা নাজাত

যুগ্ম সদস্য সচিবঃ
মুরাদ মোরশেদ হায়দার বিপ্লব
আব্দুর রাকিব খান আরিফ
কামরুল হাসান
এএসএম পারভেজ শাহি
রফিকুল ইসলাম (ব্রঙ্কস)

টিএম আব্দুস সালাম
প্রধান উপদেষ্টা
গোলাম মোস্তফা বাবু পাইকার
ট্রাষ্টিবোর্ড চেয়ারম্যান

উপদেষ্টামন্ডলীঃ
শাহ আফজাল হোসেন, মোঃ হেলাল উদ্দিন, ওয়াহেদ আলী মন্ডল (বীর মুক্তিযোদ্ধা), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতিন তালুকদার, এস কে হারুনুর রশিদ হারুন, শফিকুল ইসলাম ডাব্লু, মোফাজ্জল আলী হায়দার, একেএম আব্দুর রশিদ, মোহাম্মাদ আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, শফিক দেওয়ান, সাইফুল ইসলাম (মান্না), এনামুলহ ক, নাজনিন জামান (রুনি), সাজেদা আলম সেলি, বিলকিস বানু, শান্ত চৌধুরী, ডঃ শাহজাহান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), শফিকুল আমল জাষ্টিস, এমডি রহমান মুকুট, আনসার আলী শেখ।

সার্বিক সহযোগীতায়

ইঞ্জিনিয়ার রানা জামান, সাইফুর রহমান ভান্ডারী (রাজ), রাইছুল হক , নুরুল ইসলাম সাজু, ফারুখ হোসেন মিঠু, আব্দুল মান্নান, রোকুনুজ্জামান নয়ন, আব্দুর রউফ সরকার (রুবেল), আজিজুল হক মুন্না, কাজী আজাদ রহমান (সেলিম), তরিকুল হাসান মহব্বত, আব্দুল্লাহ আল সাদি, বজলুর রহমান আকন্দ, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম সানা, মাহমুদুল হক (মুন্না), হাসনাইন মাহমুদ তুহিন, হেমিকা রহমান (অবন্তি), ইসমাইল হোসেন (ইমন), আল আমিন (সোহাগ), রায়ান তাজ, জীবন নাহার মালা, এস.এম. আরমান হোসেন, রঘুনাথ বসাক, শফিকুল ইসলাম, মোঃ আব্দুস সবুর, মোঃ জাহিদুর রহমান, মোঃ মোস্তফা আলী, আবুল কেএম আজাদ, আফরোজা বেগম (রুজি), শাহ আলী রেজা, জান্নাতুল ভুবন, আলমগীর হোসেন, গাওছুল আজম (রিগান), মাকুসদুল আলম (ডায়মন্ড), মাহিনুর ইসলাম (স্মরণ), শাহ কামাল (মনি), আল আমিন, মোঃ ওবায়দুল হক, রাজু শাহ, নুর আলম, নিতাই বাগচী, এ. এস এম হাসান (শিপন), রাফেল তালুকদার, আতোয়ারুল আলম।

বগুড়ার আলু ঘাটি
mi KgixLvei

র‍্যাফেল ড্র,
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান

চাঁদা
একক ঃ ৫০ ডলার (জন প্রতি)
স্বামী-স্ত্রী ঃ ১০০ ডলার
৬ বছরের উর্ধে বাচ্চা ঃ ২৫ ডলার (জন প্রতি)

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সভাপতি, ৬৪৬-৪২৭-৪৮৬৭

খাদেমুল ইসলাম রুবেল
সাধারণ সম্পাদক, ২১২-৪৭০-৪০৫৯

বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক

S.S BROKERAGE INC.
Shamol Talukder
CEO
(646)-492-3905

বারী হোম কেয়ার
ASEF BARI
CEO
631-428-1901

Law Office of Michael Gasi, ESQ
Kazi Maman 917-344-0726
Kazi Maman
Zia Haq 718-427-6554

Aasha Home Care
347-507-1137
Aasha Social Adult Day Care

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency

এটর্নী মঈন চৌধুরী
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq

Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment

STAR FURNITURE
একটি নির্ভরযোগ্য বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Khalil Biryani
1445 Olmstead Ave
Bronx, NY 10462
718-483-8904

MA Electric Corp
License Contractor
Certified Electritian
EPA Ceritified
646-338-9163
Mahabbat Ali Akhund

HASHA TAXI SERVICES INC.
Md. Kamrul Hasan
Tel: 718-612-8825

ভারতের ককরোচ আন্দোলন বাংলাদেশকে যে বার্তা দিচ্ছে

মো. সাহাবুল হক

গত শতাব্দীর শুরুর দিকে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘বিলাসী’ গল্পে লিখেছিলেন-‘অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।’

প্রায় এক শ বছর পর এই বাক্য দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নতুন করে ফিরে এসেছে। ভারতের রাজধানী দিল্লির রাজপথে আজ হাজার হাজার তরুণ ‘তেলাপোকা’ হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার বিশাল ‘হস্তী’কেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁরা দিল্লির রাজপথে নামছেন।

আর বাংলাদেশের জন্য এই আন্দোলন থেকে নেওয়ার মতো অনেক শিক্ষা আছে, যা আমাদের সমাজ ও রাজনীতির নীতিনির্ধারকদের গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু এই তেলাপোকা আসলে কতটা শক্তিশালী, তা জানতে গেলে বিজ্ঞানের দিকে তাকাতে হবে। শরৎচন্দ্র যে তেলাপোকার কথা লিখেছিলেন, তিনি হয়তো জানতেন না যে এই পোকা আসলে কতটা অসম্ভব শক্তিশালী।

২০১৮ সালে ‘নেচার কমিউনিকেশন’-এ চীনা গবেষকদের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাঁরা দেখেন, তেলাপোকার জিনের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার ৫০০, যা ঘাসফড়িংয়ের চেয়ে দেড় গুণ বেশি। শুধু তাই নয়, তেলাপোকার পেটে কিছু বিশেষ অণুজীব থাকে, যার কারণে তারা পচা-বাসি খাবারও সহজে হজম করতে পারে।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, তারা নিজের পা হারিয়ে ফেললেও দ্রুত নতুন পা গজাতে পারে। খাবার যত বেশি পাওয়া যায়, পা গজানোর কাজটি তত দ্রুত হয়! এই বৈজ্ঞানিক সত্য রাজনীতিতে এসে দাঁড়িয়েছে এক ভিন্ন অর্থে। যারা অবহেলিত, যাদের অপমান করা হয়, তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে-এটাই হয়তো ইতিহাসের পাঠ।

এই ঐতিহাসিক উক্তি যেন বাস্তবে প্রমাণ করতে ২০২৬ সালের ১৬ মে দিল্লিতে যা ঘটল, তা সত্যিই চমকপ্রদ। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত একদল বেকার তরুণকে ‘তেলাপোকা’ ও ‘সমাজের পরজীবী’ বলে মন্তব্য করেন।

এই অপমানের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ভারতীয় শিক্ষার্থী অভিজিৎ দীপকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গঠন করেন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। নামটি ছিল ক্ষমতাসীন দল বিজেপির প্যারোডি।

মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এর অনুসারী ৩৫ লাখ ছাড়িয়ে যায়। ইনস্টাগ্রামে অনুসারী হয় ২ কোটি ২০ লাখের বেশি, যা বিজেপির অনুসারীর প্রায় দ্বিগুণ। অনলাইন থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন দ্রুত রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনের মূল দাবি ছিল শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করা, কারণ নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক অনিয়ম। ২০ জুলাই সংসদ অভিমুখে মিছিলে পুলিশ লাঠিপেটা ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়লে আহত হয় ১৮০ জন। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ও তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রকেও পুলিশ আটক করলেও আন্দোলন থামেনি। বিক্ষোভকারীরা তাদের মাথায় তেলাপোকার মূর্তি ধারণ করে স্লোগান দিচ্ছে-‘আমরা তেলাপোকা, আমরা থাকব, আমরা জিতব!’

এখন এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁস এখানে নতুন কোনো বিষয় নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ২০১৫ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র চার বছরে (২০১১২০১৪) ৬৩টি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে (প্রশ্নপত্রের ভুল কি কেবল পূর্ণ নম্বরেই শেষ, দৈনিক প্রথম আলো ১৮ জুলাই , ২০২৬)।

২০০৪ সালে ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল হয়েছিল প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে। এরপর ২৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষাসহ অসংখ্য চাকরির পরীক্ষা, মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ড্রাইভার আবেদ আলীকে জেলে পাঠিয়েই প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রধান কারিগর পাওয়া গেছে বলে রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিরা ঢেকুর তুলেছেন। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস, বারবার প্রতিশ্রুতি, কিন্তু স্থায়ী সমাধান নেই।

এই পুনরাবৃত্ত ইতিহাসই তৈরি করে তরুণদের মধ্যে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে বাংলাদেশের অর্জন কী

নাদিম মাহমুদ

এক মাসের বেশি সময় ধরে বিশাল কর্মযজ্ঞের পর পর্দা নামল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসর বিশ্বকাপ ফুটবলের। ৩২টি দল থেকে পরিবর্তন করে এবার ৪৮টি দলের খেলা ছিল। প্রায় পাঁচ লাখ জনসংখ্যার কেপ ভার্দে থেকে শুরু করে ৪৬ লাখ জনসংখ্যার দেশ পানামা বিশ্বকাপ আসরে খেলে এল। যে দেশের নামই অনেকে জানত না, সেই কেপ ভার্দের দারুণ খেলে ফুটবলপ্রেমীদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

চূড়ান্ত পর্বে স্প্যানিশ খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যে ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার পরাজয় হলেও এই পরাজয় হয়েছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের কোটি কোটি আর্জেন্টিনাপ্রেমী ফুটবল সমর্থককে কাঁদিয়ে স্পেন শিরোপা অর্জন করেছে। আর্জেন্টিনার ফাইনাল খেলার দিন সেই দেশের কোনো পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল কি না, চোখে পড়েনি; কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম আলোসহ অনেক পত্রিকা ফিফার এই ফাইনাল খেলা নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল।

চার বছর পরপর এ দেশের মানুষদের বিশ্ববাসী চেনে। ফক্স স্পোর্টসের খেলার মাঝেমধ্যে ঢাকায় ফুটবল দর্শকদের উন্মাদনা দেখে বিশ্ববাসী। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোও বাংলাদেশের সমর্থক গোষ্ঠীর উন্মাদনা নিয়ে প্রতিবেদন করে আসছে। এবারও এর ব্যতিক্রম নয়।

বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজেদের আসর না থাকলেও মূলত লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী কয়েক যুগ ধরে বাড়ছে। বাসাবাড়িতে প্রিয় দলের রং করা থেকে শুরু করে পতাকায় পতাকায় ছেয়ে যায় পুরো বাংলাদেশ। ফলে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচারণার কারণে ওই দুই দেশের কোচ ও খেলোয়াড়েরা ভালো করে জানেন, বাংলাদেশে তাঁদের একটি বড় সমর্থক গোষ্ঠী আছে, যা তাঁরা সংবাদ সম্মেলনেও স্বীকার করেন।

আমাদের দেশের শিশুরা মেসি, রোনালদো, এমবাপ্পে, ইয়ামাল কিংবা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের নাম জানে। তাঁদের খেলার ধরন, ব্যক্তিগত জীবন, ক্লাব ক্যারিয়ার-সবকিছু নিয়েই আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু একই শিশুকে যদি বাংলাদেশের জাতীয় দলের প্রথম একাদশের খেলোয়াড়দের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, অনেকেই উত্তর দিতে পারবে না।

শুধু শিশু নয়, আমাদেরও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে গুগল করে জানতে হবে। এটা দোষের নয়, এটি দেশের সামগ্রিক ফুটবলব্যবস্থার ব্যর্থতারও প্রতিফলন। কারণ, মানুষ সফলতাকে অনুসরণ করে। যখন দেশের ফুটবল নিয়মিত ভালো ফল করতে পারে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আগ্রহ বিদেশি ফুটবলের দিকে ঝুঁকে যায়।

এই যখন দেশের ফুটবলপ্রেমীদের অবস্থা, তখন নিজ দেশের ফুটবলের খবর কী? যে দেশে ছেলেমেয়েরা মেসি, নেইমার, এমবাপ্পে কিংবা ইয়ামালদের জার্সি পরে ঘুরে বেড়ায়, সে দেশে ফুটবলের অবস্থান বিশ্বমঞ্চে কত? পাঁচ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে থেকে যখন ১১ জন খেলোয়াড় কেপ ভার্দে পাঠাতে পারে, সেখানে ১৮ কোটি জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ কেন পারে না?

এ প্রশ্ন তুললাম এই কারণে যে আমাদের দেশের মানুষ যতটা ক্রীড়ামোদী, অনেক দেশ বিশ্বকাপ ফুটবলে খেললেও সেই দেশের মানুষ ততটা আগ্রহী নয়। এই ধরুন জাপানের কথা, যেদিন ব্রাজিল ও জাপানের ম্যাচ ছিল, সেই ম্যাচের খবর দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন থেকে শুরু করে পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় ছিলই না। অথচ দেখেন, আমরা নিজেরা ফুটবল নিয়ে পুরো মাস মাতিয়ে রেখেছিলাম। চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলাম। কিন্তু নিজ দেশের ফুটবল উন্নয়নে গত এক মাসে কোথাও আলোচনা হয়েছে বলে আমার চোখে পড়েনি।

বাংলাদেশের এককালের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হিসেবে ফুটবলই এগিয়ে ছিল। মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। ঢাকা স্টেডিয়াম কিংবা দেশের বিভিন্ন জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে একসময় মাইকিং করে মাঠে দর্শকদের আনা হতো। ঢাকায় আবাহনী-মোহামেডানের ম্যাচ ঘিরে যে উত্তেজনা তৈরি হতো বলে অনেকের কাছ থেকে শোনা যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের উত্থান এবং ফুটবলের ধারাবাহিক অব্যবস্থাপনার কারণে এই জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে।

ফুটবলার তৈরির সবচেয়ে বড় ভিত্তি হলো নিয়মিত *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

CHITTAGONG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NORTH AMERICA INC
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এ্যাসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক

ESTD. 1993 | REG. NO. 488263

অনিন্দ্য সুন্দর রূপের ছোঁয়ায় বিমোহিত প্রাণচঞ্চল ও বর্ণিল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

SUNDAY 9 th AUGUST

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬
ANNUAL PICNIC 2026

PLACE: BETHPAGE STATE PARK, NY
99 Quaker Meeting House Rd, Farmingdale, NY 11735

PAVILION - BLUEBIRD

REGISTRATION FEE
ALUMNI FAMILY $100
CU ALUMNI PER PERSON $40
GUEST PER PERSON $40

বাংলাদেশ, কানাডা এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে এবারেই সর্বোচ্চ সংখ্যক এলামনাই অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে

EXPLORE NATURE - IT WILL ENHANCE YOUR OUTLOOK AND VALUES.

CHEIF GUEST

Kaikaus Ahmad, PhD
(Honorable Alumnus, C.U.)
Former Principal Secretary to the Prime Minister of Bangladesh
Former Alternate Executive Director, World Bank Group
Advisor, Energy Services Ltd.

সমন্বয়কারী

১. মোহাম্মদ আনোয়ারুল করিম 718-502-5934
২. কাজী সোহরাব হোসেইন 818-730-3699
৩. বিষ্ণু গোপ 718-690-5313
৪. আবদুল আউয়াল শামীম 646-238-6922
৫. সফিকুল আনোয়ার চৌধুরী (রবি) 551-482-9086

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

১. সিকান্দার চৌধুরী 972-822-3735
২. মোশারফ হোসেন 416-662-4260
৩. মীর হোসেন চৌধুরী.......................973-4933-898
৪. সালেহ আহমেদ 586-553-1214
৫. দেলোয়ার এম হাসান 917-476-6037
৬. সুদীপ্ত দেব 616-251-7673

সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উপকমিটি

১. হাসান মাহমুদ 929-225-7040
২. আব্দুল্লাহ আল মাহের 682-258-3311
৩. শিবলী সাদিক 347-429-5664
৪. প্রসূন রায় 510-403-5531
৫. সাদিয়া আফরোজ 718-809-6967
৬. সুমিত্রা সেন 646-510-7005

উপদেষ্টা মন্ডলী

১. অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরী
২. অ্যাটর্নি খাইরুল বাসার বাদল
৩. অধ্যাপক নোয়াব মিয়া
৪. শামীম আল মামুন
৫. জাহাঙ্গীর করিম
৬. আবু তালেব চৌধুরী চান্দু

অর্থ উপকমিটি

১. সৈয়দ আসিফ আহমেদ .... zelle no: 646-733-8983
২. মাহমুদ আহমেদ.................... zelle no: 929-331-4226
৩. সামসুদ্দিন আজাদ................ zelle no: 917-335-4184
8. Check Payable to.......... CHITTAGONG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NORTH AMERICA INC

MAHMUD AHMED
CONVENER
929-331-4226

PROF. JAHANGIR SHAHNEWAZ DICKENS
CHIEF COORDINATOR
914-770-2789

RAFIQUL ISLAM
MEMBER SECRETARY
917-660-9515

সকলের কার্যকর, আন্তরিক ও সার্বিক সহযোগিতা আমাদের সম্মিলনকে প্রাণবন্ত, সফল ও সার্থক করে তুলবে

SHAMSUDDIN AZAD
President

MA NOMAN SARKER
General Secretary

Greater Comilla Association USA, Inc.
বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক
বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৬
30 August, 2026
Sunday
Heckscher State Park
1 Heckscher State Parkway East Islip, NY 11730
Field-2
10 am
GREATER COMILLA ASSOCIATION U.S.A. INC. SINCE-1991
COMILLA
B.BARIA
CHANDPUR
HECKSCHER PARK
বিশেষ আকর্ষণ
র‍্যাফেল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা
পুরস্কার বিতরনী, সুস্বাদু খাবার, চা ও ঝালমুড়ি
সুধী, আস্‌সালামু আলাইকুম।
আসছে ৩০ আগস্ট ২০২৬, রোজ রবিবার, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা-২০২৬ Heckscher State Park এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজন ও মিলনমেলায় আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। বনভোজনে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রানিত করবে।
আমন্ত্রণে
আবুল খায়ের আখন্দ
আহ্বায়ক, 347-819-9723
যুগ্ম আহ্বায়ক
আব্দুল হান্নান ভূইঁয়া
এসএম মাহবুবুর রহমান টিটু
প্রধান সমন্বয়কারী
ফারহানা আক্তার
সমন্বয়কারী
বাছেদ ভূঁইয়া
সদস্য সচিব, 347-845-3823
যুগ্ম সদস্য সচিব
সাইদুর ইসলাম রিয়াদ
মোহাম্মদ বাবুল মিয়া
সিরাজুল হক জামাল
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মামুন মিয়াজী
সার্বিক তত্বাবধানে
কাজী আছাদ উল্যাহ
তত্বাবধানে
শুভেচ্ছান্তে
মো: ইউনুস সরকার
সভাপতি, 718-223-3856
মো: আবুল হোসেন
কোষাধ্যক্ষ, ৩৪৭-৪২৪-৮৯৮৬
মো: এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক 718-219-7977

রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা কমাবে কাঁচা রসুন

পরিচয় ডেস্ক: রসুন আমাদের রান্নাঘরে বহুল ব্যবহৃত একটি মসলা। আমাদের প্রতিদিনের রান্নায় কোনো না কোনো খাবারে রসুনের ব্যবহার থাকেই। কিন্তু রসুন শুধু রান্নার স্বাদই বাড়ায় না, পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের দাওয়াই হিসেবেও কাজ করে। রসুনের রয়েছে প্রচুর পুষ্টিগুণ। নিয়মিত রসুন খেলে অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কারণ রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাহলে আর দেরি কেনো, জেনে নিন রসুনের এমনি কিছু ঔষধি গুণ সম্পর্কে।

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় : গবেষণায় দেখা গেছে, রসুন কোলেস্টেরলের মাত্রাকে কমায় এবং রক্তবাহী ধমনীতে প্লাক বা ক্ষতিকর সাদা পদার্থ গঠন ৫ থেকে ১৮ শতাংশ কমাতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে নিয়মিত কাঁচা রসুন খাওয়ার অভ্যাসটাকে ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে।

ক্যানসার প্রতিরোধে : রসুনের অ্যালাইল সালফার উপাদান ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি রোধ করে। বিশেষ করে পরিপাকতন্ত্রের ক্যানসার প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এর। রসুন সুনির্দিষ্ট কিছু টিউমারের বৃদ্ধি রোধ করে এবং কিছু টিউমারের আকারও ছোট করতে ভূমিকা রাখে।

রক্ত পরিষ্কার রাখে : আপনার রক্ত পরিষ্কার রাখতে প্রতিদিন সকালে রসুনের দুটি কোয়া ও এক গ্লাস পরিমাণ গরম পানি সেবন করতে পারেন। এতে রক্ত পরিষ্কার হবে এবং ত্বক ভালো থাকবে।

ডায়াবেটিসে : রক্তে চিনির মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে রসুন। ডায়াবেটিসে ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে রক্তের সুগারের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, নিয়মিত রসুন খাওয়ার মাধ্যমে ডায়াবেটিস প্রতিরোধও করা সম্ভব।

ঠাণ্ডা জ্বর থেকে উপশম : প্রায়ই ঠাণ্ডা ও জ্বরে পড়েন এমন ব্যক্তিদের জন্য রসুন হতে পারে এক মহৌষধ। শরীর থেকে জ্বর আর ঠাণ্ডা দূর করতে প্রতিদিন দু-তিন কোয়া রসুন কাঁচা খেতে হবে। রসুনের গন্ধ খারাপ লাগলে এর সঙ্গে মধু ও আদা মিশিয়ে নিন। এভাবে নিয়মিত সেবনে ঠাণ্ডা ও জ্বর শুধু সাময়িক দূর হবে না বরং শরীরে এগুলোর প্রতিরোধক্ষমতাও বাড়বে।

বাতের ব্যথা কমাতে : পুরানো ও দীর্ঘস্থায়ী বাতের ব্যথার সমস্যাতেও কাজ করে রসুন। বিভিন্ন ধরনের বাতের ব্যথা ও প্রদাহ কমায় এবং বাতজনিত কারণে সৃষ্ট অন্যান্য উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে রসুন।

মাথা ধরায় : সর্দি হয় না অথচ মাথা ধরে এরকম হলে ১-২ কোয়া রসুনের রসের নস্যি নিলে উপকার পাওয়া যায়।

গরম খাবারে লেবুর রস আসলেও কী উপকারী?

পরিচয় ডেস্ক: লেবুতে ভিটামিন সি ছাড়াও রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬, ফসফরাস। এগুলো শরীরের ভেতরে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। কিন্তু গরম খাবারের সঙ্গে লেবু খাওয়া আসলেও কি স্বাস্থ্যকর?

গরম ভাত, আলুভাজা আর পাতলা মুসুরির ডাল অনেকেরই প্রিয় খাবার। কিন্তু সঙ্গে যদি লেবু না থাকে তবে খাওয়াটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। বিয়েবাড়িতেও গরম খাবারের সঙ্গে লেবু দেওয়া হয়। কেউ কেউ আবার লেবুর রস মিশিয়ে গরম স্যুপ খান। প্রতিদিন লেবু খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। ত্বক, চুল, শরীর, হাড়- সব কিছুই যত্নে রাখে লেবুতে থাকা ভিটামিন সি-র মতো জরুরি উপাদান। এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। দাঁত ভালো রাখতেও প্রয়োজন ভিটামিন সি।

কিন্তু গরম খাবারের সঙ্গে খেলে লেবুর রসের পুষ্টিগুণ কমে যায়। শরীরে প্রবেশ করার আগেই নষ্ট হয়ে যায় লেবুর রসে থাকা ভিটামিন সি।

ওজন কমাতে সকালে উঠে লেবু-মধুর জল খেয়ে থাকেন অনেকেই। কিন্তু গরম জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে তা খুব বেশি কাজে আসে না। গরমের তাপে এর বেশির ভাগটাই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা নিয়মিত খেলেও ভালো ফলাফল পাওয়া যায় না।

লেবুর রস গরম ধোঁয়া উঠছে এমন কোনো খাবারে না মেশানোই ভালো। এক্ষেত্রে খাবারটি গরম হয়ে থাকলে, তা আগে ঠাণ্ডা করে নিন। কম তাপমাত্রায় চলে আসার পর তাতে লেবুর রস দিয়ে খেতে পারেন। তাতে কোনো সমস্যা নেই। গরম ধোঁয়ায় যেহেতু ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায় তাই লেবু চা খেতে ভালো লাগলেও তা খুব একটা উপকারে আসে না।

দৈনিক ১১ মিনিট হাঁটলেই কমবে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: সুস্থ থাকতে হাঁটার বিকল্প নেই। প্রতিদিন অল্প কিছুটা সময় হলেও হাঁটার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু আপনি যদি প্রতিদিন নিয়ম করে ১১ মিনিট হাঁটেন তাহলে অনেক সুফল পাবেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১১ মিনিট হাঁটলে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি কমে। এমনকি ক্রনিক রোগ থেকেও দূরে থাকা যায়।

‘ব্রিটিশ জার্নাল অফ স্পোর্টস মেডিসিন’-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষা বলছে, নিয়মিত ১১ মিনিট হাঁটলে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি কমে প্রায় ২৫ শতাংশ। চিকিৎসকদের মতে, রোজ ১১ মিনিট হাঁটার মাধ্যমে ১১টি রোগের ঝুঁকি কমানো যায়। চলুন জেনে নিই বিস্তারিত:

১। ক্যালোরি ঝরানো : ক্যালোরি ঝরাতে সাহায্য করে এই অভ্যাস। রোজ যদি ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, তাহলে ওজনও কমে সহজে।

২। হার্টের জন্য উপকারি : হার্টের রোগীদের জন্য ১১ মিনিট ধরে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস বেশ কার্যকরী। হার্টের সমস্যা থাকলে শরীরচর্চা করতেই হয়। ব্যায়ামের বিকল্প হতে পারে হাঁটা।

৩। মানসিক অবসাদ হ্রাস : রোজ ১১ মিনিট হাঁটলে মানসিক অবসাদ কমে যায়। কর্মব্যস্ত জীবনে উদ্বেগ, অবসাদ আমাদের রোজের সঙ্গী। ১১ মিনিট হাঁটলে মন অনেকটাই হালকা হবে।

৪। গাঁটের ব্যথা উপশম : বয়স না বাড়লেও গাঁটে গাঁটে ব্যথা লেগেই আছে। রোজ ১১ মিনিট করে হেঁটে দেখুন। স্বস্তি পাবেন।

৫। ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানো : টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমবে রোজ ১১ মিনিট হাঁটলে। আবার ডায়াবেটিকরাও সুস্থ থাকতে পারবেন এই অভ্যাসে।

৬। অনিদ্রা দূর : সুস্থ থাকতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি। প্রতিদিন ১১ মিনিট হাঁটুন। এতে অনিদ্রা থেকে অনেকটা দূরে থাকতে পারবেন।

৭। হজমের সমস্যা নিরাময় : হজমের গোলমাল ঠিক করতে রোজ ১১ মিনিট হাঁটা সত্যিই বেশ উপকারী। এমনিতেই হাঁটাচলা করা হজমের জন্য উপকারি। তবে ঘড়ি ধরে হাঁটলে বাড়তি উপকার মেলে।

৮। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি : মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতেও হাঁটাহাঁটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কের কোষে অক্সিজেন ও প্রোটিন যেন পরিমাণ মতো পৌঁছায় তার জন্যও হাঁটা জরুরি।

যেভাবে ডিম খেলে বাড়বে না কোলেস্টেরল

পরিচয় ডেস্ক: শরীরে দুর্বলতা থাকলে নিয়মিত একটি করে ডিম খেতে বলেছেন পুষ্টিবিদ। আবার যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাদের জন্যও ডিম জরুরি।
কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ডিম খাচ্ছেন না? সমস্যা আসলে লুকিয়ে রয়েছে রান্নার পদ্ধতিতে সকালের নাশতায় অনেকেরই ডিম চাই। কিন্তু অতিরিক্ত ডিম খাওয়া আবার ভালো নয়। খবর আনন্দবাজারের।
তবে বেশি ডিম খেলে তো আবার কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার জন্য শুধু ডিমকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ডিম কীভাবে খাচ্ছেন, তার ওপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে।
পেনসিলভেনিয়ার বাসিন্দা, চিকিৎসক কেলিয়ান পেট্রুসি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, প্রোটিন ছাড়াও আয়রন, জ□িংক, রাইবোফ্ল্যাভিন, ফসফরাস, ফোলেটের মতো বেশকিছু জরুরি খনিজ পদার্থ এবং নানা ধরনের ভিটামিন রয়েছে ডিমের মধ্যে। শারীরবৃত্তীয় নানা কাজের জন্য প্রতিটি খনিজ গুরুত্বপূর্ণ। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার নেপথ্যে যে ডিমের কোনো হাত নেই, সে কথা সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।
কেলিয়ানের মতে, অতিরিক্ত তেল দিয়ে ডিম ভাজা কিংবা ডিমের সঙ্গে সসেজ, সালামি, বেকনের মতো খাবার কিন্তু ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এই ধরনের খাবারে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। সসেজ বা বেকনজাতীয় খাবারে সোডিয়ামের মাত্রাও বেশি। এই সব ফ্যাক্টর কিন্তু হার্টের রোগ, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার কারণ। তাই ডিম সেদ্ধ করে খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা।

সর্দি-কাশিতে কতটা কাজে লাগে আদা

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান সময়ে হয় এক নাগাড়ে বৃষ্টি, নয়তো চড়া রোদ। দুটিই আমাদের শরীরের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর। গরমে একদম গলদঘর্ম অবস্থা হচ্ছে। আর এই ঘামের থেকেই সবচেয়ে বেশি সর্দি-কাশির সমস্যা দেখা যায়।
এখনও সেটাই হচ্ছে। ঘরে ঘরে ঘুরছে ভাইরাল ফিভার। শুধু জ্বর নয়, সঙ্গে গলা ব্যথা, সর্দির সমস্যা, কাশি, গা-হাত-পায়ে যন্ত্রণা, সমস্ত লক্ষণই দেখা যাচ্ছে।
অনেক আগে থেকেই আমরা আদাকে এসব সমস্যায় ব্যবহার করে থাকি।
কিন্তু এই আদা ঠিক কতটা কাজে লাগে। সর্দি-কাশির সমস্যা কমাতে কীভাবে কাজ করে আদা, আর কীভাবে আদা ব্যবহারের মাধ্যমে উপশম পাবেন, তা নিয়েই আজকের প্রতিবেদন। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক।
সর্দি হলে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় বুকে ও গলায়।
বুকে কফ জমে যায়। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অন্যদিকে গলায় ব্যথা হয়। গলা জ্বালা করে। এইসব সমস্যার সমাধান মিলবে যদি কাঁচা আদা চিবিয়ে খেতে পারেন তাহলে।

এ ছাড়া আদা-চা খেলেও উপকার পাওয়া যাবে। আদার মধ্যে থাকা বিভিন্ন উপকরণ আমাদের শরীর গরম রাখতে এবং কফের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।
সর্দি হলে নাক-কান-গলা বন্ধ হয়ে থাকার সমস্যা দেখা দেয় প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই। এইসব সমস্যা দূর করার জন্য আদা দেওয়া চা খেতে পারেন। এছাড়াও আদা, তুলসী পাতা ও গোলমরিচ একসঙ্গে ফুটিয়ে সেই পানীয়তে অল্প মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন।
প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস রয়েছে আদার মধ্যে। এর ফলে এই উপকরণ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সহজে অসুস্থ হয়ে যাবেন না আপনি। রোগ-সংক্রমণ, অ্যালার্জি, ঘনঘন সর্দি লেগে যাওয়ার সমস্যা থেকে দূরে থাকবেন।
মৌসুম বদলের সময় সর্দি-কাশির সঙ্গে হতে পারে জ্বরও। তার থেকেই মাথা ও গায়ে-হাতে-পায়ে খুব যন্ত্রণা হতে পারে। আদা খেলে এসব সমস্যাও দূর হয়। অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপকরণ থাকার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টও দূর করে আদা।আমাদের সারা শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তের সরবরাহ সঠিক ভাবে বজায় রাখে আদার মধ্যে থাকা বিভিন্ন উপকরণ। দ্রুত সুস্থ হতেও সাহায্য করে। কাঁচা আদা খেতে পারলে সবচেয়ে ভালো।

ভুলেও খালি পেটে যেসব খাবার খাবেন না

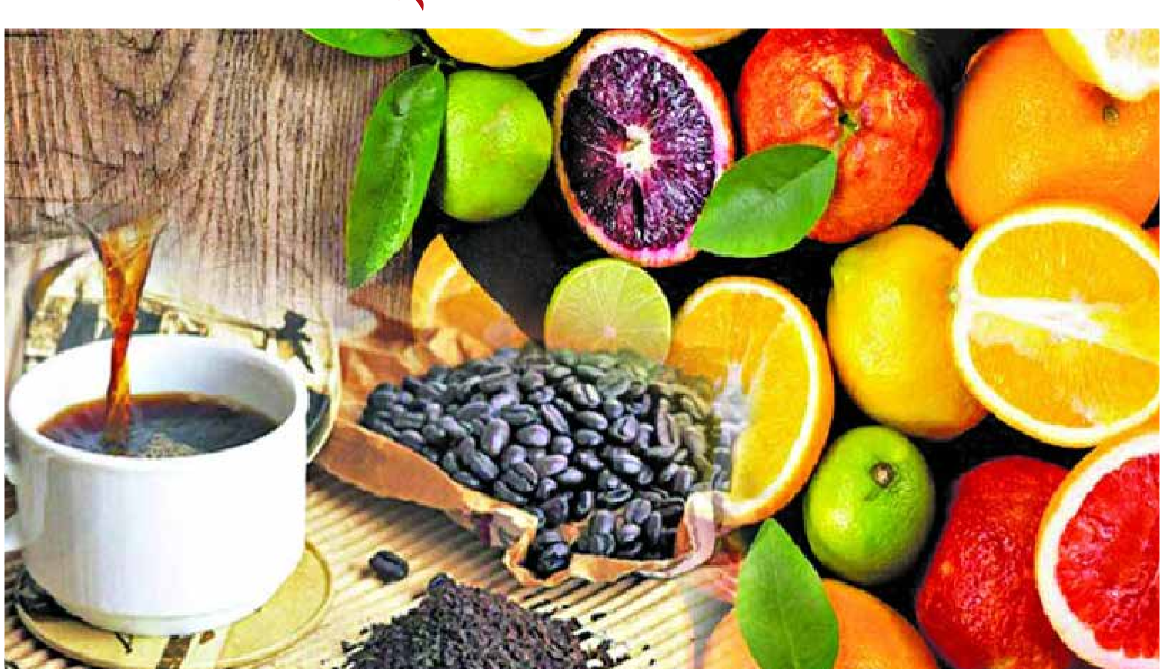

পরিচয় ডেস্ক:সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা নানা খাবার খেয়ে থাকি। এমন অভ্যাসের কারণে আমাদের হরহামেশাই ভুগতে হয়। খালি পেটে অনেক ধরনের গ্যাস ভরা থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে আপনি যদি কিছু খেয়ে নেন তাহলে পেটে গ্যাস আরও বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, এটা লিভার ও কিডনির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।
অধিকাংশ মানুষই সকালে উঠে দিনের শুরুটা করেন চা বা কফি দিয়ে। যার কারণে শরীরের পুরো পিএইচ ভারসাম্য বিগড়ে যায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক চা-কফি ছাড়াও খালি পেটে আর কী কী খাওয়া উচিত নয়।
চা ও কফি
কফিতে রয়েছে ক্যাফেইন যা পেটে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ায় এবং হনমোনাল প্রক্রিয়াকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে। আর চায়ে রয়েছে উচ্চ মাত্রার অ্যাসিড যা খালি পেটে খেলে শরীরে গ্যাস্ট্রিক ও আলসারের মতো রোগের সৃষ্টি করে।
খালি পেটে কখনও মসলাদার খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে পেটের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে য়ায়। খালি পেটে মসলা জাতীয় খাবার খেলে অ্যাসিডিটিক বিক্রিয়ার কারণে পেটে জ্বালাপোড়া হয়। আর নিয়মিতভাবে মসলা জাতীয় খাবার বেশি খেলে পাকস্থলীতে বিভিন্ন রোগ হয়।
মিষ্টি খাবার
অনেকেই দিনের শুরুতে খালি পেটে ফল বা জুস খান। কিন্তু এর সরাসরি প্রভাব পড়ে আপনার হজম শক্তির ওপর। এটা করা একেবারেই অনুচিত। খালি পেটে খেলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যায়, যার ফলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
খালি পেটে টক জাতীয় ফল নয়
সাইট্রিক অ্যাসিডযুক্ত বিভিন্ন ফল খালি পেটে খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যা হয়। এই ফলগুলো হলো- কমলা, লেবু, জাম, আঙ্গুর, মোসাম্বি প্রভৃতি। এছাড়াও খালি পেটে অনেক ফল খাবেন না এতে সারাদিন পেট ভরা থাকবে।

মুরগির মাংসের তেহারি

বাড়িতে ঝটপট তেহারি রান্না করতে চাইলে বেছে নিতে পারেন মুরগির মাংসের তেহারি। এটি খেতে সুস্বাদু আবার তৈরি করতে সময়ও লাগে কম। বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এলে কিংবা ঘরোয়া কোনো আয়োজনে রাখতে পারেন এই পদ। এটি তৈরিতে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন পড়ে না।

তৈরি করতে যা লাগবে : মুরগির মাংস দেড় কেজি, চাল ১ কেজি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা আধা কাপ, হাড় ছাড়া মুরগির মাংসের কিউব ২ টুকরা, কাঁচা মরিচ ১৪-১৫টা, সাদা গোলমরিচ-আধা চা চামচ, তেল ১ কাপ, লবণ পরিমাণ মতো, দারুচিনি এলাচ ৪টি করে, টক দই ১ কাপ, কেওড়ার পানি- ২ টেবিল চামচ, দারুচিনি, এলাচ, জায়ফল ও জয়ত্রি গুঁড়া- ২ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন: জায়ফল, জয়ত্রি, এলাচ, দারচিনি, গোলমরিচ হালকা ভেজে গুঁড়ো করে রাখতে হবে। মুরগি আদা, রসুন, পেঁয়াজ, লবণ, দই ও পাঁচটি কাঁচা মরিচ দিয়ে ১০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। পাত্রে আধা কাপ তেল দিয়ে মাখানো মুরগি মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। মুরগির পানিতেই মুরগি সেদ্ধ হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে পানি দিতে হবে। পানি শুকিয়ে তেলের ওপর উঠলে গুঁড়া মসলা দিয়ে নেড়ে নামিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

হাঁড়িতে চালের দেড় গুণ পানি ফুটিয়ে এলাচ, দারুচিনি বাটা আধা কাপ তেল, লবণ মাংসের কিউব ও ১০ মিনিট আগে ভেজানো চাল দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। পানি ও চাল সমান হলে অল্প আঁচে দমে বসিয়ে কাঁচা মরিচ দিতে হবে। ১০ মিনিট পর রান্না করা মুরগি পোলাওর ওপর দিয়ে কাঠের চামচ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ওপরে কেওড়াজল ছিটিয়ে দিতে হবে। ১৫ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

আচারি খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক: বৃষ্টির দিন মানেই খিচুড়ির আয়োজন। সুস্বাদু খিচুড়ির সঙ্গে যদি যোগ হয় মাংস আর আচারের স্বাদ, তবে তো জিভের জল সামলে রাখাই দায়!

তৈরি করতে যা লাগবে : চাল ১ কেজি, মাংস দেড় কেজি, মসুর ডাল আধা কাপ, মুগ ডাল আধা কাপ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরম মসলা- ১ চা চামচ, শুকনা মরিচ ১ চা চামচ, আচার ১ কাপ, কাঁচা মরিচ স্বাদমতো ও পানি পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাংসগুলো ছোট করে কেটে নিন। এরপর তাতে সব মসলা মিশিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। অন্য একটি প্যানে মুগ ডাল ভেজে নিন। এবার ভালো করে ধুয়ে রাখুন। এরপর চাল, ডাল ও বাকি সব মসলা দিয়ে ভেজে পরিমাণমতো পানি দিয়ে রান্না করে নিন। পানি শুকিয়ে এলে তাতে রান্না করে রাখা মাংস আলতো হাতে মিশিয়ে দিন। বেশি ঘুটবেন না তাতে খিচুড়ি নরম ও আঠালো হয়ে যেতে পারে। এরপর নামানোর আগে আচার ভালো করে মিশিয়ে দিন। আচার যেন টক স্বাদের হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। কারণ মিষ্টি আচার দিলে তা খেতে খুব বেশি ভালোলাগবে না। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু আচারি খিচুড়ি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিংড়ির সাসলিক

পরিচয় ডেস্ক: সুস্বাদু ও ঝটপট কোনো খাবার তৈরি করতে চাইলে বেছে নিতে পারেন চিংড়ির যেকোনো পদ। যারা সাসলিক খেতে ভালোবাসেন তারা ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন চিংড়ির সাসলিক। এটি তৈরিতে সময় লাগবে খুবই কম আবার খেতেও দারুণ সুস্বাদু।

তৈরি করতে যা লাগবে: চিংড়ি ৬টি, আপেল ১টি, ক্যাপসিকাম ১টিটক দই ২ টেবিল চামচ, তন্দুরি মসলা১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : চিংড়ি ধুয়ে তাতে টক দই, লবণ, তন্দুরি মসলা মেখে ২ ঘণ্টা মেরিনেট করুন। আপেল ও ক্যাপসিকাম টুকরা করে কেটে নিন। কাঠিতে একে একে গেঁথে নিয়ে হালকা জ্বালে রান্না করে নামিয়ে নিন। এবার পছন্দের সস দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সময়ে হাঁসের মাংস একটু বেশিই খাওয়া হয়। হাঁসের মাংস দিয়ে তৈরি যেকোনো পদ অত্যন্ত সুস্বাদু। হাঁসের মাংস হতে পারে আপনার জন্য প্রোটিনের ভালো উৎস। এই মাংসে আরও থাকে নিয়াসিন, ফসফরাস, রিবোফ্লোবিন, আয়রন, জিংক, ভিটামিন বি৬ এবং থায়ামিনের মতো উপকারী ও প্রয়োজনীয় উপাদান। এছাড়া হাঁসের মাংস খেলে আরও মিলবে অল্প পরিমাণে ভিটামিন বি১২ এবং ম্যাগনেশিয়ামও। চামড়াসহ হাঁসের মাংসে অধিক মাত্রায় ফ্যাট এবং কোলেস্টেরল থাকে। তাই নিয়মিত হাঁসের মাংস খেলে ওজন বৃদ্ধির ভয় থাকে। এক্ষেত্রে ঘনঘন বা একসঙ্গে অনেকখানি না খেয়ে মাঝে মাঝে পরিমিত খেতে পারেন।

তৈরি করতে যা লাগবে: হাঁস- ২টি, নারিকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই সিকি কাপ, গরুর কাঁচা দুধ ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা- আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন,বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ৮ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১ চাচামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা চামচ, জায়ফল জয়ত্রী গুঁড়া আধা চা চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরা, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল পৌনে এক কাপ, লবণ পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ- ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন: হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরাগুলো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মাখিয়ে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। লবণ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, মরিচ, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারিকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে।

মাংস সেদ্ধ না হলে আরও পানি দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মসলার গুঁড়া, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়া, কাঁচা মরিচ দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি ছিটরুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

ঘরোয়া
স্পেশাল
কাচ্চি
বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের
ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

চীনের প্রেসিডেন্ট শি

১৪ পৃষ্ঠার পর

(২২ জুলাই) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বৈঠক করেন।

বৈঠকে উভয় পক্ষ ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ এই সফরের ভিত্তি তৈরিতে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

গোপনে যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে

১৪ পৃষ্ঠার পর

নিযুক্ত কুয়েতের রাষ্ট্রদূত তার দেশের ইরানে হামলার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রদূত আল-জেইন আল-সাবাহ বলেন,“কুয়েত রাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযানে অংশ নেয়নি। এমনকি প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে নিজের ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতিও দেয়নি”।

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হলেও বাহরাইন সরকারের কোনো প্রতিনিধি সাড়া দেননি।

বস্তুত পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলেই একই রকম উভয়সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধ, অন্যদিকে ভৌগোলিকভাবে বিশাল ও ক্ষুব্ধ প্রতিবেশী ইরান-এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে গেছে আরব সরকারগুলো।

পুরো যুদ্ধজুড়ে ইরানের সামরিক আঘাতের সিংহভাগ মাশুল গুনতে হয়েছে এই দেশগুলোকেই। এখন তারা দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের মুখোমুখি। এতে হুমকিতে পড়েছে তাদের নিরাপত্তা ও অর্থনীতি।

ব্লুমবার্গ ইকোনমিকসের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশ্লেষক দিনা এসফান্দিয়ারি বলেন,“যুদ্ধ যেভাবে গড়াচ্ছে, তা এভাবে চলতে থাকাটাই তাদের জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। কারণ অশান্ত এই অঞ্চলে নিজেদের স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে টিকিয়ে রাখা বা সেই ভাবমূর্তি বজায় রাখার সুযোগও তারা পাচ্ছে না”।

একেবারে শুরুর দিকেই এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল আরব আমিরাত। যুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে এপ্রিলে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরদিন পর্যন্ত তারা ইরানের ওপর কয়েক ডজন বিমান হামলা চালিয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহে আমিরাতে সরাসরি হামলা চালানো থেকে মোটামুটি বিরত থেকেছে ইরান। তবে চলতি মাসের শুরুতে আমিরাতের দুটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে তেহরান।

সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে কুয়েত ও বাহরাইন। বিশ্লেষক এসফান্দিয়ারি বলেন, কয়েক দশক ধরেই ইরানের সঙ্গে এই দেশ দুটির সম্পর্ক ভালো নয়। আর সাম্প্রতিক এই সংঘাতে তারাই হয়ে উঠেছে প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ; কারণ মার্কিন হামলার জবাবে এই দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে আঘাত হানার জন্য হামলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ইরান।

রোববার কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরান তাদের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পানি লবণমুক্তকরণ পরিশোধনাগারে হামলা চালিয়েছে। এই আক্রমণকে নিজেদের নাগরিকদের জন্য সরাসরি হুমকি ও উত্তেজনার বিপজ্জনক বৃদ্ধি বলে উল্লেখ করেছে তারা।

ওমান ও কাতারের মতো দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরেই ইরান ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে এক ধরনের ত্রিমুখী কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। তেহরানের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়ানোর আগ্রহ তাদের নেই। অন্যদিকে যুদ্ধের শুরুর দিকে আমিরাতের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে ইরানে হামলা চালিয়েছিল সৌদি আরব। তবে সূত্র জানিয়েছে, রিয়াদ এখন নিজেদের অবস্থান নতুন করে মূল্যায়ন করছে।

এ অঞ্চলের আরব সরকারগুলো আশা করেছিল, যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে। এরপর তারা আবার নিজেদের অর্থনীতিতে মনোযোগ দিতে পারবে। কিন্তু সংঘাত এখন পঞ্চম মাসে গড়িয়েছে, অথচ কোনো পক্ষই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, এমনকি পিছু হটারও কোনো লক্ষণ নেই কারও মধ্যে।

হরমুজ প্রণালি কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল রপ্তানি কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়েছে। চলতি সপ্তাহে সৃষ্টি হয়েছে নতুন হুমকি-ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি গোষ্ঠীদের লোহিত সাগরে অবরোধ ও জাহাজে হামলা। এ অঞ্চলের পর্যটন খাত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে; সেইসঙ্গে চাপে পড়েছে বিদেশি বিনিয়োগ। আরব সরকারগুলো এখন ভাবছে, টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটগুলো খুলে দিতে তাদের আরও আগ্রাসী হতে হবে কি না। - ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

আমার সঙ্গী ভারতীয়

১৪ পৃষ্ঠার পর

কোম্পানিগুলোর শীর্ষ পদে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ কাজ করছেন এবং সেখানে বর্ণবাদের কোনো উপস্থিতি তিনি দেখেন না।

টেক্সাসে টেসলার একটি কারখানায় ধারণ করা প্রায় ৯০ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন দ্য ইকোনমিস্টের প্রধান সম্পাদক জ্যানি মিন্টন বেডোস। ইউরোপের অভিবাসন, মুসলিম জনগোষ্ঠী ও উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে মাস্কের ধারাবাহিক মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এসব বক্তব্য বর্ণবাদী বা মুসলিমবিদ্বেষী কি না।

যুক্তরাজ্য নিয়ে আগের সতর্কবার্তা পুনর্ব্যক্ত করে মাস্ক বলেন, পশ্চিমা মূল্যবোধের বিরোধী বিশ্বাস ধারণকারী কোনো জনগোষ্ঠী দ্রুত বাড়তে থাকলে একসময় সেখানে বড় ধরনের সংঘাত বা ‘হিসাব-নিকাশের পরিস্থিতি’ তৈরি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, কয়েক বছর ধরে তিনি যুক্তরাজ্যে যাননি। এর আগে তিনি দেশটিতে ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

সাক্ষাৎকারে সরাসরি জানতে চাওয়া হয়, তিনি মুসলিমবিদ্বেষী কি না। জবাবে মাস্ক স্পষ্টভাবে হ্যাঁ বা না বলেননি। তিনি বলেন, ধর্ষণ ও হত্যার বিরোধিতা করেন এবং পশ্চিমা বিশ্বে প্রচলিত আইন ও মূল্যবোধের বিপরীত কোনো বিধান চাপিয়ে দেওয়ারও বিরোধী। ইউরোপের যেসব রাজনৈতিক শক্তিকে সংবাদমাধ্যম ‘উগ্র ডানপন্থী’ হিসেবে বর্ণনা করে, তাদের তিনি নিরাপদ শহর, সুরক্ষিত সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রিত সরকারি ব্যয়ের দাবি তোলা ‘স্বাভাবিক মানুষ’ হিসেবে উল্লেখ করেন। মাস্কের বর্ণবাদবিরোধী এই আত্মপক্ষসমর্থন নতুন নয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন বিনিয়োগকারী বিনোদ খোসলা তাঁকে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী মনোভাব ছড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করলে মাস্ক একইভাবে শিভন জিলিসের ভারতীয় পরিচয় ও তাঁদের সন্তানের নামের উদাহরণ দিয়েছিলেন। জবাবে খোসলা বলেছিলেন, পরিবারের পরিচয় সামনে না এনে মাস্কের এমন বক্তব্য প্রকাশ করা এড়িয়ে চলা উচিত, যেগুলো মানুষের কাছে বর্ণবাদী বলে মনে হতে পারে।

মাস্ক অতীতে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী বিশ্বে দ্রুত সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে বলে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন। তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে অভিবাসন, জাতিগত পরিচয় ও ইউরোপের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পোস্টও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। মাস্ক অবশ্য বরাবরই বর্ণবাদ, ইহুদিবিদ্বেষ ও সহিংসতার সমর্থক হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

একই সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে নিজের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়েও কথা বলেন মাস্ক। তিনি স্বীকার করেন, রাজনীতিতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুটা ‘মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন’। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্মিলিত মানববুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেন তিনি।

ইরানের জব্দ করা সম্পদ

১৫ পৃষ্ঠার পর

পণ্য বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইরানের জব্দ করা সম্পদ ব্যবহার করা হবে।

ট্রাম্পের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। ট্রাম্প যেটিকে “ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক” পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন, সেটিকে আরাঘচি “উসকানিমূলক নজির” বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এর আগে, ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথিরা লোহিত সাগরে দুটি সৌদি তেলবাহী জাহাজে হামলার দাবি করে। এ ঘটনার পর বৈশ্বিক নৌপরিবহন নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলারের ওপরে উঠে যায়, যা মে মাসের পর সর্বোচ্চ।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র, বিশেষ করে বন্দর আব্বাস ও কেশম দ্বীপে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, বেসামরিক নৌপরিবহনের জন্য ইরানের হুমকি কমাতে তারা সামরিক কমান্ড সেন্টার, ড্রোন সংরক্ষণাগার, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, উপকূলীয় নজরদারি কেন্দ্র এবং সামুদ্রিক সক্ষমতা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

এদিকে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সময়ে ইরান-সমর্থিত হুথিদের কারণে লোহিত সাগরেও নৌপরিবহনের ঝুঁকি বাড়ছে। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ২৪ জুলাই মাত্র একটি তেলবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে, যা ৭ মে-পরবর্তী সর্বনিম্ন।

এ অবস্থায় ট্রাম্প বলেন, জাহাজ ও পণ্যের ক্ষয়ক্ষতির অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইরানের অর্থ থেকেই পরিশোধ করা হবে, যার পরিমাণ “খুবই বড়” হতে পারে। জবাবে আরাঘচি বলেন,“যারা এ ধরনের অর্থ জব্দ করাকে উদযাপন করেন বা এর সুবিধা নেন, তাদের মনে রাখা উচিত-একবার রাষ্ট্রগুলো যদি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করাকে স্বাভাবিক করে তোলে, তাহলে কারও সম্পদই আর নিরাপদ থাকবে না”। তিনি আরও বলেন, এর ফলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, তা “সুন্দরও হবে না, শান্তিপূর্ণও হবে না”।

বাহরাইনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে বিমান হামলার সতর্কতাসূচক সাইরেন বাজানো হয়েছে। একই সময়ে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, জর্ডানেও সতর্কতামূলক অ্যালার্ম চালু করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ১৪ দফা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করে, যাতে সামরিক অভিযান বন্ধ, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া এবং ৬০ দিনের মধ্যে যুদ্ধের অবসানে সমঝোতায় পৌঁছানোর কথা ছিল। তবে সমঝোতার তিন সপ্তাহের মাথায় হরমুজে জাহাজে হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা শুরু করে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

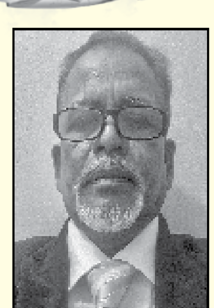

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভারতের ককরোচ আন্দোলন

২১ পৃষ্ঠার পর

ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ। অথচ প্রশ্নপত্র ফাঁসকে অনেক সময় ‘মামুলি বিষয়’ হিসেবেই দেখা হয়েছে। কিন্তু এই ‘মামুলি’ বিষয়ই একদিন প্রকট আকার ধারণ করতে পারে, যেমনটি দিল্লিতে হচ্ছে। সুতরাং, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যার স্থায়ী সমাধান জরুরি, নইলে এই চক্র ভাঙা সম্ভব নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাষার রাজনীতি। একটি অসতর্ক শব্দই যথেষ্ট আগুন জ্বালানোর জন্য। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ‘রাজাকারের নাতিপুতি’ বলে মন্তব্য করেন। এই একটি শব্দই আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলন এতটাই তীব্র হয় যে শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। একই ধরনের মানুষের ক্ষোভ দেখা গেল ভারতের ককরোচ আন্দোলনে। প্রধান বিচারপতির ‘তেলাপোকা’ শব্দটি তরুণদের মধ্যে এমন ক্ষোভের সঞ্চার করে যে তা রাতারাতি এক বিশাল আন্দোলনে রূপ নেয়। আর বাংলাদেশেও সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন এইচএসসি শিক্ষার্থীদের ‘ফার্মের মুরগি’ বা ‘ব্রয়লার চিকেন’ বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বৃষ্টি উপেক্ষা করেও দুই দিন রাজপথে অবস্থান নেয়। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় সংসদে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সরকার কিছু দাবি মেনে নেয়। এই ঘটনাগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, রাজনীতিবিদদের ভাষা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। একটি অসাবধান শব্দই আন্দোলনের সূচনা করতে পারে-বাংলাদেশে ‘রাজাকার’, ভারতে ‘তেলাপোকা’-উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রমাণিত।

শুধু ভারত বা বাংলাদেশ নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় তরুণ-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের ঢেউ বইছে। শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালের অর্থনৈতিক সংকটে তরুণদের আন্দোলনে সরকারের পতন ঘটে। নেপালেও একই ধরনের যুব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই আন্দোলনগুলো একসূত্রে গাঁথা-রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি গভীর হতাশা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, আর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সংকট। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা-সব দেশেই তরুণেরা একই ভাষায় কথা বলছে, শুধু প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

জনগণের অভিযোগ যখন শোনা হয় না, যখন সাধারণ কথাও অস্বাভাবিক করে তোলা হয়, তখন তরুণেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নেয়। সংগঠিত রাজনীতি যখন দুর্বল হয়, তখন মানুষ মিম, স্লোগান আর প্রতীকের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। অন্ধকার সময়ে হাসতে পারাটাই হয়তো সাহসের শেষ রূপ।

তাই বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের উচিত দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণদের ক্ষোভকে গুরুত্ব দেওয়া, কারণ তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই-এই বোধ তৈরি হলে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রযুক্তির ভূমিকা, যা আমাদের বর্তমান যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিল আন্দোলনের জন্মস্থান। প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের পরদিনই অভিজিৎ দীপকে এক্স (টুইটার) ও ইনস্টাগ্রামে আন্দোলনের ডাক দেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা ভাইরাল হয়। দ্বিতীয়ত, মিম ও ব্যঙ্গের ভাষা তরুণদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। চিরাচরিত স্লোগানের পরিবর্তে তারা ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও প্রতীকী লড়াই বেছে নিয়েছে। ‘তেলাপোকা’-যে শব্দটি তাদের অপমান করতে ব্যবহার করা হয়েছিল-সেটিকেই তারা নিজেদের শক্তির প্রতীক বানিয়েছে। তৃতীয়ত, তাৎক্ষণিক সংগঠন-মেসেঞ্জারে একটি টেক্সট পাঠাতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়েই তারা সংগঠিত হতে পারে।

হাজার হাজার তরুণ রাতারাতি জড়ো হতে পারে। চতুর্থত, ভাইরাল ভিডিও-পুলিশের লাঠিচার্জের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা জনরোষ আরও বাড়িয়ে দেয়। এই প্রযুক্তির শক্তিকেই কাজে লাগিয়েছে ভারতের তরুণেরা।

বাংলাদেশের তরুণেরাও ঠিক একই কৌশল ব্যবহার করেছে ‘রাজাকার’ আন্দোলনে এবং ‘ব্রয়লার চিকেন’ প্রতিবাদে। তাই প্রযুক্তির এই শক্তিকে বুঝতে হবে এবং আজকের তরুণেরা অনলাইনেই সংগঠিত হয়, সেখান থেকেই তারা রাজপথে নামে-এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে।

সবশেষে, ককরোচ আন্দোলন সফল হবে নাকি ব্যর্থ হবে, সেটি বড় প্রশ্ন নয়। বড় প্রশ্ন হলো-এই আন্দোলন সমাজের নীতিনির্ধারকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, অন্যায় জমতে থাকলে যেকোনো সময় তা বারুদে রূপ নিতে পারে।

দিল্লিতে যা ঘটছে, তা বাংলাদেশে আগেই হতে পারত। আর যদি সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, ভবিষ্যতেও হতে পারে। শরৎচন্দ্রের ‘তেলাপোকা’ আজ আর গল্পের চরিত্র নয়। এটি দক্ষিণ এশিয়ার তরুণদের প্রতীক-যারা অবহেলিত, অপমানিত, কিন্তু টিকে থাকে। হাতি যেমন লোপ পায়, তেলাপোকা বাঁচে। সেটাই হয়তো ইতিহাসের পাঠ।

বাংলাদেশের উচিত এই পাঠ ভালোভাবে আত্মস্থ করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে কঠোর হওয়া, রাজনীতিবিদদের বাক্যবাণে সাবধান হওয়া এবং তরুণদের কণ্ঠসারকে গুরুত্ব দেওয়া।

কারণ, শেষ পর্যন্ত, এই আন্দোলনের রেশ অনেক দিন টিকে থাকবে-তা সফল হোক বা ব্যর্থ। এটি একটি মানসিকতার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে তরুণেরা আর নীরব থাকবে না। দিল্লির রাজপথে যে আগুন জ্বলছে, তা যেন ঢাকার বুকে না ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ড. মো. সাহাবুল হক অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

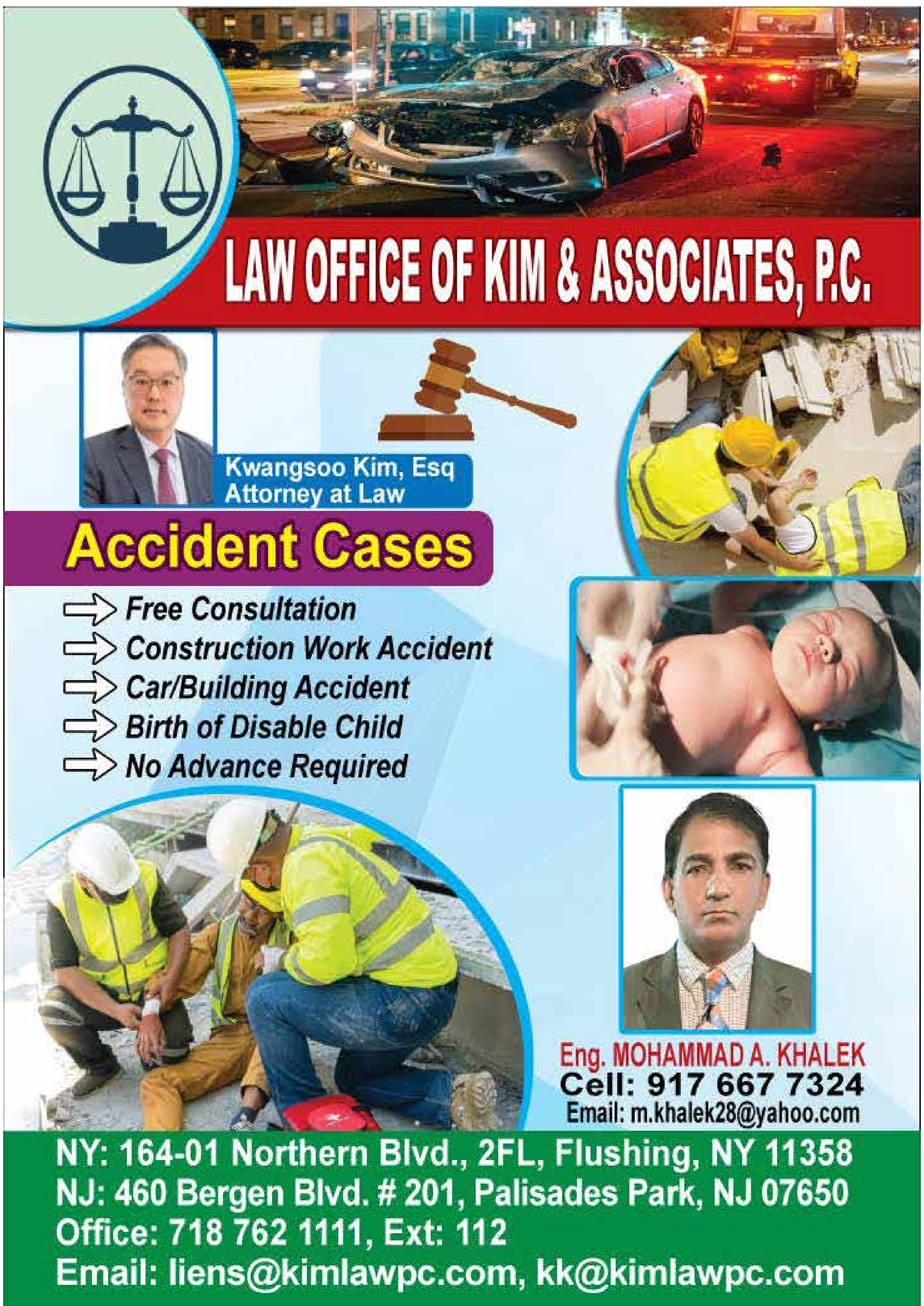

ইরান যুদ্ধ চীনের জন্য ট্রাম্পের

১৯ পৃষ্ঠার পর

বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে সরকারগুলো এখন সৌরশক্তি, ব্যাটারি, বায়ুশক্তি, বৈদ্যুতিক যান এবং বিদ্যুৎ গ্রিডে বিনিয়োগ বাড়াতে চাইছে। সৌর প্যানেল উৎপাদনে চীনের দখল প্রায় ৯১ শতাংশ, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে প্রায় ৮৯ শতাংশ।

ব্লুমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তির প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্তত ৭০ শতাংশ উৎপাদন চীনা সংস্থাগুলোর। জ্বালানি অনিশ্চয়তা যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, বিশ্ব তত বেশি চীনের আধিপত্যশীল শিল্পগুলোর দিকে ঝুঁকবে।

এই যুদ্ধ চীনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যকেও এগিয়ে দিচ্ছে। সেটি হলো, বিশ্ববাণিজ্যে ডলারের প্রভাব কমানো। জানা গেছে, ইরান কিছু তেলবাহী জাহাজকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেতে দিয়েছে এই শর্তে যে লেনদেন হবে চীনা রেনমিনবি বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে। চীন ও তার অংশীদারেরা ধীরে ধীরে এমন বাণিজ্য বাড়াচ্ছে, যা মার্কিনি নিষেধাজ্ঞার বাইরে। এই পরিবর্তন ধীরে হবে, কিন্তু ডলারের আধিপত্য কমার প্রবণতাটি এখন স্পষ্ট।

সবশেষে রয়েছে ভাবমূর্তির বিষয়। ট্রাম্প প্রশাসন এই যুদ্ধে নেমেছিল বড় বড় লক্ষ্য নিয়ে। ইরানে শাসন পরিবর্তন, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করা, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা নষ্ট করা এবং আঞ্চলিক মিত্রদের দুর্বল করা ছিল ট্রাম্পের লক্ষ্য। কিন্তু স্থায়ীভাবে তারা এসবের কিছুই অর্জন করতে পারেনি। এখন তারা শুধু হরমুজ প্রণালি খোলা রাখার চেষ্টা করছে, যা কিনা যুদ্ধের আগেও খোলা ছিল।

এই যুদ্ধ ট্রাম্প নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। এ কারণে কয়েক শ কোটি ডলার খরচ হয়েছে, বিপুল অস্ত্র নষ্ট হয়েছে, এশিয়া থেকে সামরিক মনোযোগ সরে গেছে, মিত্রদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এবং প্রমাণ হয়েছে যে কৌশল ভুল হলে এবং সিদ্ধান্তে অস্থিরতা থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশও কাঙ্ক্ষিত ফল পায় না।

অন্যদিকে চীন খুব সামান্যই করেছে। তারা ইরানের তেল কিনে গেছে, উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং ইরানকে রক্ষা বা উপসাগর নিয়ন্ত্রণের মতো ব্যয়বহুল দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে।

গত ২৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তিনটি বড় সামরিক অভিযানে নিজেদের ক্লান্ত করেছে। আর একই সময়ে চীন গড়ে তুলেছে তাদের উৎপাদনশক্তি, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক।

ওয়াশিংটন কাজ করে, বেইজিং অপেক্ষা করে। এই যুদ্ধে চীনেরও উচ্চ জ্বালানিমূল্য, সরবরাহের ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়ার মতো কিছু মূল্য চোকাতে হয়েছে। কিন্তু শক্তির হিসাব সব সময় আপেক্ষিক। যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য, জোট ও বিশ্বাসযোগ্যতার যে ক্ষতি হয়েছে, তার তুলনায় চীনই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে।

ফরিদ জাকারিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক বিশ্লেষক
ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে নেওয়া অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

ইরানকে পরাস্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের

১৯ পৃষ্ঠার পর

বিপক্ষে নেওয়ার জন্য একটি বড় তহবিলও খাটাচ্ছে। ভ্যান্স জোর দিয়ে বলেন, মার্কিন নীতিনির্ধারকদের উচিত বিদেশি চাপ বাদ দিয়ে নিজেদের দেশের জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। তাঁর মতে, টেকসই শান্তির জন্য দুটি বিষয় জরুরি-হরমুজ প্রণালিতে অবাধ নৌ চলাচল নিশ্চিত করা এবং চুক্তির মাধ্যমে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখা।

সমাধানের মূল পথ

প্রথমত, একটি নতুন আঞ্চলিক সামুদ্রিক চুক্তিতে এটি স্বীকার করে নিতে হবে যে হরমুজ প্রণালি ইরান ও ওমানের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বা নিজস্ব জলসীমায় অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, এই প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তার প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে এই দুই দেশকেই। একই সঙ্গে আরব উপসাগরীয় দেশগুলো, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি বৃহত্তর চুক্তি থাকবে, যা সব জাহাজের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করবে। নিরাপত্তা ও জাহাজ চলাচলে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইরান ও ওমান যুক্তিসংগত সার্ভিস ফি বা সেবা মাশুল পেতে পারে, তবে এই সেবা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যাবে না। এই চুক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী, আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সামাজিকভাবে বাধ্যতামূলক করতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি বা এনপিটির ভিত্তিতে ওয়াশিংটন ও তেহরানের উচিত একটি স্থায়ী দ্বিপক্ষীয় পারমাণবিক চুক্তি করা। এই চুক্তির অধীনে ইরান চিরতরে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথ ত্যাগ করবে এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা তা সার্বক্ষণিক তদারকি করবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর থেকে পারমাণবিকসংক্রান্ত সব নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে তুলে নেবে এবং শান্তির কাজে পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইরানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। ২০১৫ সালের ‘জেসিপিওএ’ পরমাণু চুক্তির মতো ভঙ্গুর না করে, এই নতুন চুক্তিটিকে মার্কিন কংগ্রেস এবং ইরানের পার্লামেন্ট-উভয় স্থান থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে পাস বা অনুমোদন করাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা ইরান-কোনো পক্ষই সামরিক শক্তি দিয়ে অপর পক্ষকে নতি স্বীকার করাতে পারবে না। আসল পছন্দটি হলো: হয় চিরস্থায়ী যুদ্ধ, না হয় টেকসই কূটনীতি। কূটনৈতিক প্রক্রিয়াকে আবার গতিশীল করতে এবং হরমুজ প্রণালি ও পরমাণু ইস্যুতে চুক্তি চূড়ান্ত করতে ওয়াশিংটন ও তেহরানের উচিত সরাসরি আলোচনা শুরু করা। যেকোনো সমঝোতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বৈধ ভিত্তি হলো দুই দেশের জনগণের স্বাধীন মতামত। জনমত জরিপে দেখা গেছে, সাধারণ আমেরিকানরা এই যুদ্ধের তীব্র বিরোধী এবং এটি এখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের চেয়েও বেশি অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ইরানিরা চায়-‘স্থায়ী সংঘাত ছাড়া নিরাপত্তা, বিপ্লব ছাড়া সংস্কার, বিচ্ছিন্নতা ছাড়া সার্বভৌমত্ব এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া কূটনীতি’। সৈয়দ হোসেন মুসাভিয়ান প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির গবেষক। মিডলইস্ট আই থেকে অনূদিত।

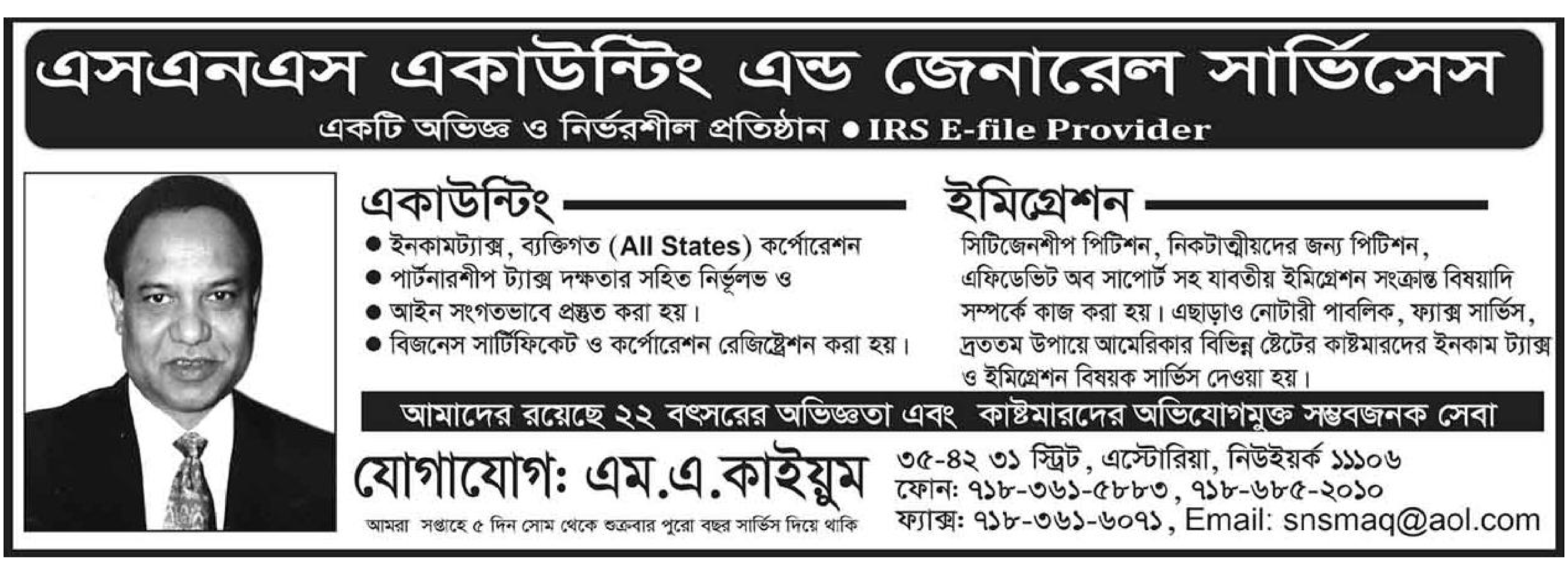

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে বাংলাদেশের

২১ পৃষ্ঠার পর

মাঠে খেলা। জেলা-উপজেলা কিংবা ইউনিয়নে যেসব ফুটবল মাঠ ছিল, তা অনেক জায়গায় হারিয়ে গেছে কিংবা ক্রিকেটের মাঠ হয়ে গেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও উন্নয়নের কারণে অনেক মাঠ হারিয়ে গেছে।

শিশু-কিশোরদের খেলার সুযোগ কমে গেছে। আবার যেখান থেকে ফুটবলের কারিগরেরা বের হবে, সেই স্কুল পর্যায়ে অনেক বিদ্যালয়ে নেই ভালো কোনো মাঠ কিংবা ফুটবলসামগ্রী। এ কারণে ফুটবলহীন প্রজন্মই বেড়ে উঠছে। আগ্রহ দেখাচ্ছে না সরকার। ফুটবলের উন্নয়নে বিগত সরকার যেমন আগ্রহ দেখায়নি, নতুন সরকার কতটা আগ্রহ দেখাবে, তা নিয়ে সংশয় আছে।

দেশের ফুটবল ফেডারেশন থেকে শুরু করে এই জায়গায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দীর্ঘদিন ধরে ছিল। ফলে ফুটবল পরিচালনায় পেশাদারত্বের ঘাটতি, দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব, পরিকল্পনার অভাব ও জবাবদিহির সংকট খেলাটিকে পিছিয়ে দিয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাঝেমধ্যে দেশের ফুটবলদের অর্জন কিছুটা পরিবর্তন এলেও তা কিছুতেই প্রত্যাশিত অর্জনের মধ্যে নেই। বিশ্বমঞ্চে এখনো আমরা পিছিয়ে। ফিফার ২১১টি দেশের র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে বাংলাদেশের (পুরুষ) ফুটবলে অবস্থান ১৮১।

যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশের নারী ফুটবল আশার আলো দেখিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য এনে তারা প্রমাণ করেছে, সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও সঠিক পরিবেশ পেলে বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরাও ভালো করতে পারে। নারী দলের এই অগ্রগতি পুরুষ ফুটবলে প্রভাব পড়েনি।

বাংলাদেশ ক্রীড়ামোদী দেশ, এটা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। জাতিগতভাবে আমরা খেলাধুলা ভালোবাসি। কিন্তু ফুটবলকে এগিয়ে নিতে হলে সরকারকেই আগ্রহী হতে হবে। বিশেষ করে দেশের জেলা-উপজেলা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফুটবলের প্রচারণার জন্য নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে। ফুটবলার হান্টিং প্রজেক্ট হাতে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ফুটবল কখনোই জাতি ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে না। ফুটবল মূলত দক্ষতা, চর্চা ও সুযোগের বিষয়। আপনি যখন ফুটবলকে ব্র্যান্ডিং করবেন, ফুটবলারদের সুযোগ-সুবিধা দেবেন, মাঠ তৈরি করবেন, খেলার আয়োজন করবেন, পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে প্রচারণা চালাবেন, তখন দেশে ফুটবলের উন্নতি ঘটবে।

যে দেশের মানুষ ভিনদেশি খেলোয়াড়দের নিয়ে মাতোয়ারা, সেই দেশ ফুটবলে পিছিয়ে থাকতে পারে না। প্রয়োজন পড়লে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের পেশাদার খেলোয়াড় ও কোচদের সহায়তা নিন। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ সরকার যদি তাদের আহ্বান করে, তাহলে নিশ্চয় তারা সাড়া দেবে।

দিন শেষে ফুটবলের এই মাদকতা আমাদের চলুক। এখন সময় এসেছে নিজেদের মাদকতাকে শক্তিতে রূপান্তর করার। বিদেশি দলের জার্সি পরে উল্লাস করার পাশাপাশি নিজের দেশের ফুটবলের প্রতিও সমান দায়িত্ববোধ তৈরি হোক। নীতিনির্ধারক, ফুটবল প্রশাসক, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষ-সবাইকে সম্মিলিতভাবে জাতীয় ফুটবলের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। একদিন বাংলাদেশও বিশ্বমঞ্চে দাঁড়াবে-সে প্রত্যাশা কোটি বাঙালির হৃদয়ে।

ড. নাদিম মাহমুদ গবেষক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: nadim.ru@gmail.com

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504

Manhattan Meeting
Location Available
(By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

২০০% পর্যন্ত শুল্কের ঘোষণা করলেন

১৫ পৃষ্ঠার পর

করা জেনেরিক ওষুধের উপর কোনও শুল্ক লাগবে না। এরপর তৃতীয় বছরে ১০০ শতাংশ এবং তার পরের বছর থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্প লিখেছেন, এই নীতির মূল লক্ষ্য হল জেনেরিক ওষুধের উৎপাদন আমেরিকার মাটিতে ফিরিয়ে আনা। তাঁর কথায়, যেসব সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন কেন্দ্র বা কারখানা গড়ে তুলবে না, তাদের উপর এই উচ্চ শুল্ক কার্যকর হবে। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন, পেটেন্টপ্রাপ্ত বা ব্র্যান্ডেড ও উদ্ভাবনী ওষুধের ক্ষেত্রে বর্তমান নীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

এই ঘোষণার ফলে ভারতের ওষুধ শিল্পের উপর বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতকে বিশ্বের 'ফার্মেসিচ বলা হয়, কারণ বিশ্বের বহু দেশে সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করে ভারত। শুধু মার্কিন বাজারেই ব্যবহৃত জেনেরিক ওষুধের প্রায় ৪০ শতাংশ পরিমাণ আসে ভারতীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ওষুধ রপ্তানি করেছে। এটি ভারতের মোট ২৫.৮ বিলিয়ন ডলার ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানির প্রায় ৩৮ শতাংশ। ফলে মার্কিন বাজারে শুল্ক বৃদ্ধি হলে ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির ব্যবসায় বড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যদিও এই নতুন শুল্ক নীতি বাস্তবে ভারতীয় সংস্থাগুলির উপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কারণ চলতি বছরের শুরুতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া বাণিজ্য চুক্তিতে জেনেরিক ওষুধ ও তার কাঁচামাল নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ ছিল। ফলে সেই চুক্তির শর্ত নতুন নীতির সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, সংক্রামক রোগ, মানসিক স্বাস্থ্য এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসায় ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই শুল্ক নীতি নির্ধারিত সময়ে কার্যকর হয়, তাহলে ভারতীয় ওষুধ সংস্থাগুলিকে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে, নয়তো বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে। অন্যদিকে, মার্কিন বাজারে সস্তার জেনেরিক ওষুধের দামও বাড়তে পারে, যার প্রভাব পড়তে পারে লক্ষ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ের উপর।

৬২ বছরের বেশি বয়সী ৩০ লাখ আমেরিকান এখনও শোধ করছেন

১৪ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাঋণের বোঝা বইছেন। ফলে অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চাকরি ছাড়তে পারছেন না।

মেরি নিকল বলেন, তিনি স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে, ভ্রমণে যেতে এবং অবসর জীবন উপভোগ করতে চান। কিন্তু ঋণের কিস্তি পরিশোধের বাধ্যবাধকতা তাকে এখনও কর্মজীবনে আটকে রেখেছে।

তিনি ৪৯ বছর বয়সে বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের জন্য আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেই সময় নেওয়া ঋণ এখনও পরিশোধ করছেন।

সাধারণভাবে স্টুডেন্ট লোনকে তরুণদের সমস্যা হিসেবে দেখা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের তথ্য বলছে, বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বর্তমানে ৩৫ বছরের বেশি বয়সী ফেডারেল স্টুডেন্ট লোনগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪৬ লাখ, যা ৩৫ বছরের কম বয়সী ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ২ কোটি ২ লাখের চেয়ে বেশি।

ঋণের পরিমাণেও এগিয়ে বয়স্করা। ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের গড় শিক্ষাঋণ প্রায় ৪৭ হাজার ৫০০ ডলার, যেখানে ৩৫ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তা প্রায় ২৭ হাজার ৩০০ ডলার। এছাড়া ৫০ বছরের বেশি বয়সী প্রায় ৯৫ লাখ আমেরিকানের মোট ফেডারেল স্টুডেন্ট লোনের পরিমাণ প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৬২ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রায় ৩০ লাখ আমেরিকানের নামে এখনও ফেডারেল স্টুডেন্ট লোন রয়েছে। আট বছর আগে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ লাখ। অর্থাৎ অবসরের বয়সে পৌঁছেও শিক্ষাঋণ বহনকারী মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।

স্টুডেন্ট লোনসংক্রান্ত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান দ্য ইনস্টিটিউট অব স্টুডেন্ট লোন অ্যাডভাইজরসের সভাপতি বেটসি মেওট বলেন, ঋণ পরিশোধে আগের তুলনায় অনেক বেশি সময় লাগছে। ফলে ক্রমেই বেশি মানুষ অবসরের বয়সেও শিক্ষাঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেকেই কর্মজীবনের মাঝপথে আবার পড়াশোনায় ফিরে যাওয়া, সন্তানদের পড়াশোনার জন্য প্যারেন্ট প্লাস ঋণ নেওয়া কিংবা সুদ জমে মূল ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে ঋণের বোঝা বহন করছেন। এর ফলে অবসর পরিকল্পনা পিছিয়ে যাচ্ছে এবং স্থির আয়ের ওপর নির্ভরশীল অনেক প্রবীণ আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছেন।

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

ইসরায়েলকে সহযোগিতায় ১.১৫ ট্রিলিয়ন ডলারের

১৫ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আইন পাসে একসঙ্গে কাজ করে। কংগ্রেসে এটি দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য ঐকমত্যের ক্ষেত্রের একটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে ২১৬-২১২ ভোটে বিলটি পাস হয়। ভোটাভুটি মূলত দলীয় অবস্থান অনুযায়ী হলেও ছয়জন ডেমোক্র্যাট বিলটির পক্ষে ভোট দেন এবং সাতজন রিপাবলিকান এর বিপক্ষে অবস্থান নেন। হোয়াইট হাউসের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়া এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কড়া সমালোচক রিপাবলিকান প্রতিনিধি থমাস ম্যাসি ভোটের প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন,ওআজ এনডিএএর চূড়ান্ত ভোটে এমন একটি বিল পাস হয়েছে, যা দুঃখজনকভাবে আমাদের সামরিক প্রযুক্তি ও সরবরাহ ব্যবস্থা ইসরায়েলের সঙ্গে একীভূত করছে্ব

তিনি আরও বলেন,ওআশা করি এই সংস্করণটি সিনেটে পাস হবে না, কারণ ২১৯ নম্বর ধারা আমাদের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা্ব

২০২৭ সালের জাতীয় প্রতিরক্ষা অনুমোদন আইন (এনডিএএ) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন একটি প্রস্তাবের প্রতিফলন, যার মাধ্যমে বিশ্বের মধ্যে ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক বাজেট আরও ব্যাপকভাবে বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে গত বছরের ৯০০ বিলিয়ন ডলার থেকে সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যে ইরানবিরোধী যুদ্ধ শুরু করেছে, সেই ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এই ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন।

২০২৭ সালের এনডিএএ-তে এমন একটি ধারাও রয়েছে, যা ইসরায়েলের সঙ্গে সামরিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণ করবে। অথচ ভোটারদের মধ্যে ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা বন্ধ করার পক্ষে সমর্থন ক্রমেই বাড়ছে, ফলে এই ধারাটি নিয়েও ব্যাপক পর্যালোচনা ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে।

এখন বিলটির ভবিষ্যৎ সিনেটে অনিশ্চিত। কারণ, এমন সময়ে এর বিপুল ব্যয় নিয়ে ডেমোক্র্যাটরা আপত্তি জানাতে পারেন, যখন হোয়াইট হাউস সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে জনগণের প্রবেশাধিকার কমানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। গত সপ্তাহে সিনেটে ভোটাভুটিতে ডেমোক্র্যাটরা এনডিএএ নিয়ে বিতর্ক শুরু করার উদ্যোগ আটকে দেন। সে সময় সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার বিলটিকে ইরানের বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধের জন্য একটি ওঅনুমতিপত্র্ব বলে মন্তব্য করেন।

সাধারণত জাতীয় প্রতিরক্ষা অনুমোদন আইন (এনডিএএ) এমন একটি আইন, যা পাস হওয়া প্রায় নিশ্চিত বলে বিবেচিত হয়। তবে চলতি বছরের বিলে ইউক্রেনের জন্য সহায়তার মতো আরও কয়েকটি বিতর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া প্যাকেজটিতে সেভ আমেরিকা আইনও রাখা হয়েছে, যা প্রেসিডেন্টের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। এই আইনের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে, যার উদ্দেশ্য ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী ব্যাপক ভোট জালিয়াতি প্রতিরোধ করা, যদিও সমালোচকদের মতে তিনি এ ধরনের ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি।

বাংলাদেশে ডলারের দাম আবার কেন বাড়ছে?

১৭ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দীর্ঘদিন আন্তঃব্যাংক ডলারের রেফারেন্স রেট ১২২ টাকা ৮৫ পয়সায় ধরে রাখলেও ট্রেজারি কর্মকর্তারা বলছেন, বাস্তবে এই দরে খুব কমই লেনদেন হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, শুধু জুন মাসেই ৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি এলসি দায় পরিশোধ করা হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি খাতের এলসি পরিশোধের চাপ বেশি ছিল। সার ও জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় এই চাপ তৈরি হয়েছে।

মূলত মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে যায়। সাধারণত এলসি খোলার এক থেকে তিন মাসের মধ্যে এর দায় পরিশোধ করা হয়। ফলে মার্চ ও এপ্রিলে খোলা অনেক এলসির পরিশোধের চাপ জুন ও জুলাইয়ে এসে পড়ে।

এ ছাড়া রমজান মাসে খোলা অনেক ইউপিএএস এলসির দায় জুনে পরিশোধ করা হয়েছে। চলতি জুলাই মাসেও এ ধরনের কিছু এলসির অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, জুনে গত আট মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রবাসী আয় এসেছে। ওই মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ২ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের্ওইকোনমিক ইন্ডিকেটরস্ব প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এলসি নিষ্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৭০ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি আয় ধীর হলেও আমদানি চাহিদা শক্তিশালী থাকার বিষয়টি এতে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানরা বলছেন, কিছু ব্যাংক এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে বেশি দামে প্রবাসী আয়ের ডলার কিনছে। এতে পুরো ডলার বাজারে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে।

তাদের মতে, কিছু ব্যাংক বেশি দামে ডলার কিনে পরে কম দামে বিক্রি করছে, বিশেষ করে সরকারি এলসির দায় পরিশোধের জন্য। প্রবাসী আয়ের ডলার সংগ্রহে এসব ব্যাংকের প্রতিযোগিতা বাজারকে আরও অস্থির করে তুলছে। ডলার বাজারে অস্থিরতা তৈরির জন্য কোনো ব্যাংক দায়ী কি না, তা বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি করা প্রয়োজন বলেও মনে করছেন তারা।

সম্প্রতি আইএমএফের সঙ্গে আলোচনার পর বাজারের প্রত্যাশাতেও পরিবর্তন এসেছে। কর্মকর্তারা জানান, নিলামের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার কেনার দর কেন একটি সীমিত পরিসরের মধ্যে থাকছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আইএমএফ।

ওই বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগের নির্ধারিত রেফারেন্স রেটের পরিবর্তে নিজেদের ওয়েবসাইটে চলতি আন্তঃব্যাংক ডলারের দর প্রকাশ শুরু করে। এতে বিনিময় হার আরও বেশি বাজারনির্ভর হবে-এমন প্রত্যাশা জোরালো হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে নতুন ঋণ কর্মসূচি নিয়ে সরকারের আলোচনা চলছে। এ কারণে বর্তমানে ডলারের দর নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনানুষ্ঠানিকভাবে কোনো হস্তক্ষেপ করছে না।

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

নতুন শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রের

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ আরও শুল্কের মুখে পড়তে পারে।

এই বাণিজ্য চুক্তির অধীনে অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতি ছিল মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাক দেশটির বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার। তবে সেই সুবিধাও এখনও অধরা রয়ে গেছে, যা থেকে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের আদৌ কোনো লাভ হবে কি না, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

একপক্ষ সুবিধা দিল সব, অপরপক্ষ দিল কেবল শুল্কের বোঝা-ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ওপর নতুন করে শুল্ক চাপানোর পর বাণিজ্য চুক্তিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁরা বলছেন, বৈশ্বিক পাওয়ার প্র্যাকটিসের শিকার হয়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি মেনে নেওয়ার চেয়ে-চুক্তিটি সংশোধন বা এমনকি বাতিলের বিষয়ে ওয়াশিংটনের সাথে এখনই দরকষাকষি শুরু করা উচিত।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি পুরোপুরি অন্যায্য ও অযৌক্তিক। এখন বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের ওপর প্রায় একই হারে শুল্কারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বাণিজ্য চুক্তি থেকে বাংলাদেশ কোন সুবিধা তো পেলোই না, উল্টো বেশি দামে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করছে।

রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র্যাপিড)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ রাজ্জাক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি বাংলাদেশের জন্য এক্সট্রিমলি আনফেয়ার, টোটালি আন-ইক্যুয়াল। এটাকে কোনো বাণিজ্য চুক্তি বলা যায় না। চুক্তিতে এক দেশ আরেক দেশকে ছাড় দিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে একতরফাভাবে বাংলাদেশ সব সুবিধা দিয়েও কিছু পায়নি।

মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাকে কি মিলবে শুল্কমুক্ত সুবিধা?

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর) বাংলাদেশকে জানিয়েছে, মার্কিন তুলা দিয়ে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা আগামী সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তবে মাত্র তিন বছরের জন্য এই সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছে। শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধার অন্যান্য শর্ত ও রপ্তানির সর্বোচ্চ পরিমাণও ঠিক করবে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশের সঙ্গে কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকেও একই সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থা বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ রেজিম বাতিল করার পর-গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি বাতিল করে মালয়েশিয়া।

বাংলাদেশও এই সুবিধা থেকে কতোটা লাভবান হতে পারবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বাণিজ্য বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন সব কঠোর শর্ত আরোপ করতে পারে, যা পূরণ করে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া বাংলাদেশী রপ্তানিকারকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ঠিক দুদিন আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বাণিজ্য চুক্তিটি স্বাক্ষর করার পর সরকারের নীতি-নির্ধারকরা এটিকে একটি বড় সাফল্য হিসেবে প্রচার করেছিলেন।

বাংলাদেশ বিশ্বে মার্কিন তুলার বৃহত্তম আমদানিকারক, বছরে যার পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৭.৩৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বাতিল করার পর অন্য এক আইনের আওতায়, ছয় মাসের জন্য ১০ শতাংশ শুল্কারোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। গত শুক্রবার এই শুল্কের মেয়াদ শেষ হলে, ১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগে আরোপিত ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে।

৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়াসহ ১৭টি দেশের ওপর ১০ শতাংশ; চীন, ভিয়েতনামসহ ৩৮টি দেশের ওপর ১২.৫ শতাংশ ও অন্য দেশগুলোর ওপর ১০ থেকে ১২.৫ শতাংশ হারে শুল্কারোপ করা হয়েছে। অবশ্য চীনসহ অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ট্যারিফ রেট (শুল্কের হার) সামান্য কম হওয়াকে দেশের জন্য ইতিবাচক বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চুক্তি সংশোধন বা বাতিল করা উচিত

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানির অঙ্গীকার করেছে ঢাকা, সেগুলো আমদানি করতে হবে। এতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হলেও তা মেনে নিতে হবে। এই ক্ষতি মেনে না নিয়ে চুক্তিটি সংশোধন বা বাতিল করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।

সিপিডির মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, চুক্তিটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ১৯ শতাংশ শুল্কের বোঝা বইতে হতে পারে। সব দেশের ওপর ১০-১২ শতাংশ শুল্ক বহাল রেখে, চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের উপর ১৯ শতাংশ শুল্কারোপ হলে প্রতিযোগী সক্ষমতা বলে কিছু থাকবে না। তাই সরকারের উচিত, এই চুক্তি বাতিল করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা।চ

তিনি বলেন, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ শতাংশ শুল্কারোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের বছরে ১০০ বিলিয়ন বাড়তি ব্যয় করতে হবে, যা তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশসহ সব দেশের রপ্তানি কমার আশঙ্কা রয়েছে।

র্যাপিড-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ রাজ্জাক বলেন, চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটাই ইতিবাচক দিক ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় উৎপাদিত পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটিও অস্পষ্ট বিষয়। “কারণ, চুক্তিতে বলা আছে, কিভাবে এই সুবিধা দেওয়া হবে, তার ম্যাকানিজম যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করবে। এতে বাংলাদেশ এ সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে মনে করি না।

“কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এখন কোনো বাণিজ্য চুক্তি মানে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনো নিয়ম মানে না। তারা অর্থনৈতিক শক্তির জোরে অন্য দেশের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। তাই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন ছাড় না পেলেও-বাংলাদেশকে পারচেজ কমিটমেন্টগুলো মেনে চলতে হবে। এতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে জেনেও-তা মেনে নিয়েই করতে হবে- যোগ করেন এমএ রাজ্জাক।

ব্যয়বহুল প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশ এখনও চুক্তিটি অনুমোদন (র্যাটিফাই) না করলেও, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো থেকে বিভিন্ন ধরণের জ্বালানি, ভোগ্যপণ্যসহ নানান পণ্য বেশি দামে আমদানিসহ প্রধান প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে।

গত ১ জুলাই সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে জি-টু-জি ব্যবস্থায় ২.২০ লাখ টন গম আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি টনের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২২ ডলার। একই দিনে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ৫০ হাজার টন গম আমদানির প্রস্তাবও অনুমোদন পেয়েছে। এতে প্রতি টনের দাম পড়বে ২৯৭.৯২ ডলার। অর্থাৎ, প্রতিটন ২৪ ডলার বেশি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করছে সরকার।

গত ফেব্রুয়ারিতে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৪৫,০০০ কোটি টাকায় ১৪টি বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করেছে ঢাকা। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি, চিনি, সয়াবিন, তুলাসহ বিভিন্ন পণ্য ক্রয় বাড়িয়েছে সরকার ও বেসরকারিখাত।

মার্কিন কোম্পানিগুলোর সরকারি দরপত্রে অংশগ্রহণ সহজ করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালাও সংশোধন করেছে।

নতুন শুল্কের আশঙ্কা

বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগ তুলে তদন্ত শুরু করে। বাংলাদেশসহ দেশগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তে কোন ধরণের প্রমাণ পেয়েছে, তা প্রকাশ করেনি ইউএসটিআর। অর্থাৎ, একতরফাভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই শুল্ক আরোপ করেছে।

তারা আশঙ্কা করছেন, বাংলাদেশের অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে ইউএসটিআরের চলমান তদন্তটিও একই ধারায় পরিচালিত হতে পারে এবং এর ফলে আরও নতুন শুল্ক আরোপিত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে ৬০টি দেশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন, তদন্তের পর সবগুলো দেশের ওপর শুল্কারোপ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, ৩০১ সেকশনের আওতায় দেশগুলোর ওপর এই শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগ তুলে যে তদন্ত করছে ইউএসটিআর, তা নাকচ করে দিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডাব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, “তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য, অথচ এর প্রায় সব কাঁচামাল আমদানি করা হয়। তাই পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশের অতিরিক্ত সক্ষমতার প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশের একমাত্র শক্তি সস্তা শ্রম। গার্মেন্টস সেক্টরে কম মজুরিতে বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি পোশাক উৎপাদন করছে। বিপুল জনশক্তিকে কম মজুরিতে একটা খাতে ব্যবহার করাটা বাড়তি সক্ষমতা নয়, বরং এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

তিনি বলেন, ভারত, চীন বা মিয়ানমার যে পণ্য উৎপাদন করতে পারে না, বাংলাদেশ যদি তা ব্যাপকভাবে উৎপাদনে সক্ষম হতো, তাহলে বাংলাদেশের অধিক উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করতে পারতো।

অনিশ্চয়তায় রপ্তানিকারকেরা

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান টিবিএসকে বলেন, চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশী রপ্তানিকারকেরা মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাকে এখনও শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছেন না।

ইউএসটিআর আমাদের জানিয়েছে যে, আগামী সেপ্টেম্বরে এই সুবিধা কার্যকর করা হবে। শুল্কমুকক্ত রপ্তানি সুবিধার অন্যান্য শর্ত ও ভলিউমও ঠিক করে দেবে যুক্তরাষ্ট্র। তিন বছরের জন্য এই সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছে- জানান তিনি।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফজলে শামীম এহসান জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থপূর্ণ কোনো সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ দেখছি না। তাছাড়া, ইউনূস সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিতে এই সুবিধার বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে।

“একটি পোশাক তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা কত শতাংশ ব্যবহার করলে- কত শতাংশ শুল্কছাড় পাওয়া যাবে, তাও উল্লেখ নেই। ফলে পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা কেমন হবে, তাও শেষপর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করবে- যোগ করেন তিনি।

ইরানে হামলা বাড়ানো নিয়ে ভ্যান্স

৫ পৃষ্ঠার পর

সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)-এর একটি সূত্র সিএনএনকে জানায়, এই মুহূর্তে সামরিক অভিযানগুলো স্থগিত রাখা হয়েছেচ।

সূত্রগুলোর ভাষ্যমতে, শুক্রবারের বৈঠকে জেনারেল কেইন বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুত কমে যাওয়া এবং সংঘাত বাড়ানোর সম্ভাব্য অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ তোলেন। একটি সূত্র জানায়, কেইন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বলেন-মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রেসিডেন্টের সামনে থাকা বিকল্প অনুযায়ী হামলা চালিয়ে সফল হতে পারবে, তবে এর ফলে যেসব ঝুঁকি তৈরি হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সতর্ক করেন।

উভয় সূত্রই জানিয়েছে, বৈঠকে ট্রাম্পের সামনে যেসব বিষয় বা আশঙ্কা তুলে ধরা হয়েছিল, তার মধ্যে গোলাবারুদের [মূলত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধকারী ক্ষেপণাস্ত্র, নির্ভুল লক্ষ্যভেদে সক্ষম বোমা ইত্যাদি] মজুতজনিত উদ্বেগটি ছিল অন্যতম।

তবে এই মজুত নিয়ে উদ্বেগ কিংবা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার এ সতর্কবার্তাই টানা রাত্রিকালীন হামলা বন্ধের মূল কারণ কি না, অথবা আগামীতে এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে কি না-তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের কমিউনিকেশনস ডিরেক্টর স্টিভেন চেওয়াং বলেন, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সবসময়ই বলে আসছেন যে তিনি কূটনৈতিক সমাধান পছন্দ করেন। তবে হরমুজ প্রণালিতে বা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের বিরুদ্ধে ইরান যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে, তাহলে আমাদের হাতে সব ধরনের সামরিক বিকল্পের পথ খোলা রয়েছে।চ

তিনি আরও বলেন, “ইরানের বারবার আগ্রাসনের জবাবে দেশটির সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে টানা ১৩ দিনের হামলা এবং দেশটির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া কার্যকর নিষেধাজ্ঞার পর, এখন ইরানের জন্য আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির দিকে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অন্যথায় কী হতে পারে, তা তারা ভালো করেই জানে।চ

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের কার্যালয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে সিএনএন।

সিএনএন এর আগে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুত ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে এবং ইরানে হামলা অব্যাহত থাকলে এই মজুতের ওপর চাপ আরও বাড়বে।

শুক্রবার মন্ত্রিসভার সদস্য ও শীর্ষ উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, মার্কিন কর্মকর্তারা ইরানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও তিনি এটাও বলেন যে, সামরিক বাহিনী চাইলে বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখতে পারে কিংবা “হামলার মাত্রা আরও বাড়াতেচ পারে। তাঁর দাবি, চলতি আলোচনায় ইরানকে এখন “আরও গম্ভীর ও আন্তরিকচ মনে হচ্ছে।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এক সূত্রের মতে, শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন সম্ভাব্য হামলা বা যুদ্ধের মাত্রা কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। সূত্রটি আরও জানায়, উপসাগরীয় দেশগুলো মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কথোপকথনে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে; তবে তারা এ-ও স্বীকার করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সক্ষমতা রয়েছে, যা ব্যবহার করে তারা চাইলে এই সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এমনকি চলতি সপ্তাহে ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইরানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলার কথা বললেও, গোপনে তিনি তার সহযোগীদের “আলোচনা চালিয়ে যাওয়ারচ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট এক সূত্রের মতে, এটি প্রমাণ করে-মার্কিন সেনা মাঠে না নামিয়ে কীভাবে সীমিত আকারের সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা যায়, তা নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাস্তবে কতটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন।

একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানা গেছে, ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলয় বা পেন্টাগনের খুব কম কর্মকর্তাই বিশ্বাস করতেন যে সংঘাত বাড়ানোর এসব বিকল্প ট্রাম্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এনে দিতে পারবে।

সিএনএন আগেও এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, যুদ্ধ শুরুর আগেই জেনারেল কেইনসহ শীর্ষ সামরিক নেতারা ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছিলেন, [ইরানের বিরুদ্ধে] দীর্ঘমেয়াদী কোনো সামরিক অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুতে টান ফেলতে পারে।

সিএনএন-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পারনেল বলেন, “আমেরিকান সামরিক বাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। প্রেসিডেন্টের পছন্দমতো স্থান ও সময়ে যেকোনো মিশন বাস্তবায়নে যা যা প্রয়োজন, তা সবই আমাদের রয়েছে।চ

তিনি আরও যোগ করেন, “আমাদের জনগণ ও স্বার্থ রক্ষায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতে পর্যাপ্ত ও গভীর সক্ষমতা নিশ্চিত রেখেই আমরা বিভিন্ন কমব্যাটেন্ট কমান্ড জুড়ে বহু সফল অভিযান পরিচালনা করেছি।চ

খবর সিএনএন এর

নীরবে হিসাব বদলাল পেন্টাগন: ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হতাহতের সংখ্যা ৬০০ ছাড়াল

গত সপ্তাহে ইরানের হামলা সত্ত্বেও ডিফেন্স ক্যাজুয়ালটি অ্যানালাইসিস সিস্টেম (ডিসিএএস)-এ নিহত ও আহতের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পেন্টাগনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিভিন্ন গণমাধ্যম ও আইনপ্রণেতারা।

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে হতাহতের হিসাব নিয়ে সমালোচনার মুখে শনিবার নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)। হালনাগাদ তথ্যে আরও ১৪০ জনের বেশি আহত সেনার তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি গত সপ্তাহে হামলায় নিহত চার মার্কিন সেনার তথ্যও পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পেন্টাগনের ডিফেন্স ক্যাজুয়ালটি অ্যানালাইসিস সিস্টেম (ডিসিএএস)-এ ৭ জুলাই থেকে নিহত ও আহতদের জন্য ওভারসিজ অপারেশনস নামে নতুন একটি শ্রেণিও যুক্ত করা হয়েছে।

নতুন তথ্য অনুযায়ী, অপারেশন এপিক ফিউরি-র সর্বশেষ হিসাব মিলিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৮ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ৬২৪ জন আহত হয়েছেন। গত সপ্তাহে সিএনএনের পর্যবেক্ষণে আহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৪৮২।

গত সপ্তাহে ইরানের হামলা সত্ত্বেও ডিসিএএসে নিহত ও আহতের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পেন্টাগনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিভিন্ন গণমাধ্যম ও আইনপ্রণেতারা। এ ঘটনায় মার্কিন সিনেটের সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটির ১২ জন ডেমোক্র্যাট সদস্য বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি দেন। পেন্টাগনের ভারপ্রাপ্ত প্রেস সচিব জোয়েল ভালদেজ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবি করেন, ডিসিএএস ওয়েবসাইটে সাময়িক তথ্যসংক্রান্ত বিভ্রাট ঘটায় এ অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। ডিসিএএসে যুক্ত হওয়া নতুন ওভারসিজ অপারেশনস শ্রেণিতে ৭ জুলাইয়ের আগে-পরে কোন সংঘাতের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। তবে সেখানে নিহত সেনাদের নামের তালিকায় জর্ডানে ইরানের হামলায় নিহত তিন মার্কিন সেনা এবং উত্তর ইরাকে ইরানি ড্রোন নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের সময় নিহত এক সেনার নাম রয়েছে।

বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের পণ্যে

৫ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যে ট্রাম্প যে ১০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ‘রেসিপ্রোক্যাল’ শুল্ক আরোপ করেছিলেন, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দেন।

গত বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত এক নোটিশে নতুন শুল্কের ঘোষণা দেয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, নতুন শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানির প্রায় ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশের ওপর প্রযোজ্য হবে। তবে তেল ও গ্যাস, সার, কিছু খাদ্যপণ্যসহ বেশ কয়েকটি পণ্য এ শুল্কের বাইরে থাকবে।

১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর অধীনে এ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের মতে, এর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরও প্রায় সব আমদানির ওপর একটি ন্যূনতম শুল্ক বহাল রাখা সম্ভব হবে। প্রশাসনের ধারণা, সেকশন ৩০১ অতীতে আদালতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ টিকে যাওয়ায় নতুন শুল্ক আগের তুলনায় কম আইনি ঝুঁকিতে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ফেব্রুয়ারির রায়ের পর ট্রাম্প ১৫০ দিনের জন্য একটি অস্থায়ী ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন, যার মেয়াদ শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় রাত ১২টা ১ মিনিটে শেষ হয়েছে। একই মুহূর্ত থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হয়েছে। তবে ২৮ জুলাই পূর্বাঞ্চলীয় সময় রাত ১২টা ১ মিনিট পর্যন্ত পরিবহনরত পণ্য নতুন শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার এক বিবৃতিতে বলেন, প্রায় এক শতাব্দী ধরে যুক্তরাষ্ট্র বাধ্যতামূলক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করে কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন করছে। এখন সময় এসেছে আমাদের বাণিজ্য অংশীদাররাও একই কাজ করবে। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিকৃত বাণিজ্যিক চর্চা সংশোধনের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রমিকদের কল্যাণে ভূমিকা রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি গ্রিয়ার এর আগে বলেছিলেন, যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে বাণিজ্য চুক্তি করেছে এবং যেসব চুক্তিতে সর্বোচ্চ শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে, নতুন ফোর্সড লেবার শুল্ক সেই সীমার ওপরে যাবে না।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তাইওয়ান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ‘মোস্ট ফেভার্ড নেশন’ (এমএফএন) শুল্কের সঙ্গে মিলিয়ে মোট কার্যকর শুল্কহার ১০ অথবা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ হবে।

অন্য ৩৮টি দেশের জন্য ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চীনও। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, চীন উইঘুর সংখ্যালঘুদের শ্রমশিবিরে আটক রেখে কাজ করায়; যদিও বেইজিং এ অভিযোগ অস্বীকার করে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা চীনা কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্য যুদ্ধবিরতিতে সম্মত ২০ শতাংশ শুল্কহার পর্যন্ত ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের চীনা পণ্যের শুল্ক পুনর্বহাল করার পরিকল্পনা রয়েছে, তবে তার বেশি নয়।

গত ১৭ জুলাই শুক্রবারের পদক্ষেপের আগে প্রথম মেয়াদের শিল্পপণ্যের ওপর আরোপিত ২৫ শতাংশ শুল্ক বাদে চীনা পণ্যের কার্যকর শুল্কহার ১০ শতাংশে নেমে এসেছিল। খবর রয়টার্স।

যুক্তরাষ্ট্র নতুন শুল্ক আরোপ করেনি, আগের শুল্কই প্রতিস্থাপন করেছে বললেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আগের শুল্কের মেয়াদ শেষ হলে নতুন শুল্ক কার্যকর হবে।’

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর নতুন করে কোনো শুল্ক আরোপ করেনি, বরং আগের শুল্কই আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে নতুন নামে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

শুক্রবার (২৪ জুলাই) সিলেটে চা শ্রমিকদের জন্য আয়োজিত বিনামূল্যের মেডিকেল ক্যাম্প, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু সেবা এবং চক্ষু ক্যাম্পের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন,ওপ্রকৃতপক্ষে শুল্ক পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগে যুক্তরাষ্ট্র যে শুল্ক আরোপ করেছিল, তা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে ১৫০ দিনের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আগের শুল্কের মেয়াদ শেষ হলে নতুন শুল্ক কার্যকর হবে্ব

তিনি আরো বলেন,ওএটি নতুন শুল্ক আরোপ নয়, বরং রিপ্লেসমেন্ট (প্রতিস্থাপন) বলা যায়্ব

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শুক্রবার রাত ১২টার পরও আগের শুল্কই থ াকবে, তবে তা ভিন্ন নামে কার্যকর হবে।

এ সময় তিনি জানান, বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লেও দেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই।

এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, চা বাগান এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। মেডিকেল ক্যাম্প চালু হলে চা শ্রমিকদের শহরে না গিয়ে বাগানেই স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, সংসদ সদস্য এমরান আহমদ চৌধুরী, সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. জিয়াউর রহমান চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেনসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

এর আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশসহ কয়েকটি বাণিজ্যিক অংশীদারের ওপর ১০ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত নতুন শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে ইউরোপ, চীন, ভারতসহ বাংলাদেশের মতো বাণিজ্যিক অংশীদারদের পণ্য রপ্তানিতে নতুন শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত ৬০টি বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানির প্রায় ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ।

অভিবাসীর কন্যাকে বিয়ে করে

৫ পৃষ্ঠার পর

ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ওবামা বলেন, বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট এমন একটি ধারণা তুলে ধরছেন, যা মূলত ‘We the People’-এর একটি ‘blood-and-soil’ বা বংশপরিচয়ভিত্তিক সংস্করণ। তার ভাষায়, সেখানে একজন মানুষের বাবা-মা কে এবং তারা কতদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন-এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অথচ ভ্যান্স নিজেই একজন অভিবাসী পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করেছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামার এই মন্তব্যের ইঙ্গিত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সেকেন্ড লেডি উষা ভ্যান্সকে ঘিরে। উষা ভ্যান্স যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলেও তার বাবা-মা ভারত থেকে অভিবাসন করেছিলেন। জেডি ও উষা ভ্যান্সের তিন সন্তান রয়েছে এবং তারা তাদের চতুর্থ সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছেন।

আলোচনায় ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল বলেন, এক শতাব্দী আগে অভিবাসীবিরোধী অবস্থান নেওয়া কোনো শীর্ষ রাজনীতিকের পক্ষে অভিবাসী পরিবারের সদস্যকে বিয়ে করা প্রায় অকল্পনীয় ছিল। এর জবাবে ওবামা বলেন, “Hypocrisy is progress” বা “ভণ্ডামিও এক ধরনের অগ্রগতি।” তার ব্যাখ্যায়, অন্তত তখন মানুষ বুঝতে পারে যে তার অবস্থানের সঙ্গে বাস্তবতার একটি অসঙ্গতি রয়েছে এবং সেটিই পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব (Birthright Citizenship) নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে কেবল একটি ধারণা নয়, বরং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর একটি জাতি হিসেবে তুলে ধরার পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। এসব অবস্থানকে ঘিরেই ওবামা তার সমালোচনা করেন।

নতুন শুল্কারোপের পর যুক্তরাষ্ট্রের

১৭ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতি মেনে নেওয়ার চেয়ে-চুক্তিটি সংশোধন বা এমনকি বাতিলের বিষয়ে ওয়াশিংটনের সাথে এখনই দরকষাকষি শুরু করা উচিত।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি পুরোপুরি অন্যায্য ও অযৌক্তিক। এখন বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের ওপর প্রায় একই হারে শুল্কারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বাণিজ্য চুক্তি থেকে বাংলাদেশ কোন সুবিধা তো পেলোই না, উল্টো বেশি দামে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করছে।"

রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ রাজ্জাক বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি বাংলাদেশের জন্য 'এক্সট্রিমলি আনফেয়ার, টোটালি আন-ইক্যুয়াল'। এটাকে কোনো বাণিজ্য চুক্তি বলা যায় না। চুক্তিতে এক দেশ আরেক দেশকে ছাড় দিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে একতরফাভাবে বাংলাদেশ সব সুবিধা দিয়েও কিছু পায়নি।"

মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাকে কি মিলবে শুল্কমুক্ত সুবিধা?

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর) বাংলাদেশকে জানিয়েছে, মার্কিন তুলা দিয়ে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা আগামী সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তবে মাত্র তিন বছরের জন্য এই সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছে। শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধার অন্যান্য শর্ত ও রপ্তানির সর্বোচ্চ পরিমাণও ঠিক করবে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশের সঙ্গে কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকেও একই সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থা বা (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ রেজিম) বাতিল করার পর-গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি বাতিল করে মালয়েশিয়া।

বাংলাদেশও এই সুবিধা থেকে কতোটা লাভবান হতে পারবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বাণিজ্য বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন সব কঠোর শর্ত আরোপ করতে পারে, যা পূরণ করে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া বাংলাদেশী রপ্তানিকারকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ঠিক দুদিন আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বাণিজ্য চুক্তিটি স্বাক্ষর করার পর সরকারের নীতি-নির্ধারকরা এটিকে একটি বড় সাফল্য হিসেবে প্রচার করেছিলেন।

বাংলাদেশ বিশ্বে মার্কিন তুলার বৃহত্তম আমদানিকারক, বছরে যার পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৭.৩৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বাতিল করার পর অন্য এক আইনের আওতায়, ছয় মাসের জন্য ১০ শতাংশ শুল্কারোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। গত শুক্রবার এই শুল্কের মেয়াদ শেষ হলে, ১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগে আরোপিত ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে।

৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়াসহ ১৭টি দেশের ওপর ১০ শতাংশ; চীন, ভিয়েতনামসহ ৩৮টি দেশের ওপর ১২.৫ শতাংশ ও অন্য দেশগুলোর ওপর ১০ থেকে ১২.৫ শতাংশ হারে শুল্কারোপ করা হয়েছে। অবশ্য চীনসহ অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ট্যারিফ রেট (শুল্কের হার) সামান্য কম হওয়াকে দেশের জন্য ইতিবাচক বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

'চুক্তি সংশোধন বা বাতিল করা উচিত'

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানির অঙ্গীকার করেছে ঢাকা, সেগুলো আমদানি করতে হবে। এতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হলেও তা মেনে নিতে হবে। এই ক্ষতি মেনে না নিয়ে চুক্তিটি সংশোধন বা বাতিল করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।

সিপিডির মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, "চুক্তিটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ১৯ শতাংশ শুল্কের বোঝা বইতে হতে পারে। সব দেশের ওপর ১০-১২ শতাংশ শুল্ক বহাল রেখে, চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের উপর ১৯ শতাংশ শুল্কারোপ হলে প্রতিযোগী সক্ষমতা বলে কিছু থাকবে না। তাই সরকারের উচিত, এই চুক্তি বাতিল করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা।"

তিনি বলেন, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ শতাংশ শুল্কারোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের বছরে ১০০ বিলিয়ন বাড়তি ব্যয় করতে হবে, যা তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশসহ সব দেশের রপ্তানি কমার আশঙ্কা রয়েছে।

র‍্যাপিড-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ রাজ্জাক বলেন, চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটাই ইতিবাচক দিক ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় উৎপাদিত পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটিও অস্পষ্ট বিষয়। "কারণ, চুক্তিতে বলা আছে, কিভাবে এই সুবিধা দেওয়া হবে, তার ম্যাকানিজম যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করবে। এতে বাংলাদেশ এ সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে মনে করি না।"

"কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এখন কোনো বাণিজ্য চুক্তি মানে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনো নিয়ম মানে না। তারা অর্থনৈতিক শক্তির জোরে অন্য দেশের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। তাই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন ছাড় না পেলেও-বাংলাদেশকে পারচেজ কমিটমেন্টগুলো মেনে চলতে হবে। এতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে জেনেও-তা মেনে নিয়েই করতে হবে"- যোগ করেন এমএ রাজ্জাক।

ব্যয়বহুল প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশ এখনও চুক্তিটি অনুমোদন (র‍্যাটিফাই) না করলেও, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো থেকে বিভিন্ন ধরণের জ্বালানি, ভোগ্যপণ্যসহ নানান পণ্য বেশি দামে আমদানিসহ প্রধান প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে।

গত ১ জুলাই সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে জি-টু-জি ব্যবস্থায় ২.২০ লাখ টন গম আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি টনের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২২ ডলার। একই দিনে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ৫০ হাজার টন গম আমদানির প্রস্তাবও অনুমোদন পেয়েছে। এতে প্রতি টনের দাম পড়বে ২৯৭.৯২ ডলার। অর্থাৎ, প্রতিটন ২৪ ডলার বেশি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করছে সরকার।

গত ফেব্রুয়ারিতে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৪৫,০০০ কোটি টাকায় ১৪টি বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করেছে ঢাকা। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি, চিনি, সয়াবিন, তুলাসহ বিভিন্ন পণ্য ক্রয় বাড়িয়েছে সরকার ও বেসরকারিখাত।

মার্কিন কোম্পানিগুলোর সরকারি দরপত্রে অংশগ্রহণ সহজ করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালাও সংশোধন করেছে।

নতুন শুল্কের আশঙ্কা

বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগ তুলে তদন্ত শুরু করে। বাংলাদেশসহ দেশগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তে কোন ধরণের প্রমাণ পেয়েছে, তা প্রকাশ করেনি ইউএসটিআর। অর্থাৎ, একতরফাভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই শুল্ক আরোপ করেছে।

তারা আশঙ্কা করছেন, বাংলাদেশের 'অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা' নিয়ে ইউএসটিআরের চলমান তদন্তটিও একই ধারায় পরিচালিত হতে পারে এবং এর ফলে আরও নতুন শুল্ক আরোপিত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে ৬০টি দেশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন, তদন্তের পর সবগুলো দেশের ওপর শুল্কারোপ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, ৩০১ সেকশনের আওতায় দেশগুলোর ওপর এই শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগ তুলে যে তদন্ত করছে ইউএসটিআর, তা নাকচ করে দিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডাব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, "তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য, অথচ এর প্রায় সব কাঁচামাল আমদানি করা হয়।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

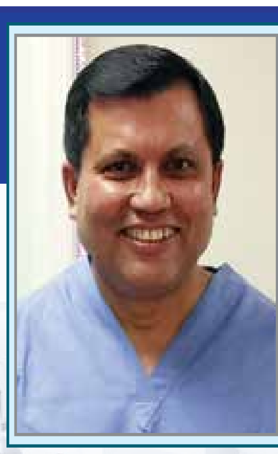

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ: জ্বালানি ও

১৭ পৃষ্ঠার পর

তুলনামূলকভাবে বেশি ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে।

চীনের ওই গবেষকের মতে, জ্বালানির পাশাপাশি বাংলাদেশের ঝুঁকির অন্যতম কারণ জিসিসিভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক কর্মীর উপস্থিতি। বাংলাদেশের কর্মীরা সেখান থেকে পাঠানো প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, চলমান যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব সামগ্রিক চিত্র এখনো দৃশ্যমান হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি জিসিসি দেশগুলোর অর্থনীতি গুরুতর সংকটে পড়ে, তাহলে তারা আর আগের মতো বিপুলসংখ্যক বিদেশি শ্রমিকের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

জিন লিয়াংশিয়াং বলেন, তবে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে।

তিনি বলেন, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের চেয়েও বড় বৈশ্বিক প্রভাব ফেলতে পারে। ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্য হলো ইরানকে দুর্বল করে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, যাতে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের আঞ্চলিক প্রাধান্যের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে না পারে। তবে তিনি ইরান সহজেই ভেঙে পড়বে-এমন ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তার যুক্তি, ইরান সামরিক সক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য আত্মনির্ভরতা অর্জন করেছে এবং দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত টিকিয়ে রাখার সক্ষমতা রাখে।

এসআইআইএসের জ্যেষ্ঠ ফেলো জিন লিয়াংশিয়াং বলেন, এ ধরনের সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হলেও জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর নিরাপত্তাগত দুর্বলতা এতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জ্বালানি বাজার ও কৌশলগত অংশীদারত্বের মাধ্যমে উপসাগরীয় অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় অঞ্চলটিতে অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে তা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রভাবেও প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশকে অস্বস্তিকর ভারসাম্য রাখতেই হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন বিচারকদের গণহারে

১১ পৃষ্ঠার পর

অভিবাসীদের তাদের আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কিংবা মুক্তির আবেদন জানানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না।

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে একজন বিচারককে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ১০০ থেকে ২০০টি মামলা নিষ্পত্তি করতে বাধ্য করা হচ্ছে, যা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগকে কার্যত অসম্ভব করে তোলে। সংস্থাটি মনে করিয়ে দিয়েছে, মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী অনুযায়ী নাগরিক বা অনাগরিক নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত প্রত্যেকেরই আইনি সুরক্ষার (ডিউ প্রসেস) অধিকার রয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহে ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)-এর প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার আইনি প্রক্রিয়া আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে ১০ ধাপের একটি নির্দেশনা প্রকাশ করেছে দেশটির নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা ইউএসসিআইএস। বিশেষ করে গ্রিন কার্ডধারীদের নাগরিকত্বের আবেদন করার আগে কী কী ধাপ সম্পন্ন করতে হবে, সেই প্রক্রিয়াই এতে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইউএসসিআইএসের নির্দেশনা অনুযায়ী, নাগরিকত্বের আবেদন করার আগে প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে যে আবেদনকারী ইতোমধ্যে কোনোভাবে মার্কিন নাগরিকত্বের অধিকারী কি না। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ না করলেও কিছু ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। এমন কোনো সুযোগ না থাকলে আবেদনকারীকে ন্যাচারালাইজেশন বা আইনি প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

এরপর আবেদনকারীকে নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্যতা যাচাই করতে হবে। সাধারণভাবে আবেদনকারীর বয়স, যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বসবাসের সময়কাল, নির্দিষ্ট সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে শারীরিকভাবে অবস্থান এবং ভালো নৈতিক চরিত্রের মতো বিষয় বিবেচনা করা হয়। আবেদনকারীর ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী অতিরিক্ত যোগ্যতার শর্তও প্রযোজ্য হতে পারে।

যোগ্যতা নিশ্চিত করার পর নাগরিকত্বের জন্য ফরম এন-৪০০, অর্থাৎ ন্যাচারালাইজেশনের আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে হবে। ইউএসসিআইএসের অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অনেক আবেদনকারী অনলাইনে এই ফরম জমা দিতে পারেন। আবেদনকারীর পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিও প্রস্তুত করতে হয়। পরবর্তী ধাপে ফরম এন-৪০০ জমা দেওয়া এবং নির্ধারিত আবেদন ফি পরিশোধ করতে হয়। আবেদন গ্রহণের পর ইউএসসিআইএস একটি রসিদ নোটিশ দেয়। অনলাইন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদনকারী নিজের মামলার অগ্রগতি ও আবেদনের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। কিছু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিকস দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নোটিশ পাঠায়। প্রয়োজন অনুযায়ী আঙুলের ছাপ, ছবি বা স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হতে পারে। বায়োমেট্রিকস ও প্রাথমিক যাচাইয়ের ধাপ শেষ হলে আবেদনকারীকে ইউএসসিআইএসের নির্ধারিত কার্যালয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। এই সাক্ষাৎকারে আবেদনপত্রের তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি নাগরিকত্বের যোগ্যতা এবং প্রযোজ্য ইংরেজি ও নাগরিকত্ব জ্ঞান পরীক্ষার বিষয়গুলোও মূল্যায়ন করা হতে পারে।

সাক্ষাৎকারের পর ইউএসসিআইএস আবেদনটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানায়। আবেদন অনুমোদিত হতে পারে, অতিরিক্ত নথি বা তথ্যের প্রয়োজন হলে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হতে পারে, অথবা আবেদনকারী যোগ্য নন বলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। ইংরেজি বা নাগরিকত্ব পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমবার সফল না হলে আইন ও প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ থাকতে পারে।

আবেদন অনুমোদিত হলে পরবর্তী ধাপে আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ বা ওথ অব অ্যালিজিয়েন্স গ্রহণের জন্য ন্যাচারালাইজেশন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের দিনই শপথ গ্রহণের সুযোগ থাকতে পারে। তা সম্ভব না হলে ইউএসসিআইএস আলাদা নোটিশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় ও স্থান জানিয়ে দেয়।

মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের নতুন চুক্তিতে এবার এয়ারবাসের ১০টি

১৭ পৃষ্ঠার পর

বিভাগের চারজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে এয়ারশোতে যোগ দিতে গত ১৯ জুলাই যুক্তরাজ্যে যান।

প্রস্তাবের আলোচনা এগিয়ে নিতে সম্প্রতি ঢাকায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম, প্রতিমন্ত্রী মিল্লাত এবং বিমানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এয়ারবাসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড ডেলাহাই।

বিমানের বহর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা

জাতীয় পতাকাবাহী বিমানকে আধুনিকায়ন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ জোরদার করা এবং বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক যাত্রী ও কার্গো হাবে পরিণত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ২০৩৪-৩৫ অর্থবছরের মধ্যে বিমানের বহর ৪৭টি উড়োজাহাজে উন্নীত করার এক দীর্ঘমেয়াদী রোডম্যাপ পর্যালোচনা করছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত এই ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ বর্তমানে ১৯টি উড়োজাহাজ পরিচালনা করছে, যার মধ্যে ১৪টিই বোয়িংয়ের তৈরি। বোয়িং ও এয়ারবাসের নতুন অর্ডারগুলো বাস্তবায়িত হলে, বহরের আকার বেড়ে ৪৩টি উড়োজাহাজে দাঁড়াবে।

অবশ্য কোনো নির্মাতার কাছ থেকেই ২০৩০ সালের আগে নতুন উড়োজাহাজ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায়, বহরের ঘাটতি মেটাতে আগামী বছরের মধ্যে ১০টি উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিমান।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, চলতি বছরের শেষের দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল চালু হওয়ার পর যাত্রী চাহিদা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের এয়ারলাইনগুলো তাদের বহর সম্প্রসারণ করছে।

পর্ষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা

এয়ারবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্যে এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলেও-চুক্তিটির জন্য এখনো অভ্যন্তরীণ কর্পোরেট ও সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে।

এয়ারবাসের মুখপাত্র বলেন, "যদিও বিমানের পরিচালনা পর্ষদ আগেই কিছু বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছিল, কিন্তু ডাউন পেমেন্টের (অগ্রিম অর্থ প্রদান) বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ফলে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে প্রস্তাবটি আবারও পর্ষদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, উড়োজাহাজ কেনাকাটায় অগ্রিম অর্থ প্রদান একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম। সাধারণত চুক্তির মোট মূল্যের প্রায় ১ শতাংশ অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করতে হয়, তবে আলোচনার ওপর ভিত্তি করে এই পরিমাণের তারতম্য হতে পারে।

বিমানের ভারপ্রাপ্ত মুখপাত্র মো. মহিউদ্দিন নিশ্চিত করেছেন যে বর্তমানে সরকারের অনুমোদন প্রক্রিয়ার কাজ চলছে।

উড়োজাহাজের দাম সম্পর্কিত প্রশ্নে এয়ারবাসের মুখপাত্র বলেন, "আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে আমরা দাম জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারছি না। তবে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ক্রেতা এটি প্রকাশ করতে পারে।"

এভিয়েশন বিষয়ক সংবাদ পোর্টাল 'সিম্পল ফ্লাইং'-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের শেষের দিকে এয়ারবাসের ফ্ল্যাগশিপ 'এ৩৫০-৯০০' ওয়াইড-বডি উড়োজাহাজের আনুমানিক তালিকাভুক্ত মূল্য (লিস্ট প্রাইস) ছিল ৩১.৭৪ কোটি ডলার। তুলনামূলক বড় 'এ৩৫০-১০০০'-এর মূল্য ছিল ৩৬.৬৫ কোটি ডলার। এছাড়া 'এ৩২০সিইও'-র তালিকাভুক্ত মূল্য ছিল ১০.১ কোটি ডলার এবং 'এ৩২০নিও'-র দাম ছিল ১১.০৬ কোটি ডলার।

এয়ারবাসের সংশোধিত প্রস্তাব

এয়ারবাস ও বাংলাদেশ বিমানের সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত এপ্রিলে বোয়িংয়ের সঙ্গে বিমানের চুক্তি হওয়ার পর ইউরোপীয় উড়োজাহাজ নির্মাতা এয়ারবাস তাদের আগের ১৪টি উড়োজাহাজ সরবরাহের প্রস্তাব সংশোধন করে ১০টিতে নামিয়ে এনেছে।

বিমানের টেকনো-ফাইন্যান্স কমিটিতে জমা দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাবে, চারটি 'এ৩৫০-৯০০' ওয়াইড-বডি ও ছয়টি 'এ৩২১নিও' ন্যারো-বডি উড়োজাহাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল বোয়িংয়ের সঙ্গে ৩.৭ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে ৮টি বোয়িং ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, ২টি বোয়িং ৭৭৭-৯ এবং ৪টি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স উড়োজাহাজসহ মোট ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করে বিমান। সেই চুক্তি স্বাক্ষরের তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এয়ারবাস এই সংশোধিত প্রস্তাব দিল।

বিমানের ভবিষ্যৎ বহরে স্থান পেতে এয়ারবাস ও বোয়িংয়ের মধ্যে কয়েক বছর ধরে প্রতিযোগিতা চলছে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ উভয় তরফ থেকেই উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক আগ্রহ দেখানো হচ্ছে।

মিশ্র বহর নিয়ে বিতর্ক

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সাবেক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এম মফিদুর রহমান জানান, তিনি বোয়িং ও এয়ারবাস উভয় ব্র্যান্ডের উড়োজাহাজের সমন্বয়ে গঠিত 'মিশ্র বহর' (মিক্সড ফ্লিট)-এর সমর্থক।

মফিদুর রহমানের মতে, একটি মাত্র নির্মাতার ওপর একক নির্ভরতা এয়ারলাইনের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে; কারণ সেই কোম্পানির উড়োজাহাজে কোনো প্রযুক্তিগত বা নিয়ন্ত্রণমূলক সমস্যা দেখা দিলে এয়ারলাইনের সামগ্রিক পরিচালন কার্যক্রম ঝুঁকিতে পড়ে।

তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দুই প্রস্তুতকারকের উড়োজাহাজ একসঙ্গে পরিচালনা করলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রযুক্তিগত জটিলতা বাড়বে।

তিনি বলেন, "মিশ্র বহর পরিচালনায় নিশ্চিতভাবেই অতিরিক্ত খরচ জড়িত। তবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এর থেকে কৌশলগত সুবিধা পাওয়া সম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিমানকে একটি সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যিক ও পরিচালন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যাতে এই বিনিয়োগ থেকে কী সুবিধা পাওয়া যাবে-তা সরকার এবং দেশের জনগণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, বিমানের রাজস্ব ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়ানোর বড় সুযোগ রয়েছে, তবে সেই লক্ষ্য অর্জনে পেশাদার ব্যবস্থাপনা, নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রয়োজন।

ইউরোপের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা

খাতসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী বহর সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে নিজেদের প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার কৌশলগত অংশ হিসেবে এয়ারবাস তাদের মূল প্রস্তাবটি পুনর্বিন্যাস ও ছোট করেছে।

কোম্পানিটি আগে ১০টি এ৩৫০ ওয়াইড-বডি এবং ৪টি এ৩২০নিও ন্যারো-বডি উড়োজাহাজসহ মোট ১৪টি উড়োজাহাজ সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ক্রয় কৌশলের অংশ হিসেবে এয়ারবাসের উড়োজাহাজ বিবেচনা করার জন্য ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির কূটনীতিকরা বাংলাদেশকে বারবার তাগিদও দিয়ে আসছিলেন।

২০২৩ সালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর বাংলাদেশ সফর এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য যৌথ ঘোষণায় ফ্রেইটারসহ ১০টি এয়ারবাস এ৩৫০ উড়োজাহাজ সংগ্রহের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করার পর এয়ারবাসের প্রচারণা গতি পায়।

গত বছরের ৪ নভেম্বর ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনাররা বিমানের বোয়িং-নির্ভর বহরে বৈচিত্র্য আনার জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানান। তাঁদের যুক্তি ছিল, আরও ভারসাম্যপূর্ণ বহর বিমানের পরিচালন সক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য বাড়াবে।

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারে ২৩ বছরের ইতিহাস ভাঙল

১১ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি সামাল দিতেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই-এর প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যায়, চলতি ২০২৬ অর্থবছরে অক্টোবর থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৬ হাজারের বেশি মানুষকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। পরিসংখ্যান হিসাব করলে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ১,২৫৫ জন মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, জুলাই মাসে আইসিই এবং বর্ডার প্যাট্রোলের যৌথ অভিযানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,৫৯৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যা জুনে ছিল প্রতিদিন গড়ে ১,৪৩৭ জন।

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক মুখপাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন, দেশের ভেতরে অবৈধভাবে বসবাসরত অপরাধী ও বিপজ্জনক ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও ফেরত পাঠানোর এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে ৩০ লাখের বেশি অবৈধভাবে অবস্থানকারী মানুষ যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে গেছেন উল্লেখ করে তিনি সতর্ক করে বলেন, অবৈধভাবে থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে আটক ও ফেরত পাঠাতে প্রশাসন অঙ্গীকারবদ্ধ।

তবে অভিবাসন সংস্থার এই ব্যাপক অভিযানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ও অসন্তোষও দেখা দিয়েছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে মেইন এবং টেক্সাসের হিউস্টনে অভিবাসন কর্মকর্তাদের গুলিবর্ষণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভে নামেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাময়িকভাবে গাড়ি তল্লাশি ও থামানো বন্ধের চিন্তা করা হলেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ট্রাম্প স্পষ্ট জানান, এই ধরনের অভিযান বন্ধ করলে অপরাধী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা সুবিধা পাবে, তাই গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি অব্যাহত থাকবে।

পরবর্তীতে বিতর্ক এড়াতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অভিযানে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য শরীরে ক্যামেরা পরা বাধ্যতামূলক করার কথা জানানো হয়। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টম হোমান বলেন, বডি ক্যামেরা ব্যবহার করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা প্রমাণ করা সহজ হয় এবং অভিযানের সঠিক চিত্র মার্কিন জনগণের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলার পর ২০০৩ সালের মার্চে গঠিত হয় এই অভিবাসন ও শুল্ক এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই। ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং বড় আকারের ফেরত পাঠানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রশাসনের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এখন সেটিই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799 347-621-6640

বিশ্বকাপের দুই ম্যাচে বেটিং

৮ পৃষ্ঠার পর

জিতবে না'-এমন ফলাফলের পক্ষে প্রায় ৪৮ লাখ মার্কিন ডলারের লেনদেন হয়েছিল। এই অস্বাভাবিক বেটিং কার্যক্রমও পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া মেক্সিকোর বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী ম্যাচে ৮৪তম মিনিটে থেম্বা জোয়ানের লাল কার্ড এবং গ্রুপ পর্বে কেপ ভার্দের বিপক্ষে স্পেনের গোলশূন্য ড্রকেও সন্দেহজনক বেটিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আরেকটি আলোচিত ঘটনা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগুনকে ঘিরে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে ম্যাচে লাল কার্ড দেখার পরই পলিমার্কেটে 'বালোগুন কি বেলজিয়ামের বিপক্ষে খেলবেন?' শিরোনামে একটি পূর্বাভাসভিত্তিক বেটিং মার্কেট চালু হয়। পরে ফিফা তার নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করলে তিনি পরবর্তী ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পান। ঘটনাটিও পর্যবেক্ষকদের নজরে আসে। ম্যাচ ফিক্সিং প্রতিরোধে ইউরোপ কাউন্সিলের ম্যাকোলিন কনভেনশনের আওতায় কাজ করা কোপেনহেগেন গ্রুপ এ বিষয়ে ফিফার কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চেয়েছে। তবে এ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত ফিফা কিংবা পলিমার্কেট কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। কোপেনহেগেন গ্রুপ জানিয়েছে, 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি করা মানেই কোনো ম্যাচে কারসাজি হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো নয়। বরং একাধিক অস্বাভাবিক বেটিং আচরণ, বাজারের অস্বাভাবিক ওঠানামা কিংবা সন্দেহজনক সূচক একসঙ্গে দেখা গেলে সতর্কতামূলক এই সংকেত দেয়া হয়। এরপর প্রয়োজন হলে আরও বিস্তারিত তদন্ত পরিচালনা করা হয়। বেটিং বিশ্লেষক ক্রিশ্চিয়ান কালব দ্য অ্যাথলেটিককে বলেন, বিশ্বকাপে বাজির পরিমাণ এতটাই বিশাল যে কেবল অস্বাভাবিক লেনদেনের ভিত্তিতে ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ নিশ্চিত করা যায় না। তার মতে, অনেক সময় প্রচলিত বেটিং প্রতিষ্ঠান নিজেদের ঝুঁকি কমাতে বিকল্প পূর্বাভাসভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। সেই কারণেও কিছু ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বেটিংয়ের চিত্র দেখা যেতে পারে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুরো টুর্নামেন্টে ১৫টি ম্যাচ বিশেষ পর্যবেক্ষণে রেখে ১২টি বিতর্কিত ঘটনা বিশ্লেষণ করেছে কোপেনহেগেন গ্রুপ। সংস্থাটির হিসাব বলছে, ২০২৬ বিশ্বকাপকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী মোট বেটিংয়ের পরিমাণ প্রায় ২৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়, যা ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের এই বিশ্লেষণ নতুন করে প্রশ্ন তুললেও এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচে কারসাজি হয়েছে এমন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা প্রমাণ প্রকাশ হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ফিফার ব্যাখ্যা এবং সম্ভাব্য পরবর্তী তদন্তের দিকেই এখন নজর ক্রীড়াঙ্গনের।

ফিফার বিশ্বকাপের সেরা

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রায় আটকে দিচ্ছিলেন। এদিকে দলে জায়গা পাননি স্পেনের পাও কুবার্সি। ১৯ বছরের তরুণ রক্ষণে নজর কাড়েন। টুর্নামেন্টের সেরা উঠতি প্লেয়ার হন। কিন্তু তাঁকে পেছনে ফেলে সেন্টার ব্যাক হিসেবে দলে জায়গা করে নেন ফ্রান্সের ডায়োট উপামেকানো এবং আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। ফিফার সেরা একাদশে স্পেন এবং ফ্রান্সের তিনজন ফুটবলার রয়েছে। রানার্স আপ আর্জেন্টিনা দল থেকে দু'জন সুযোগ পায়।

এবারের বিশ্বকাপের সেরা আবিষ্কারই ভোজিনহা। ভয়ডরহীন ব্র্যান্ড অফ ফুটবলে ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করে নেয় কেপ ভার্দে। গোটা বিশ্বকাপে অপরাজিত থাকে মাত্র পাঁচ লক্ষের একটি দেশ। রাউন্ড অফ ৩২ তে আর্জেন্টিনার কাছে অতিরিক্ত সময়ে হারে। এমনকী লিওনেল মেসিও তাঁর প্রশংসা করেন। বর্তমানে ভোজিনহা পরিচিত নাম। ফিফার সেরা দলের রক্ষণে সুযোগ পান স্পেনের দুই বিশ্বকাপেজয়ী ফুটবলার, মার্ক কুকুরেয়া এবং পেডরো পোরো। মাঝমাঠে গোল্ডেন বল জয়ী রডরি অনায়াসেই দলে জায়গা করে নেয়। স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা নেন তিনি। বিশ্বকাপে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের জন্য ইংল্যান্ডের জুড বেলিংহ্যাম এবং ফ্রান্সের মাইকেল অলিসেও সুযোগ পান। সবচেয়ে বড় চমক স্ট্রাইকিং লাইন আপে। সুযোগ পাননি ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন। তাঁর বদলে ফিফার সেরা একাদশে জায়গা পান আর্লিং হালান্ড। ফরোয়ার্ড লাইনে বাকি দু'জন স্বাভাবিক পছন্দ, কিলিয়ান এমবাপে এবং লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপ জিতলেও, ফিফার দলে জায়গা পাননি লামিনে ইয়ামাল। চোট থেকে ফিরে বিশ্বকাপে অংশ নেন ১৯ বছরের তরুণ ফুটবলার। সেইভাবে গোল না পেলেও, আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁর পায়ে বল পড়লেই চাপে পড়ে যায় বিপক্ষের রক্ষণ। কিন্তু ফিফার সেরা একাদশে ইয়ামালের স্থান হয়নি।

ফিফার বিশ্বকাপ দল:

ভোজিনহা (কেপ ভার্দে), মার্ক কুকুরেয়া (স্পেন), লিসান্দ্রো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা), ডায়ট উপামেকানো (ফ্রান্স), পেড্রো পোরো (স্পেন), রডরি (স্পেন), জুড বেলিংহ্যাম (ইংল্যান্ড), মাইকেল অলিসে (ফ্রান্স), কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স), আর্লিং হালান্ড (নরওয়ে), লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)।

টানা দুইবার গোল্ডেন বুট

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রথম খেলোয়াড়, যিনি টানা দুইবার এই পুরস্কার জেতার রেকর্ড গড়লেন।

এছাড়া ১৯৭০ সালে পশ্চিম জার্মানির খেলোয়াড় গার্ড মুলারের পর এমবাপ্পেই প্রথম ফুটবলার, যিনি বিশ্বকাপের এক আসরে দুই অঙ্কের গোল ছুঁতে পেরেছেন।

এই আসরে ১০ গোল করার মাধ্যমে বিশ্বকাপে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনটিও এখন এমবাপ্পের দখলে। মোট ২২টি গোল করে তিনি পেছনে ফেলেছেন লিওনেল মেসিকে (২১ গোল)। এছাড়া টুর্নামেন্টের তৃতীয় সেরা হয়ে 'ব্রোঞ্জ বল' অর্জন করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

তবে ব্যক্তিগত এই সাফল্যও পুরোপুরি তৃপ্তি দিতে পারছে না এমবাপ্পেকে। ম্যাচ শেষে আফসোস প্রকাশ করে এমবাপ্পে জানান, এত গোল করে রেকর্ড গড়ার চেয়ে দলকে ফাইনালে নিতে পারলেই তিনি বেশি খুশি হতেন। অবসর নেওয়ার পর হয়তো এসব হিসাব বড় মনে হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে ট্রফি না পাওয়ার কষ্টই তার কাছে বড়।

এদিকে, সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার 'গোল্ডেন বল' জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন দল স্পেনের অধিনায়ক রদ্রি। ম্যানচেস্টার সিটির স্প্যানিশ তারকা রদ্রি ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে এ পুরস্কার অর্জন করেছেন। ২০২৩ সালে ব্যালন ডি'অর এবং ২০২৪ সালে ইউরো সেরা খেলোয়াড় হওয়ার পর এটি তার ক্যারিয়ারের তৃতীয় বড় ব্যক্তিগত সাফল্য।

অন্যদিকে, আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি এবারের বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে ৮টি গোল করে টুর্নামেন্ট শেষ করেন। ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয় আর্জেন্টিনা। এবারে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেরা খেলোয়াড় হয়ে 'সিলভার বল' পেয়েছেন মেসি।

ফাইনালের মঞ্চে মেসি-

৯ পৃষ্ঠার পর

দু'দলের কোনও ফুটবলার বা মঞ্চে উপস্থিত থাকা কেউ বলেননি। ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে কথা বুঝতে পারেন এমন একজন পেশাদার বিশেষজ্ঞের দাবি, সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সাতটি শব্দ ব্যবহার করেন ট্রাম্প। পদক দেওয়ার আগে দু'দলের প্রত্যেক ফুটবলারকে বার বার একটি কথাই বলেন তিনি।

পেশাদার 'লিপ রিডার' বিশেষজ্ঞ নিকোলা হিকলিং বলেছেন, "ট্রাম্প সকলকে একটি কথাই বলেছেন পুরস্কার দেওয়ার আগে। নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছু উচ্চারণ করেননি। অত্যন্ত পরিচিত কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সকলকে বলেছেন, 'তুমি একজন চ্যাম্পিয়ন, অসাধারণ খেলোয়াড়।' এক জনের সঙ্গেও ট্রাম্প বাড়তি কোনও কথা বলেননি।"

লিওনেল মেসিকেই সেরা

৭ পৃষ্ঠার পর

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সংস্থাটির কারিগরি প্যানেল।

নিজেদের সিদ্ধান্ত সমর্থনের পেছনে মেসিকে দেওয়া রেটিংয়ের খতিয়ান তুলে ধরেছে আইএফএফএইচএস। পুরো আসরে খেলা আটটি ম্যাচে আটটি গোল করার পাশাপাশি চারটি গোলে অ্যাসিস্ট ছিল মেসির। টুর্নামেন্টজুড়ে তার গড় ম্যাচ রেটিং ছিল ৮.৩৩।

পরিসংখ্যান সংস্থার মূল্যায়নে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে নকআউট পর্বের পারফরম্যান্স। বিদায়ের শঙ্কায় থ াকা ম্যাচগুলোতে দলকে খানের কিনারা থেকে টেনে তোলার ক্ষমতাই একজন খেলোয়াড়ের প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। নকআউট পর্বে আর্জেন্টিনার অগ্রগতিতে মেসির অবদান ছিল অবিসংবাদিত।

শেষ মুহূর্তের গোলে

৭ পৃষ্ঠার পর

অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডও গড়ে স্কালোনির শিষ্যরা। ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই নিকো উইলিয়ামসের একটি গোল ভিএআর-এর সাহায্যে বাতিল হয়ে যায় ফাউলের কারণে। তবে স্পেন তাদের আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখে। অবশেষে অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের মাত্র ২৭ সেকেন্ডের মাথায় আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। পেদ্রো পোরোর ক্রস থেকে উইলিয়ামসের সহায়তায় দারুণ এক ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়ান বদলি হিসেবে নামা ফেরান তোরেস।

আমাদের লক্ষ্য

- বিনামূল্যে কম্পিউটার কোর্স
- বিনামূল্যে ইংলিশ কোর্স
- মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ওয়ার্কশপ
- সামাজিক উন্নয়ন ও সংহতি
- মানবাধিকার ও সেবামূলক কার্যক্রম

আমি উপরোক্ত কর্মসূচিগুলো বিনামূল্যে করানোর জন্য প্রথমে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাই আব্দুর রহিম হাওলাদারকে। কিন্তু তিনি তখন সাবেক অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন বিধায় তিনি ওই প্রোগ্রামগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেননি।পরবর্তীতে সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকীকে অনুরোধ জানাই এবং বর্তমান পরিষদের নির্বাচনী আজেন্ডাতেও এই কর্মসূচিগুলো পালন করার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কোনো পরিষদই এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেনি।

- আপনারা যারা সোসাইটিতে নির্বাচিত হয়ে জনগণের জন্য কিছু করতে চান, তাদের জন্য আমরা সমাজের সচেতন মানুষদের নিয়ে একটি নির্বাচনী আলোচনা/নির্বাচনী ডিবেট প্যানেল করতে চাই।
- আপনারা আসুন, ভোটারদের সামনে আপনাদের বক্তব্য তুলে ধরুন।
- সম্মানিত ভোটাররা, অবশ্যই আপনারা মতামত দিতে ভুল করবেন না। আপনাদের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক পরিবর্তন হতে পারে।
- চলুন সবাই মিলে একটি শক্তিশালী বাংলাদেশি কমিউনিটি গঠন করি এবং দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করি।
- অর্গানাইজার হতে পারে এফবিডব্লিউ, হতে পারে অন্য যে কোনো অর্গানাইজেশন। তবে এ ধরণের পোগ্রাম হওয়া দরকার তাহলে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে।

নিউইয়র্কের প্রত্যেক **Borough** তে ডাবল এ সাইজ ব্যানারে এই সমস্ত কর্মসূচি গুলি লিপিবদ্ধ হিসেবে টাঙানো থাকবে যাতে যে কোন মানুষ সহজে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সোসাইটির সাথে কন্টাক্ট করতে পারে

*নির্বাচনের মাধ্যমে যে প্যানেলই বিজয়ী হোক না কেন, যদি আপনারা এই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তবে **ফাউন্ডেশন ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড**–এর পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদান করা হবে।*

Eng. Abdus Sobhan

Smart Tech IT Solutions
IT Training Center
Director

Foundation for Better World
Computer and English
Training Center
President

SHANAI Restaurant & Party Hall
Director

World Human Rights Developments
Former General Secretary
Involved with many other organizations
as a Community Activist.

International Farakka Committee
Organizing Secretary

fbwusa.org

লামিনে ইয়ামালের ছোট ভাই কেইন

৯ পৃষ্ঠার পর

ম্যাচ নির্বাচিত হওয়ার পর মিক্সড জোনে সংবাদমাধ্যমের সামনে সে কথাই তুলে ধরেন ইয়ামাল।

১৮ বছর বয়সি এই ফুটবলার বলেন, 'ছোট ভাইকে এত খুশি হতে দেখলে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। তাছাড়া আমার মা এবং বন্ধুরা সবসময় যে জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন, তাদেরকে সেই জীবনযাপন করতে দেখতেও ভালো লাগে।

'আমার ছোট ভাই-ই আমার সব। ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি; মনে হয় ও যেন আমার নিজের সন্তান।'

একজন ফুটবলার হিসেবে ইয়ামালের আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ তার পারিবারিক বন্ধন। যখনই তাকে খেলার চাপ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, জানতে চাওয়া হয় স্কুলপড়ুয়া কিশোর থেকে বিশ্বতারকা হয়ে ওঠার এই রকেট-গতির উত্থানের সাথে তিনি মানিয়ে নেন কীভাবে, ইয়ামাল বারবার তার শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে যান। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে যখন বার্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তি সই করেন, তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যেন তার পুরো পরিবার তার পাশে থাকে।

গত সপ্তাহে স্প্যানিশ রেডিও স্টেশন কাদেনা সার-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল বলেন, 'দেখুন, মায়ের বয়স যখন মাত্র ১৬, তখন আমার জন্ম হয়। বাবাকেও বেঁচে থাকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হতো। কখনো কখনো আমাদের জন্য খাবার জোটাতে রাস্তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্রও কুড়াতে হয়েছে তাকে। আমার কাছে জীবনের আসল চাপ সেটাই। আমি এখন যেটা অনুভব করি, সেটা কোনো চাপই নয়।'

ইয়ামালের ঘনিষ্ঠরা জানান, পেশাদার ফুটবলে পা রাখার পর থেকেই এই ফুটবলারের অন্যতম অগ্রাধিকার ছিল পরিবারের সবটুকু চাহিদা পূরণ করা। এ থেকেই হয়তো বোঝা যায়, ছোট ভাই কেন সবসময় তার জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে।

বার্সেলোনার প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই গ্যালারিতে দেখা যায় কেইনকে। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া অনেক অ্যাওয়ে ম্যাচেও সে থাকে। সেপ্টেম্বরে ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইয়ামাল যখন প্যারিসে গেলেন, কেইনও তার সঙ্গী হয়েছিল। রেড কার্পেটে একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফুটবল নিয়ে তার মেতে থাকা এবং ইয়ামালের সাথে ক্যামেরার সামনে পোজ দেওয়া নজর কেড়েছিল সবার।

যারা বার্সেলোনায় ইয়ামালের পথচলা অনুসরণ করেন, কিংবা নিয়মিত স্প্যানিশ ফুটবলের খোঁজখবর রাখেন, তাদের কাছে স্পটলাইটের এই আলো কেইনের ওপর পড়তে দেখাটা নতুন কিছু নয়। স্পেনের হয়ে ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর সম্ভবত প্রথমবারের মতো জনপ্রিয়তার স্বাদ পেয়েছিল সে। সেবার পরিবারের সঙ্গে মাঠে নেমে দলের শিরোপা উদযাপনে যোগ দিয়েছিল কেইন। খুনসুটিতে মেতে উঠেছিল একাধিক ফুটবলারের সঙ্গে।

বড় ভাই ইয়ামালের তারকাখ্যাতি আকাশছোঁয়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেইনও হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশন। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে টিকটক নাচের ভিডিও কিংবা বাগানে ফুটবল নিয়ে মেতে থাকার ক্লিপস আপলোড করেছেন ইয়ামাল।

গত মৌসুমে ক্যাম্প ন্যু-র মাঠে বার্সেলোনার লা লিগ শিরোপা উদযাপনের সময় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল কেইন। জন্মদিনের পার্টিতে তার নাচ কিংবা আদুরে গলায় বার্সার প্রিয় খেলোয়াড়দের নাম বলা-সবকিছু ঘিরেই আলাদা এক ভক্তশ্রেণি তৈরি হয়েছে। আর এসব ভিডিও ধারণ ও প্রকাশ করেছেন তার বড় ভাই।

ডিসেম্বরে যখন নিজের (বর্তমানে সাবেক) ফ্ল্যাটের একটি ট্যুর ভিডিও দিয়ে ইউটিউব চ্যানেল চালু করেন ইয়ামাল, সেখানেও দেখিয়েছেন ছোট ভাইয়ের ছবি। জানিয়েছেন, কীভাবে কেইন সবসময় ইয়ামালের একটি ছোট মূর্তি নিয়ে খেলতে চায়। এটি মূলত একটি 'কাগানের'-কাতালান বড়দিনের ঐতিহ্যবাহী ও কাল্ট বস্তু।

বাড়িতে বসে কেইনের বার্সেলোনার অ্যান্থেম গাওয়া এবং ভাইয়ের নামে উল্লাস করার ভিডিও তো আছেই। বার্সা ও অ্যাথলেটিক ক্লাবের মধ্যকার এক লা লিগা ম্যাচের পর তাকে বার্সার বিশাল মাসকট 'ক্যাট'-এর সঙ্গে দুষ্টুমি করতে এবং স্পেন দলে ইয়ামালের সবচেয়ে কাছের বন্ধু নিকো উইলিয়ামসের সঙ্গে খেলতেও দেখা গেছে।

বার্সেলোনায় সব সময় স্পটলাইটের আলো থাকে ঠিকই। তবে একটা বিশ্বকাপ যে মাত্রার উন্মাদনা নিয়ে আসে, তার কাছে ওসব কিছুই নয়।

অস্ট্রিয়া ম্যাচে কেইনের উদযাপনের ফুটেজ এরপর অসংখ্যবার শেয়ার করা হয়েছে। স্পেনে এটি পরিণত হয়েছে সবচেয়ে বেশি মন্তব্য পাওয়া মিমগুলোর একটিতে। এমনকি জাতীয় দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রাও মেতেছেন এতে।

তাকে ঘিরে উন্মাদনা এতটাই যে সম্প্রচারকারী চ্যানেল ড্যাজন-এর ওই ক্লিপের নিচে এক্স-এ এক ব্যবহারকারী রীতিমতো অভিযোগই করে বসলেন! তার বিরক্তি, 'সামনের স্বর্ণকেশী মহিলা' ক্যামেরার ভিউ ঢেকে দিচ্ছেন।

সেই মন্তব্যের জবাব দিতে হাজির হলেন খোদ স্প্যানিশ স্ট্রাইকার বোরহা ইগলেসিয়াস। তিনি বুঝিয়ে বললেন, ওই 'স্বর্ণকেশী মহিলা' এইমাত্র 'আপনাদের জোড়া গোল উপহার দিয়েছেন।' কারণ তিনি ছিলেন ওয়ারজাবালের মা। বিশ্বকাপে স্পেন দলের সব খেলোয়াড়ের পরিবারের সদস্যরা একই গ্যালারি থেকে ম্যাচ দেখেন।

মায়ের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলেও (যার ফলোয়ার সংখ্যা ৭ লাখেরও বেশি) কেইনের নিয়মিত উপস্থিতি। স্পনসর করা বিভিন্ন কনটেন্টেও দেখা যায় তাকে। যেমন সম্প্রতি আপলোড করা এক ভিডিওতে বার্সেলোনার উপকূলের ছোট্ট শহর প্রেমিয়া দে মার-এর একটি সুশি রেস্তোরাঁ তুলে ধরা হয়েছে।

কেইনকে নিয়ে মা এবানার বেশিরভাগ পোস্টই মূলত পারিবারিক আনন্দঘন মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি। তবে ইয়ামাল-শিবিরের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ড এখনই কেইনের সঙ্গে সম্ভাব্য কোলাবোরেশনের জন্য যোগাযোগ শুরু করেছে। শুক্রবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন। শিগগিরই যে কেইনকে আবারও ক্যামেরায় দেখা যাবে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়-সম্ভবত উল্লাসে মাতোয়ারা অবস্থায়।

আর্জেন্টিনাকে লেখা ফিফার চিঠি

৭ পৃষ্ঠার পর

বাঁশির পর দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ফিফা তদন্তও শুরু করে। এমন একটি হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পরও ইনফান্তিনো তাপিয়াকে পাঠানো চিঠিতে আর্জেন্টিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে আর্জেন্টিনায় চিঠিটি ফাঁস হয় এবং ডেইলি মেইল এর সত্যতা নিশ্চিত করে।

চিঠিতে ইনফান্তিনো বলেছেন, প্রিয় সভাপতি, ১৯ জুলাই স্পেনের বিপক্ষে বিশ্বকাপের রোমাঞ্চকর ফাইনাল শেষে আর্জেন্টিনা রৌপ্য পদক অর্জন করেছে। আর্জেন্টাইন ফুটবলের এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য আমি আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপ এক অবিস্মরণীয় উৎসব হিসেবে স্মৃতি হয়ে থাকবে।

'দারুণ সব ম্যাচ, নতুন প্রতিভার উত্থান, তারকা খেলোয়াড়দের উপস্থিতি এবং দর্শকে পূর্ণ স্টেডিয়ামগুলোর অসাধারণ পরিবেশ এই আসরকে বিশেষ করে তুলেছে। আলবিসেলেস্তেদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সও এই বিশ্বকাপকে ব্যতিক্রমী এক আসরে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীকে মুগ্ধ করেছে।'

তিনি বলেন, অনুগ্রহ করে খেলোয়াড়দের, কোচ লিওনেল স্কালোনিকে, কোচিং ও চিকিৎসা দলের সদস্যদের এবং পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে দলকে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে যাওয়া অসংখ্য সমর্থকের কাছে আমার আন্তরিক অভিনন্দন পৌঁছে দেবেন। এ ধরনের সাফল্য সবসময়ই নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, পেশাদারিত্ব, সূক্ষ্ম বিষয়ে মনোযোগ, পাশাপাশি আবেগ, অঙ্গীকার এবং এই সুন্দর খেলাটির প্রতি ভালোবাসার ফল। এসবই আর্জেন্টাইন ফুটবলের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় এবং নিঃসন্দেহে আরও বড় সাফল্যের পথ তৈরি করবে।

তিনি আরও লেখেন, প্রিয় সভাপতি, আগামী প্রতিযোগিতাগুলোর জন্য আপনাকে শুভকামনা জানাই। খুব শিগগিরই আবার দেখা হবে বলে আশা করি। আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ, জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।'

ইনফান্তিনোর এই বার্তা প্রকাশ্যে আসার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ পুরো বিশ্বকাপজুড়েই আর্জেন্টিনাকে ঘিরে নানা বিতর্ক ছিল। এছাড়া পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে আর্জেন্টিনা ও লিওনেল মেসিকে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। যদিও ফিফার রেফারিং প্রধান পিয়েরলুইজি কলিনা এসব অভিযোগ দৃঢ়ভাবে নাকচ করেছিলেন।

ফলে, এমন প্রেক্ষাপটে ইনফান্তিনোর প্রশংসাসূচক চিঠি প্রকাশ্যে আসায় সমালোচকরা মনে করছেন, এটি ফিফার নিরপেক্ষতা নিয়ে চলমান প্রশ্নকে আরও উসকে দিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ফিফা বা ইনফান্তিনো এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষ

৬ পৃষ্ঠার পর

পারেনি, ভোটের হিসাবে তার কোনো পার্থক্য নেই। ব্রাজিলের একটি ভোট, বাংলাদেশেরও একটি। আর্জেন্টিনার একটি, ভুটানেরও একটি। এই 'এক দেশ, এক ভোট' নীতিই ফিফা নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

প্রথম দফায় একজন প্রার্থীর দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন; তা না হলে পরবর্তী দফায় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট। প্রেসিডেন্টের মেয়াদ চার বছর এবং সর্বোচ্চ তিন মেয়াদ দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে সেপ ব্লাটারের অসমাপ্ত মেয়াদের মাঝপথে দায়িত্ব নেওয়ায় ইনফান্তিনোর সেই সময়টি পূর্ণ মেয়াদ হিসেবে গণনা হয়নি। ফলে তিনি ২০২৭ সালের নির্বাচনে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। গত এপ্রিলে ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত ফিফা কংগ্রেসে তিনি পুনর্নির্বাচনে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। ২০২৭ সালের ১৮ মার্চ মরক্কোয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। জয়ী হলে তিনি ২০৩১ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে থ াকতে পারবেন।

নির্বাচনব্যবস্থাটি সরল ও গণতান্ত্রিক মনে হলেও বাস্তবে এর ভেতরে রয়েছে জটিল ফুটবল-কূটনীতি। ইউরোপ কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার বড় দেশগুলোর সমর্থন পেলেই জয় নিশ্চিত হয় না। প্রার্থীকে আফ্রিকা, এশিয়া, ওশেনিয়া, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের ছোট ছোট অ্যাসোসিয়েশনের আস্থাও অর্জন করতে হয়।

অনেক ছোট দেশের ফুটবল অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা, নারী ফুটবল, বয়সভিত্তিক দল এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে ফিফার অনুদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে ফিফার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু মর্যাদা বা কূটনীতির বিষয় নয়; এর সঙ্গে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনও জড়িয়ে থাকে।

ইনফান্তিনো এই সমীকরণটি ভালোভাবেই বুঝেছেন। তাঁর সময়ে 'ফিফা ফরোয়ার্ড' কর্মসূচির আওতায় সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর জন্য উন্নয়ন তহবিল ও প্রকল্পের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ফুটবলকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বজনীন করতে হলে শুধু ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। যেসব দেশে ভালো মাঠ নেই, প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে কিংবা খেলোয়াড় তৈরির পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তাদেরও সামনে এগিয়ে আসার পথ তৈরি করতে হবে।

তাঁর এই দর্শনের সবচেয়ে বড় প্রকাশ দেখা গেছে ২০২৬ বিশ্বকাপে। প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৩২ থেকে বেড়ে ৪৮ হয় এবং ম্যাচের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৪। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোজুড়ে অনুষ্ঠিত এই আসর বিশ্বকাপের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। বাছাইপর্বের কঠিন পথ পেরিয়ে আরও বেশি দেশ প্রথমবার কিংবা দীর্ঘ বিরতির পর বিশ্বমঞ্চে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে।

ফিফার ভাষায়, এই সম্প্রসারণ ফুটবলকে আরও বেশি দেশ ও মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের আর্থিক চক্রে ফিফা প্রায় ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব পাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। এই অর্থের উৎসের মধ্যে রয়েছে সম্প্রচারস্বত্ব, স্পনসরশিপ, টিকিট, আতিথেয়তা ও লাইসেন্সিং। ইনফান্তিনোর দাবি, আয়ের বড় অংশ আবার সদস্য দেশগুলোর ফুটবল উন্নয়নে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

তাঁর সময়ে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভিএআর, অফসাইড প্রযুক্তি এবং বলের ভেতরে সেন্সর ব্যবহারের মতো প্রযুক্তি বিশ্ব ফুটবলের পরিচিত অংশ হয়ে উঠেছে। সম্প্রসারিত ক্লাব বিশ্বকাপ, নারী ফুটবলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দলবদলব্যবস্থায় সংস্কার এবং নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা তৈরিও তাঁর প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

ইনফান্তিনোর সময়টি শুধু প্রশাসনিক সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কাতার বিশ্বকাপের আগে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়। তাঁর মূল যুক্তি ছিল, ইউরোপীয় দেশগুলো শত শত বছর ধরে বিশ্বজুড়ে যা করেছে, সেই ইতিহাসের কারণে কাতারকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার আগে তাদেরই ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি কাতারে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলেও দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ, পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফুটবলের সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়।

মাঠে ইতিহাস লেখেন খেলোয়াড়েরা। কিন্তু সেই ইতিহাস কোন দেশে, কোন কাঠামোয় এবং কত বড় মঞ্চে লেখা হবে, তা নির্ধারণে ইনফান্তিনোর প্রভাব অপরিসীম। বিজয়ী অধিনায়কের হাতে তিনি যখন বিশ্বকাপের ট্রফি তুলে দেন, সেই দৃশ্যে মাঠের সাফল্যের পাশাপাশি নেপথ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতাও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

ইনফান্তিনো এমন একজন প্রশাসক, যিনি বিশ্বকাপের দরজা আরও বেশি দেশের জন্য খুলেছেন, ফিফাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করেছেন এবং খেলাটিকে নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রশাসনের মানচিত্রে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। তাই তাঁকে কেবল ফিফার প্রেসিডেন্ট বললে পরিচয়টি সম্পূর্ণ হয় না।

আর্জেন্টিনাকে 'ম্যাচ ছাড়তে' বাধ্য

৬ পৃষ্ঠার পর

'আমাদের সঙ্গে ডাকাতি করা হয়েছে। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলকে বাধ্য করা হয়েছিল। ফুটবলের আসল গোপন সত্য কেউ কখনও বলবে না। মেসিও বলবে না, চিকি তাপিয়াও (আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট) বলবে না। জানেন কেন? কারণ ওদের ওপর চাপ ছিল। আর্জেন্টিনাকে বাধ্য করা হয়েছিল। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। আর এটা তাপিয়া, স্কালোনি বা খেলোয়াড়দের কারণে নয়। এটা ঘটেছে কারণ আমরা 'ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আর্জেন্টিনার' লেখা একটি ব্যানার প্রদর্শন করেছিলাম। সেই কারণেই এটা ঘটেছে। খেলোয়াড়দের সাহসের দাম দিতে হয়েছে। আমি নিশ্চিত, চিকি তাপিয়া জাতীয় দলকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না, মেসিও ছিলেন না। কিন্তু তাদের সামনে আর কোনও উপায় ছিল না।'

এরপরই দুকার প্রশ্ন, 'আপনারা কি সত্যিই মনে করেন, গ্রেট ব্রিটেন, ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, উয়েফা, ডোনাল্ড ট্রাম্প বা ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ ওই বিদ্রোহী খেলোয়াড়দের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে দিত এবং ফকল্যান্ডের সেই ব্যানারকে বিশ্বের ক্ষমতাধরদের সামনে টিকে থাকতে দিত?'

অভিযোগ উঠছে, ফিফার পরবর্তী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কি আর্জেন্টিনাকে ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন ইনফান্তিনো? তা না হলে গোটা টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি ১৯ গোল করা আর্জেন্টিনা স্পেনের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১২০ মিনিট গোল লক্ষ্য করে একটি শটও নিল না কেন? শুধুই কি স্পেনের আধিপত্য, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য খেলা?

প্রশ্ন উঠছে আর্জেন্টিনার সেরা দুই ডিফেন্ডার - লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরো চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া নিয়ে। মাঠে অন্তত তাঁদের চোট পেতে দেখা যায়নি, তারপরেও কেন উঠে গেলেন তাঁরা? প্রশ্ন তুলছে আর্জেন্তিনা সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশ। পাশাপাশি নক আউট পর্বে প্রায় প্রত্যেক ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে নেমে গোল করে বা করিয়ে যিনি খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই লউতারো মার্তিনেজকে নামালেনই না আর্জেন্তিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। কেন? তা নিয়েও ধোঁয়াশা। সেটা কি তিনি মিশর ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন বলে? কেন পুরো ফিট না থাকা রদ্রিগো দি পলকে শুরু থেকে খেলানো হল? ফাইনালের পর কেন কান্নায় ভেঙে পড়েন স্কালোনি? কেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে অভ্যস্ত আর্জেন্তিনার ফুটবলাররা কোনও কথা না বলে মাঠ ছাড়েন? কেন মেসি, রদ্রিগো দে পলরা দলের সঙ্গে দেশে ফিরলেন না?

প্রশ্ন অনেক। সদুত্তর খুঁজছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

CONGRATULATIONS TO SPAIN!

ON BECOMING THE FIFA WORLD CUP 2026 *Champions!*

Although my favorite team, **Argentina**, fell short in the final, it was still an incredible privilege to witness one of the greatest sporting events in the world live at **MetLife Stadium.**

A special thank you to my younger friend, **Lutfor "Badol,"** Former Chairman of **IFIC Bank**, for arranging the game tickets and making this unforgettable experience possible. Your kindness and generosity are truly appreciated.

পৃথিবী বদলে দিতে পারে বাংলাদেশি

৬২ পৃষ্ঠার পর

পরিষ্কার দেখা যেত। মাঝে মাঝে ফানুস চোখে পড়ত। প্রতিবেশীদেরও দেখা হয়ে যেত।' দূর আকাশের তারা দেখতে দেখতে, আর মায়ের কাছে গ্রহনক্ষত্রের গল্প শুনে নভোচারী হতে চেয়েছিলেন তনিমা। স্বপ্নটা এখনো পূরণ হয়নি। তবে তনিমা অন্তত তাঁর স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে তিনি এখন 'সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল' (অতিমহাকায় কৃষ্ণগহ্বর) নিয়ে গবেষণা করেন। বিগ ব্যাংয়ের পর কীভাবে রহস্যময় কৃষ্ণগহ্বর আকারে ও ভরে মহাকায় হয়ে উঠল, কীভাবে এটা গ্যালাক্সির ওপর প্রভাব ফেলছে-এসব নিয়েই তাঁর কাজ। ২০২০ সালে বিজ্ঞানবিষয়ক মার্কিন সাময়িকী সায়েন্সনিউজ এর 'উল্লেখযোগ্য ১০ বিজ্ঞানী'র তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন তিনি। দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালের ইয়ার ইন রিভিউতে তাঁর কাজ অন্যতম জনপ্রিয় ও সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া গবেষণাপত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকানএর মতে, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানীদের একজন তনিমা।

কদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্টিফিক আমেরিকানএর জুলাই/আগস্ট সংখ্যা। প্রচ্ছদ রচনার শিরোনাম-'দ্য ফিউচার অব সায়েন্স'। ২৮ জন তরুণ বিজ্ঞানী স্থান পেয়েছেন এই আয়োজনে। সাময়িকীটি বলছে, 'ভবিষ্যতে তাঁদের কাজ হয়তো পৃথিবী বদলে দেবে।' এই ২৮ জনের মধ্যেই আছেন তনিমা।

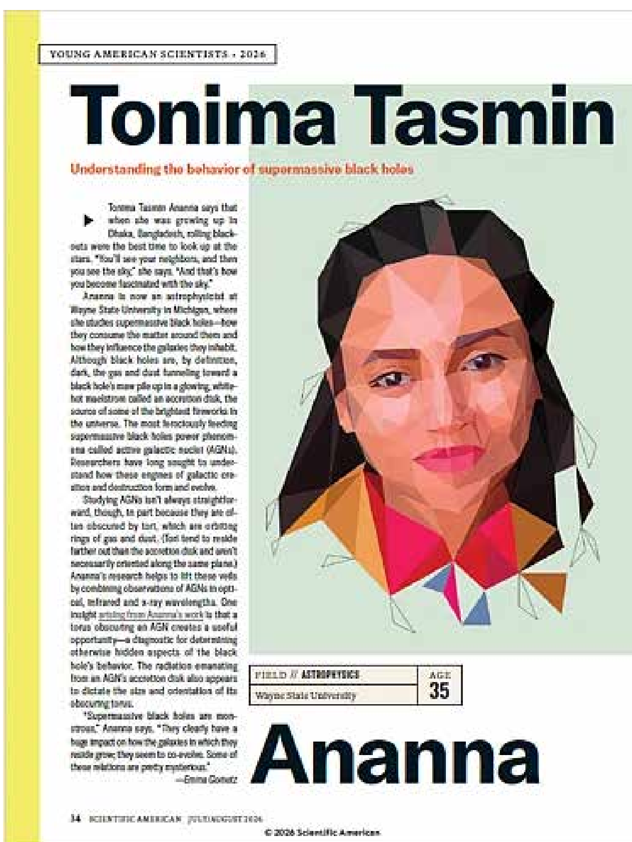
YOUNG AMERICAN SCIENTISTS · 2026

Tonima Tasmin

Understanding the behavior of supermassive black holes

FIELD // ASTROPHYSICS
Wayne State University
AGE 35

Ananna

34 SCIENTIFIC AMERICAN JULY/AUGUST 2026

© 2026 Scientific American

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ, যুক্তরাষ্ট্রের হ্যাভারফোর্ড কলেজ, ইয়েল ইউনিভার্সিটির মতো বিখ্যাত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়েছেন এই বাংলাদেশি বিজ্ঞানী। পিএইচডি করেছেন আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ক্লডিয়া মেগান উরির অধীনে। নাসা (মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা) বা সার্নের (দ্য ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ) মতো বিখ্যাত গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপও করেছেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছে, আটঘাট বেঁধেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় নেমেছেন তনিমা।

ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এখন শিক্ষকতা ও গবেষণা করেন তনিমা। জানতে চেয়েছিলাম, শিক্ষকতা না গবেষণা-কোনটা বেশি ভালো লাগে? তনিমা বললেন, 'দুটোই। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি, সেখানে দুটিকেই ফিফটি-ফিফটি রাখতে হয়। তবে আমার সেই কাজটাই বেশি ভালো লাগে, যেটাতে মানুষের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনের সুযোগ থাকে, হোক সেটা শিক্ষকতা বা গবেষণা।'

দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা সব সময় থাকে, জানালেন সে কথাও। তনিমা প্রথম যে পিএইচডি স্টুডেন্ট নিয়েছেন, তিনি একজন বাংলাদেশি। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াই-স্টেমের (উইমেন ইন সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিকস) মাধ্যমেও তিনি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে।

ঢাকায় একসময় মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়েছেন। প্রচুর বই পড়তেন ছেলেবেলায়। 'নন্টে ফন্টে', 'চাচা চৌধুরী'র কমিকস থেকে শুরু করে প্রথম আলোর 'আলপিন' কিংবা সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, হুমায়ূন আহমেদসহ নানা লেখকের বই, 'হ্যারি পটার', 'লর্ড অব দ্য রিংস'-কিচ্ছু বাদ যেত না। তনিমা বলেন, 'আমার বাসায়, কোনো আত্মীয়ের বাসায়, কোথাও দাওয়াত খেতে গেলে যদি কোনো বই ইন্টারেস্টিং লাগত, পড়ে ফেলতাম। এখনো ঘুমানোর আগে সব সময় কিছু না কিছু পড়ি।'

বইয়ের নেশা তো ছিলই, পাশাপাশি ছবি আঁকা শিখেছেন, গান শিখেছেন। এত সবের চর্চা করতেন বলেই হয়তো খুব ছোটবেলাতেই তাঁর কল্পনার জগতে এঁটে গিয়েছিল আস্ত মহাকাশ।

কিন্তু নভোচারী হওয়ার স্বপ্নটা কি এখনো আছে? প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, 'এখনো আশা ছাড়িনি।'

মামদানীকে গুয়ানতানামোর কারাগারে

৬২ পৃষ্ঠার পর

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস হওয়া যমজ ভবনের ছবি এবং জোহরান মামদানির একটি ইফতার অনুষ্ঠানের ছবি পাশাপাশি প্রকাশ করেছিলেন। সেই পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, "শত্রু এখন আমাদের ভেতরেই রয়েছে।" এই মন্তব্যকে ঘিরেও ব্যাপক সমালোচনা হয় এবং অনেকেই এটিকে মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানি সিনেটর টিউবারভিলের বক্তব্যের জবাবে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও দারিদ্র্য দূর করার পরিবর্তে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে, যা দেশের জন্য ক্ষতিকর।

যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা চাক শুমার রিপাবলিকান সিনেটর টিউবারভিলের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এটি শুধু একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের প্রতিও অপমানজনক। তিনি বলেন, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো কখনোই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন, ধর্ম ও জাতিগত পরিচয় নিয়ে রাজনৈতিক বিভাজন দিন দিন আরও তীব্র হচ্ছে। আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বক্তব্য রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবৈধ

১১ পৃষ্ঠার পর

পর্যন্ত তাদের প্রতিদিন ৯৯৮ ডলার করে জরিমানা গুনতে হবে। ডিএইচএস সতর্ক করে জানিয়েছে, দেশে ফেরত পাঠানোর আগেই অভিবাসীদের এই জরিমানা পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার ও জোরপূর্বক বহিষ্কারের বদলে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগে উৎসাহিত করা। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মতে, প্রথাগত আইনি প্রক্রিয়ায় দেশে ফেরত পাঠানোর চেয়ে এই পদ্ধতিটি কম ব্যয়বহুল। মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি) তাদের ওসিবিপি হোম্ব অ্যাপের মাধ্যমে এই নীতির ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। সিবিপির একটি প্রচারপত্রে অভিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,ওস্বেচ্ছায় দেশে ফেরা নিরাপদ্ব এবং তারা চাইলে নিজেদের পছন্দমতো ফ্লাইটের টিকিট কেটে দেশে ফিরে যেতে পারেন।

ডিএইচএস জানিয়েছে, যেসব অবৈধ অভিবাসীর কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই, তারা স্বেচ্ছায় ফিরে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে উপার্জিত অর্থ সাথে নেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং ভবিষ্যতে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্যতাও তাদের অক্ষুণ্ন থাকবে। এমনকি যারা বিমানের টিকিট কিনতে অক্ষম, তারা সরকারি ভর্তুকিতে ভ্রমণের সুবিধাও পেতে পারেন। তবে যারা স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়তে অস্বীকৃতি জানাবেন, তাদের কোনো রকম পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই গ্রেপ্তার করা হবে বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ডিএইচএসের তথ্যমতে, ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফেরার প্রথম বছরে ৩০ লাখেরও বেশি অবৈধ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ২২ লাখ অভিবাসী স্বেচ্ছায় ফিরে গেছেন। এছাড়া, গত ১৭ মে পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং আরও ৯ লাখের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসন তাদের এই নীতিকে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ কার্যকর এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের খরচ কমানোর একটি বৈধ হাতিয়ার হিসেবে দাবি করেছে। তারা মনে করে, জো বাইডেন প্রশাসনের সময়কালের রেকর্ড সংখ্যক সীমান্ত অতিক্রমের পর বর্তমান পদক্ষেপগুলো অবৈধ অভিবাসন হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তবে, এই বিপুল অঙ্কের সিভিল জরিমানা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন ডেমোক্র্যাট সিনেট সদস্যরা।

সিনেটের বিচার বিভাগীয় কমিটির ইমিগ্রেশন সাবকমিটির র্যাংকিং মেম্বার ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর অ্যালেক্স প্যাডিলা এবং ইলিনয়ের ডেমোক্র্যাটিক হুইপ ডিক ডারবিন চলতি সপ্তাহে ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ এবং ডিএইচএস সেক্রেটারি মার্কওয়েইন মুলিনের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তারা অবিলম্বে এই অন্যায্য জরিমানার অপপ্রয়োগ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। সিনেটরদের অভিযোগ, ড্যাকা (DACA) কর্মসূচির আওতাভুক্ত, গ্রিন কার্ড প্রত্যাশী এবং মানবপাচার বা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া বৈধভাবে অবস্থানকারী অনেক অভিবাসীকেও অযৌক্তিকভাবে এই জরিমানার আওতায় আনা হচ্ছে, যা আইন মান্যকারী অভিবাসীদের সুরক্ষার নীতিকে সরাসরি লঙ্ঘন করছে।

৬,৬০০ জন অ-নাগরিকের তথ্য

৬২ পৃষ্ঠার পর

যে, হাজার হাজার মানুষ-যারা নিজেদের মার্কিন নাগরিক নন বলে উল্লেখ করেছিলেন-তারা নিউ জার্সির সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন; তিনি আরও জানান যে, তাদের মধ্যে শত শত মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভোটও দিয়েছিলেন। নিউ জার্সির গভর্নর শেরিল এর জন্য মোটর ভেহিকেল কমিশন-এর সফটওয়্যারজনিত ত্রুটি এবং সাবেক গভর্নর ফিল মারফিকে দায়ী করেছেন। ভোট প্রদানকারীদের বিষয়ে তথ্য চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) যখন দাবি জানিয়েছে, তখন সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার কোম্পানিটি গত ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার পাল্টা জবাবে বলেছে যে, এর জন্য অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষই দায়ী। ভোট দেওয়া ৪০০ জন অ-নাগরিক এবং ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত ৬,৬০০ জনের নাম ও ঠিকানা চেয়ে বিচার বিভাগ যে চিঠি পাঠিয়েছিল, তার জবাবে শেরিল জানিয়েছেন যে তিনি সেই তথ্য হস্তান্তর করবেন না। শেরিল বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিষয়টিকে অবিলম্বে জনগণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে-তা আমার কাছে মোটেও বিস্ময়কর নয়। শেরিল জানান যে তিনি এ বিষয়ে নিজস্ব একটি তদন্ত শুরু করেছেন।

এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) জানায়, ফেডারেল নির্বাচনে কোনো অ-নাগরিকের ভোট দেওয়া বেআইনি।

দোষারোপের পাল্টাপাল্টি অবস্থান: অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষ ও এমভিসি (MVC)-র সফটওয়্যার কোম্পানি

শেরিল জানান, ভুলটি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের আগে-২০২৩ সালের জুন থেকে ২০২৪ সালের জুনের মধ্যবর্তী সময়ে-ঘটেছিল। তিনি আরও বলেন, এর জন্য দায়ী হলো আইডেমিয়া (IDEMIA) নামের সফটওয়্যার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটি, যাকে তিনি ইতিমধ্যে পরিবর্তন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ত্রুটিটি ধরা পড়ার আগেই এমভিসি পরিচালনার দায়িত্বে তাঁর নতুন মনোনীত ব্যক্তি ওই কোম্পানিটিকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তবে আইডিমিয়া (IDEMIA) এর বিরোধিতা করে বলেছে যে, ভোটারদের যোগ্যতা যাচাই করার চূড়ান্ত দায়িত্বটি আসলে অঙ্গরাজ্যের নির্বাচন বিভাগ-এর (Division of Elections)। এর জবাবে শেরিল বলেন, আমার মনে হয় সবাই জানে যে মোটর ভেহিকেল কমিশন (MVC) এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে এবং আইডিমিয়া সেই পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

এদিকে, নিউ জার্সির রিপাবলিকানরা এমভিসি (MVC) এবং নির্বাচন বিভাগের কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন।

হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে আবারও সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট (Save America Act) পাসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট নিউ জার্সির নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে কিছু না বললেও বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে বদ্ধপরিকর।

এইচ-১বি ভিসার জন্য ১ লাখ ডলারের ফি আপাতত বহাল থাকছে না

আরোপ করা ১ লাখ ডলারের অতিরিক্ত

১১ পৃষ্ঠার পর

ফি পুনর্বহালের ট্রাম্প প্রশাসনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ফলে নিম্ন আদালতের যে আদেশে এই ফি কার্যকর হওয়া স্থগিত করা হয়েছিল, সেটিই আপাতত বহাল থাকছে।

বোস্টনভিত্তিক ফার্স্ট ইউএস সার্কিট কোর্ট অব আপিলস গত ২৪ জুলাই শুক্রবার দেওয়া এক আদেশে জানায়, ট্রাম্প প্রশাসন আপিলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন পর্যাপ্ত আইনি ভিত্তি দেখাতে পারেনি। তাই নিম্ন আদালতের রায় স্থগিত রাখার আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে না।

এর আগে গত ৮ জুন ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল

ডিস্ট্রিক্ট আদালতের বিচারক লিও সোরোকিন রায় দেন, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে ১ লাখ ডলারের এই ফি আরোপ করা সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে। আদালতের মতে, এটি কার্যত একটি কর, যা আরোপের ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দেন, যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য ও অভিবাসনসংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতার আওতায় এই ফি আরোপ করা হয়েছে। তাদের দাবি ছিল, এইচ-১বি কর্মসূচির অপব্যবহার ঠেকানো এবং মার্কিন কর্মীদের কর্মসংস্থান রক্ষার স্বার্থে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপিল আদালত বলেছে, এ পর্যায়ে প্রশাসন সেই যুক্তির পক্ষে যথেষ্ট আইনি ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারেনি।

এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষায়িত জ্ঞান ও অন্তত স্নাতক ডিগ্রিধারী বিদেশি পেশাজীবীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ দিতে পারে।

প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রকৌশল, গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষা খাতে এই ভিসার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। প্রতি বছর এ কর্মসূচির আওতায় ৬৫ হাজার সাধারণ ভিসা এবং উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ হাজার ভিসা দেওয়া হয়।

ট্রাম্প প্রশাসন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এক ঘোষণার মাধ্যমে নতুন এইচ-১বি আবেদনকারীদের জন্য এককালীন ১ লাখ ডলারের ফি নির্ধারণ করে।

এর আগে আবেদনকারীর ধরন ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত ২ হাজার থেকে ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি ফি পরিশোধ করত। নতুন নীতিতে সেই ব্যয় কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

প্রশাসনের দাবি ছিল, কিছু প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে মার্কিন কর্মীদের প্রতিস্থাপন করছে। এ ধরনের অপব্যবহার ঠেকানো এবং দেশীয় শ্রমবাজার সুরক্ষার লক্ষ্যেই উচ্চ ফি আরোপ করা হয়। তবে সমালোচকদের মতে, এত বড় অঙ্কের ফি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও গবেষণাসহ বিভিন্ন খাতে দক্ষ কর্মী নিয়োগকে কঠিন করে তুলবে।

এই নীতির বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়াসহ ২০টি অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল মামলা করেন। তাদের অভিযোগ, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এত বড় অঙ্কের অর্থ আদায়ের ক্ষমতা প্রশাসনের নেই। পাশাপাশি তারা দাবি করেন, নতুন ফি চালুর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক বিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হয়নি।

সর্বশেষ আপিল আদালতের আদেশের ফলে ১ লাখ ডলারের এই ফি আপাতত কার্যকর করা যাবে না। তবে মামলার মূল আপিলের শুনানি এখনো বাকি রয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে উচ্চতর

যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা ভিসায়

৬২ পৃষ্ঠার পর

আবেদনকারীদের চিকিৎসা ব্যয়, সংশ্লিষ্ট সব খরচ এবং যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াতের ব্যয় বহনের আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ দেখাতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি আবেদন কনস্যুলার কর্মকর্তারা পৃথকভাবে পর্যালোচনা করবেন, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে আবেদনকারীর যুক্তরাষ্ট্র সফর দেশটির করদাতাদের ওপর কোনো আর্থিক বোঝা সৃষ্টি করবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী, চিকিৎসার জন্য বি-২ ভিসা আবেদনকারীদের সাধারণত নিজ দেশের একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে রোগ নির্ণয়সংক্রান্ত নথি জমা দিতে হয়। এতে কেন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা প্রয়োজন, তার চিকিৎসাগত কারণ উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের যে হাসপাতাল বা চিকিৎসক চিকিৎসা দিতে সম্মত, তাদের পক্ষ থেকে চিকিৎসার সম্ভাব্য সময়কাল, ব্যয় এবং চিকিৎসা গ্রহণের সম্মতিপত্রও দাখিল করতে হতে পারে।

এ ছাড়া আবেদনকারী বা তার চিকিৎসার ব্যয় বহনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব, আয়-সঞ্চয়ের নথি কিংবা কর-সংক্রান্ত কাগজপত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে চিকিৎসা, আবাসন, যাতায়াত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বহনের পর্যাপ্ত সামর্থ্য রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, ভিসা আবেদনগুলো মামলাভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়। কনস্যুলার কর্মকর্তা আবেদনকারীর স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক পরিস্থিতি এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ভিসা পাওয়ার যোগ্য কি না।

একই সঙ্গে তারা নিশ্চিত হন যে আবেদনকারী চিকিৎসা বা অন্যান্য ব্যয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন না এবং এতে মার্কিন করদাতাদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হবে না।

বিদেশি সন্ত্রাসী তাড়াতে ৩০ বছরের

৬২ পৃষ্ঠার পর

যোগসূত্র নিয়ে আদালত কিছু প্রশ্ন তুলেছে। ফেডারেল বিচারক এরিকসেন বিচার বিভাগকে আগামী ২৯ জুলাই বুধবারের মধ্যে এ বিষয়ে আরও অতিরিক্ত তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালতের এই বিশেষ ক্ষমতাটি ১৯৯৬ সালের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতা থেকে এসেছে। এই আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল বা ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের সরাসরি অনুমোদনে যেকোনো সন্দেহভাজন বিদেশি সন্ত্রাসীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সিলমোহরযুক্ত গোপন আবেদন ফাইল করা যায়। ফেডারেল আইন অনুযায়ী, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকা, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন বা উস্কানি দেওয়া অথবা এই ধরনের কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এর আওতায় পড়েন।

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন বিচারক নিয়ে এই বিশেষ আদালত গঠিত। গত তিন দশক ধরে এই আদালতে কোনো আবেদন বা শুনানি না হলেও সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের তীব্র গতিতে অভিবাসী বহিষ্কার অভিযানের অংশ হিসেবে এটিকে সচল করা হলো। এই গোপন আবেদনের খবরটি প্রথম প্রকাশ করে কোর্ট ওয়াচ নামের একটি স্বাধীন সংবাদ সাইট।

এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন ১৭৯৮ সালের একটি যুদ্ধকালীন আইন ব্যবহার করে ভেনিজুয়েলার অভিবাসীদের সন্ত্রাসী গ্যাংয়ের সদস্য আখ্যা দিয়ে তাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতেই ওয়াশিংটনের বিচারক জেমস বোয়াসবার্গ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো অভিবাসীকে তাড়াতে হলে এই নিষ্ক্রিয় আদালতটিই হতে পারে সরকারের আসল ফোরাম।

অভিবাসীদের টিপিএস জাতীয়

৬২ পৃষ্ঠার পর

মডেল-এর নীতি বিশ্লেষণ পরিচালক আলেকজান্ডার আরনন বলেন, “নির্দিষ্ট কিছু স্থান এবং সুনির্দিষ্ট কিছু শিল্প খাতের জন্য আইনিভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারানো হাজার হাজার কর্মীর এই অভাব একটি বড় ধাক্কা হতে যাচ্ছে”

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, কর্মীদের এই চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি হয়তো ধীরে ধীরে ঘটবে, কারণ কেউ কেউ রাজনৈতিক আশ্রয়ের (অ্যাসাইলাম) মতো বিকল্প সুরক্ষার চেষ্টা করবেন এবং অন্যরা হয়তো কাগজপত্র ছাড়াই গোপনে কাজ চালিয়ে যাবেন।

টিপিএস-এর মেয়াদ ফুরিয়ে আসার সাথে সাথে ইউএস চেম্বার অব কমার্সের নেতৃত্বে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো ক্যাপিটল হিলে টিপিএস বহাল রাখার জন্য জোর তৎপরতা শুরু করেছে। এই উদ্যোগে উভয় দলের ক্রমবর্ধমান সংখ্যক রাজ্য ও স্থানীয় নেতারাও যোগ দিয়েছেন।

সিনেটের নেতৃত্বের কাছে পাঠানো ১০ জুলাইয়ের এক চিঠিতে চেম্বার লিখেছে, “যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীবাহিনীতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে এবং একটি অপ্রয়োজনীয় মানবিক সংকট এড়াতে কংগ্রেস অভিবাসন নীতির ওপর তার পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং তা করা উচিত”

রাজ্য ও স্থানীয় নেতারাও এই উদ্বেগের সাথে একমত প্রকাশ করছেন। ওহাইও রাজ্যের রিপাবলিকান গভর্নর মাইক ডিওয়াইন হাইতিয়ানদের জন্য টিপিএস শেষ করাকে একটি “ভুল” বলে অভিহিত করেছেন এবং তার রাজ্যের জন্য বড় অর্থনৈতিক ক্ষতির পূর্বাভাস দিয়েছেন।

দক্ষিণ ফ্লোরিডায়, যেখানে সবচেয়ে বেশি হাইতিয়ান বাস করেন, মিয়ামি-ডেড কাউন্টির মেয়র ড্যানিয়েলা লেভিন কাভা এবং কমিশনার মার্লিন বাস্তিন গত বুধবার ব্যবসায়িক নেতাদের সাথে সম্ভাব্য বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করতে সমবেত হন।

এক সংবাদ সম্মেলনে বাস্তিন বলেন, “টিপিএস বন্ধ করা আমেরিকার অর্থ বাঁচায় না। বরং টিপিএস বন্ধ করার ফলে আমেরিকার বড় আর্থিক ক্ষতি হবে।

তবে গত বুধবার বিকেলে মিসৌরির রিপাবলিকান সিনেটর এরিক শ্মিট হাইতিয়ানদের টিপিএস বাড়ানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের একটি দ্রুততম আইনি প্রক্রিয়া আটকে দেন এবং এই কর্মসূচিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার সমালোচনা করেন। সিনেটের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে শ্মিট বলেন, “টিপিএস মূলত জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা এটিকে স্থায়ী গণ-অভিবাসন তৈরির একটি সহজ হাতিয়ারে পরিণত করেছে”

১৯৯০ সালে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের স্বাক্ষরিত এই টিপিএস আইনের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র সংঘাত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নিজ দেশে নিরাপদে ফিরতে না পারা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের সাময়িক সুরক্ষা দেওয়া। কিন্তু কিছু দেশ বছরের পর বছর ধরে মানবিক সংকটে নিমজ্জিত থাকায়, এই টিপিএস সুবিধা বিদেশি নাগরিকদের জন্য প্রায় অনির্দিষ্টকালের স্থায়ী সুরক্ষায় পরিণত হয়েছে। দশকের পর দশক ধরে আধুনিক অভিবাসন আইন প্রণয়নে কংগ্রেসের ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারার কারণে, টিপিএস এবং অ্যাসাইলামের মতো মানবিক সুরক্ষাই যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী বসবাসের অলিখিত পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর ফলে টিপিএস অভিবাসন ব্যবস্থার সমালোচকদের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি তার প্রথম মেয়াদ থেকেই এটি বন্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছিলেন। গত বছর হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর তিনি এই কর্মসূচি বন্ধের তোড়জোড় শুরু করেন এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশজুড়ে আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী শাখাকে টিপিএস বাতিল করার অনুমতি এনে দেন।

বছরের পর বছর ধরে যেসব কোম্পানি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল সংখ্যক টিপিএস গ্রহীতাদের নিয়োগ দিয়েছিল, তারা এই কর্মীদের বেশ প্রশংসা করত। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এই সুরক্ষা বাতিল করার তৎপরতা জোরদার করার পর, অনেক কোম্পানি এ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে এবং কেবল ট্রেড গ্রুপগুলোর ওপরই এই দাবি জানানোর দায় ছেড়ে দেয়।

বিল্ডার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি নির্মাণ শিল্প গোষ্ঠী সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে একটি চিঠি পাঠিয়েছে এবং টিপিএস বন্ধের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছে।

এক বিবৃতিতে ট্রাম্প প্রশাসন এই সুরক্ষা বন্ধের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছে। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসের মুখপাত্র জ্যাক কাহলার বলেন, “ডিএইচএস আইনের শাসন সমুন্নত রাখছে এবং সাধারণ নিয়মে ফিরে যাচ্ছে”

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে কাজ করা ব্যক্তিদের নিয়োগ দিলে নিয়োগকর্তারা চড়া জরিমানা ও অনথিভুক্ত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার ফৌজদারি অপরাধের মুখোমুখি হতে পারেন।

টিপিএস সুবিধাভোগীদের এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা দেশেই থেকে যাবেন নাকি চলে যাবেন। সরকারের কাছে তাদের ঠিকানা থাকায় ফেডারেল এজেন্টদের জন্য তাদের খুঁজে বের করা অত্যন্ত সহজ হবে।

সরকার লোকজনকে জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে যাওয়ার জন্য কতটা সময় দেবে তা স্পষ্ট নয়। সেন্ট্রাল আমেরিকার নাগরিকদের নিয়ে কাজ করা ওয়াশিংটনভিত্তিক সংগঠন ক্যারেসেন-এর নির্বাহী পরিচালক আবেল নুনিয়েজ বলেন, অনেকেরই বাড়িঘর, গাড়ি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। নুনিয়েজ বলেন, “আপনি তো আর পকেটে করে আপনার বাড়ি বা গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না”

টিপিএস-এর সুবাদে কনসেপসিয়ন মোরালেস নামের এক ব্যক্তি নেভাল একাডেমি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ২২ বছর ধরে কাজ করেছেন।

এল সালভাদর থেকে ২৩ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ৫০ বছর বয়সী মোরালেস বলেন, “আপনি যেকোনো সরকারি ভবনে প্রবেশ করলে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে সেখানে কোনো না কোনো টিপিএস কর্মী কাজ করেছেন” মোরালেস চার বছর আগে তার এক প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন সন্তানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেতে সক্ষম হন। কিন্তু নিয়মানুযায়ী, টিপিএস সরাসরি গ্রিন কার্ড পাওয়ার সুযোগ দেয় না এবং এর বেশিরভাগ গ্রহীতাই এখন নির্বাসনের ঝুঁকিতে পড়বেন।

কর্নেল ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্যাট্রিসিয়া ক্যাম্পোস-মেদিনা, যিনি সম্প্রতি সেন্ট্রাল আমেরিকান টিপিএস গ্রহীতাদের নিয়ে একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন, তিনি বলেন, “তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে উৎপাদনশীল সময়গুলো এই দেশের পেছনে উৎসর্গ করেছেন”

তিনি আরও বলেন, “বিষয়টি কেবল তাঁদের নিজ দেশে ফিরে যেতে পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটিই এখন তাঁদের ঘরবাড়ি। তাদের বেশিরভাগই পূর্ণকালীন চাকরিতে আছেন, তাদের সন্তানরা আমেরিকায় জন্মেছে, তাঁদের নিজেদের বাড়িঘর ও ব্যবসা রয়েছে”

রক্ষণশীল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের লবিং শাখা “হেরিটেজ অ্যাকশন”-এর সরকারি সম্পর্ক বিষয়ক পরিচালক ড্যানিয়েল ওয়েস্ট এই কর্মসূচির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং যারা টিপিএস বজায় রাখতে চান তাঁদেরও সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, “পদ্ধতিগতভাবে টিপিএস কর্মসূচিটির মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে দেওয়া নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক”

সেপ্টেম্বরে মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া এল সালভাদরের টিপিএস বন্ধের কোনো পরিকল্পনা প্রশাসন এখনো ঘোষণা করেনি। তবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এমন চেষ্টা করা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে তারা ইথিওপিয়া, মিয়ানমার, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া এবং ইয়েমেনসহ বর্তমানে সুরক্ষার আওতায় থাকা বেশিরভাগ দেশের নাগরিকদের টিপিএস বাতিল করবে। নিয়োগকর্তাদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই দেশগুলোর টিপিএস গ্রহীতাদের কাজের অনুমতি আর বৈধ থাকবে না। অবশ্য এল সালভাদর, লেবানন, সুদান এবং ইউক্রেনের টিপিএস গ্রহীতারা এখনো কাজের অনুমোদন পাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে প্রতি মাসে হাইতিতে একটি করে ডিপোর্টেশন বা নির্বাসন ফ্লাইট পাঠাচ্ছে। গত ১৬ জুলাই হাইতির উত্তরাঞ্চলীয় শহর ক্যাপ হাইতিয়েনে সর্বশেষ নির্বাসন বিমানটি ১০০ জনেরও বেশি নির্বাসিত মানুষকে নিয়ে অবতরণ করে। এই ফ্লাইটের সংখ্যা আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের অভিবাসন এজেন্ডার অন্যতম রূপকার স্টিফেন মিলারের কাছে টিপিএস রায়ের পর জানতে চাওয়া হয়েছিল যে হাইতি কি আদৌ নিরাপদ কি না।

মিলার বলেন, “হাইতিয়ানদের জন্য? অবশ্যই। হাইতিয়ানরা হাইতিতেই বাস করে। হাইতিয়ানরা হাইতি ছেড়ে চলে যাবে-এমন অবস্থান আমাদের নয়। আমাদের জন্য এটা বলা পাগলামি হবে যে হাইতিয়ানরা হাইতিতে বাস করতে পারবে না। এটি তাদের দেশ”

২০২১ সালে সর্বশেষ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার পর থেকেই হাইতিতে তীব্র সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী পোর্ট-অব-প্রিন্সের বিশাল অংশ গ্যাং বা অপরাধী চক্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যারা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা, অপহরণ ও হত্যা চালাচ্ছে। এর ফলে দেশটির ১০ লাখেরও বেশি মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো চরম খাদ্য সংকটের কথা জানাচ্ছে।

এক সাক্ষাৎকারে ফ্লোরিডায় নার্স হিসেবে কর্মরত এক হাইতিয়ান নারী (যিনি ২০১০ সালে হাইতিকে টিপিএস তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকে এই সুবিধা পেয়ে আসছিলেন) বলেন, তিনি এমন একটি দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হওয়ার ভয়ে আছেন যেখানে তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করেননি এবং যেখানে তার কোনো পরিবারও নেই।

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া এক শিশু সন্তানের এই মা নিজের পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বলেন, “এই উদ্বেগ ও মানসিক কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়” কারণ তার ভয়, অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তারা তাকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারেন। - সংবাদসূত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস

ব্রুকলিনে যাত্রী নামাতে গিয়ে

৬২ পৃষ্ঠার পর

ভোরে ব্রুকলিনের ফোর্ট গ্রিন এলাকায় একটি ছোটখাটো সড়ক দুর্ঘটনার পর সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যে এক ব্যক্তি তার গাড়ির কাছে এসে মুখে গুলি করে পালিয়ে যায়। অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্স তাকে এমডি আমিন নামে শনাক্ত করেছে। নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন ও যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত উক্ত এম জি আমিন বাংলাদেশি কমিউনিতে রুহুল আমিন নাসির নামে পরিচিত।

পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ জুলাই শুক্রবার ভোর ৪টার কিছু পর ব্রুকলিনের ফোর্ট গ্রিনের নর্থ পোর্টল্যান্ড অ্যাভিনিউ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সে সময় রুহুল আমিন রাতের শিফটে কাজ করছিলেন।

সিবিএস নিউইয়র্ক ও নিউ ইয়র্ক ওয়ান টিভি-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যাত্রী নামানোর সময় রুহুল আমিনের গাড়ির সঙ্গে একটি মেডিকেল পরিবহন ভ্যানের ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়। এরপর সেখানে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন রুহুল আমিন।

পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে নিউ ইয়র্ক ওয়ান টিভি জানায়, বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে পাশের হুইটম্যান হাউসেস এলাকা থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আমিনের গাড়ির কাছে যায়। ওই ব্যক্তি গাড়ির জানালায় নক করার পর তাকে গুলি করে। গুলিটি রুহুল আমিনের মুখের ডান পাশে লাগে।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রুহুল আমিনকে নিউইয়র্ক প্রেসবিটারিয়ান ব্রুকলিন মেথডিস্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

২৫ জুলাই শনিবার সকালে নিউজ ১২ জানিয়েছে, তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্সের প্রতিষ্ঠাতা ফার্নান্দো মাতেও নিউ ইয়র্ক ওয়ান টিভিকে জানান, রুহুল আমিন বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন এবং বর্তমানে কুইন্সে বসবাস করেন। স্ত্রী ও সন্তানদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি প্রায় ১৬ বছর ধরে নিউ ইয়র্ক সিটিতে গাড়ি চালিয়ে আসছেন।

ঘটনার পর নিউইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমোজিন কমিশন চালকের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

সংস্থাটি বলেছে, লাইসেন্সধারী চালকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রত্যেক চালকের নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে কাজ করার অধিকার রয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্স জানিয়েছে, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে কর্মরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হওয়া এটি দ্বিতীয় চালকের ঘটনা। রুহুল আমিনের পরিবারের সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে হামলাকারীকে শনাক্ত করতে তথ্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণার পরিকল্পনাও রয়েছে সংগঠনটির।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, হামলার পর বন্দুকধারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ২৫ জুলাই শনিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেওয়া হয়নি। হামলাকারীর পরিচয় ও ঘটনার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা জানতে তদন্ত চলছে।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

ডিএসএ-কে “শ্বেতাঙ্গ

৬২ পৃষ্ঠার পর

ছড়িয়ে পড়েছে। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যকার তীব্র মতপার্থক্য যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন নিউ ইয়র্ক সিটির এক বিশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদ ‘ডেমোক্রেটিক সোশালিস্টস অফ আমেরিকা’-তে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানির সহযোগীদের শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের সাথে তুলনা করেন।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস সংখ্যালঘু আইনপ্রণেতাদের মধ্যে থাকা একটি দীর্ঘদিনের অভিযোগকে নতুন করে উস্কে দিয়েছেন।

অভিযোগটি হলো, মূলত শ্বেতাঙ্গ-প্রধান ডিএসএ তার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাদ নির্মূলের অভিযানে বর্ণবৈষম্যকে উপেক্ষা করে।

“শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ নানা রূপে দেখা দেয়,” রবিবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনটাই পোস্ট করেছেন রিচার্ডস।

নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের সূত্র ধরে অনলাইনে সৃষ্ট বিতর্কের জেরে এই তীব্র সমালোচনার (বা ‘চপেটাঘাত’-তুল্য প্রতিক্রিয়ার) সূত্রপাত হয়; ওই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছিল যে, ডেমোক্রেটিক পার্টির কট্টর বামপন্থী অংশটি মূলত নিজেদের দলীয় এজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার ওপরই মনোযোগ দেয় এবং শহরের পাঁচটি বরো বা এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিনো সদস্য কিংবা তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি তারা অনেকটাই উদাসীন।

করেন তিনি রিপোর্টটি না পড়েন।

ডিএসএ (DSA)-এর স্টেট এসেম্বলির সদস্য ফারা সুফ্রান্ট ফরেস্ট ‘টাইমস’-এর প্রতিবেদকের সমালোচনা করে অভিযোগ তোলেন যে, রিপোর্টে উল্লেখ করা এলাকাগুলোর একটির প্রতিনিধিত্বকারী ওই দলেরই একজন কৃষ্ণাঙ্গ সদস্যের কথা এতে বাদ পড়েছে-তবে মনে হয়, তিনি প্রতিবেদনটি পুরোপুরি না পড়েই এমনটা বলেছেন।

আরেকজন সাংবাদিক যখন উল্লেখ করেন যে নিবন্ধটিতে আগেই তাঁর অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল, তখন রিচার্ডস তার জবাবে কথা বলেন।

এরপর তিনি সেই অভিযোগের ওপর আরও জোর দিয়ে ম্যালকম এক্স-এর একটি বিখ্যাত উক্তি তুলে ধরেন; সেখানে শ্বেতাঙ্গ উদারপন্থীদের তীব্র ভাষায় ‘বিপজ্জনক শিয়াল’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল-যারা কৃ ষ্ণাঙ্গদের সামনে দাঁত বের করে দেখালেও আসলে হাসিমুখের ভান করে।

উদ্ধৃতিটিতে বলা হয়েছে, “শ্বেতাঙ্গ উদারপন্থীরা রক্ষণশীলদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক; তারা কৃষ্ণাঙ্গদের প্রলুব্ধ করে-আর গর্জনরত নেকড়ের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গরা ‘হাস্যোজ্জ্বল’ শিয়ালের খোলা মুখের গহ্বরে গিয়ে পড়ে।”

ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে একটি কার্যকর শক্তি হিসেবে ডিএসএ (উঝঅ)-র সাম্প্রতিক উত্থান দলের ভেতরের গৃহযুদ্ধের জল্পনা উসকে দিয়েছে; ইসরায়েল ও ধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোতে চরম বামপন্থী ও অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থী বা প্রথাগত নেতাদের মধ্যে তীব্র মতভেদই এর মূল কারণ।

বর্ণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে ডিএসএ (DSA) গোষ্ঠীর মুখে যতই বড় বড় কথা শোনা যাক না কেন, নিউ ইয়র্ক ও এর বাইরের অনেক সংখ্যালঘু ভোটার তাদের প্রকৃত নীতি ও অগ্রাধিকারের বিষয়টিকে সন্দেহের চোখে দেখেন; যেমন-‘ন্যাশনাল ব্ল্যাক এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাকশন ফান্ড’-এর মতো সংগঠনগুলো মনে করে যে, তাদের কর্মসূচি আফ্রিকান-আমেরিকানদের জন্য ক্ষতিকর।

ডিএসএ (DSA) সংখ্যালঘু পটভূমির প্রার্থীদের-যার মধ্যে রয়েছেন সংগঠনটির দুজন বিশিষ্ট সদস্য: ল্যাটিনা বংশোদ্ভূত প্রতিনিধি আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ এবং উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী মামদানি-সমর্থন দিয়েছে; তবে সংগঠনটির সদস্যকাঠামোতে শ্বেতাঙ্গদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য।

ডিএসএ (DSA) সংখ্যালঘু পটভূমির প্রার্থীদের-যার মধ্যে রয়েছেন সংগঠনটির দুজন বিশিষ্ট সদস্য: ল্যাটিনা বংশোদ্ভূত প্রতিনিধি আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ এবং উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী মামদানি-সমর্থন দিয়েছে; তবে সংগঠনটির সদস্যকাঠামোতে শ্বেতাঙ্গদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য।

২০২১ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে যে, ডিএসএ (DSA)-র ৮৫ শতাংশ সদস্য শ্বেতাঙ্গ।

দলটির বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উঠেছে যে, তারা প্রার্থী নিয়োগের পরিবর্তে দুর্বল নির্বাচনী এলাকাগুলোকে ব্যবহার করে নিজেদের কাউকে চাপিয়ে দেয় প্রায়শই অভিজ্ঞ কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিনো প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরোধিতা করে।

জুন মাসের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির সময় মামদানি নিজে, প্রমাণিত কর্মদক্ষতা ও সংখ্যালঘু পটভূমির রাজনীতিবিদ, বর্তমান প্রতিনিধি আদ্রিয়ানো এসপাইলাট এবং ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও রেইনসোর পরিবর্তে ডিএসএ-র দুই কংগ্রেস প্রার্থী-দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ার এবং ক্লেয়ার ভালদেজকে-সমর্থন করেছিলেন।

শেভালিয়ার এবং ভালদেজ-উভয়েই নির্বাচনে জয়ী হন এবং মূলত উচ্চ-আয়ের, তরুণ ও শ্বেতাঙ্গ ভোটার-অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

রাজনৈতিক কৌশলবিদ রায়ান অ্যাডামস-যিনি ‘অ্যাক্টাম’ (Actum)-এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত-উল্লেখ করেছেন যে, প্রজন্মের অন্যতম প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ মামদানি তাদের প্রতিনিধিত্ব করার আগে, মূলত অ-শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ডিএসএ (উঝঅ)-কে নির্বাচনী পরাজয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল।

“তারা বৈচিত্র্যময় প্রার্থীদের নির্বাচিত করছে ঠিকই, তবে ডিএসএ (DSA)-র প্রসার ঘটছে মূলত এমন সব এলাকায় যেখানে সবচেয়ে বেশি জেন্ট্রিফিকেশন বা অভিজাতকরণের প্রক্রিয়া চলছে,চ অ্যাডামস বললেন।

বর্ণভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সমাজতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তবে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড যে এসব সম্প্রদায়ের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত-এমনটা দাবি করা কঠিন।

ডনোভান রিচার্ডস একজন উদারপন্থী ডেমোক্র্যাট; নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে আট বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০২০ সালে বরো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে তিনি ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে কুইন্সের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

তাঁর ও মেয়র মামদানির মধ্যকার বিরোধ দলের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান বিভাজনকে স্পষ্ট করে তুলেছে; একদিকে মেয়র ও তাঁর সহযোগীরা দলকে আরও বামপন্থী অবস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে প্রগতিশীলরা-যাঁরা একসময় শহরের ডেমোক্রেটিক পার্টির বামপন্থী অংশ হিসেবে বিবেচিত হতেন-শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সচল রাখা এবং দলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত বছর নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্র্যাটিক দলের মনোনয়ন পাওয়ার পর ডনোভান রিচার্ডস মেয়র পদে মামদানিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন;

তবে কুইন্সের এই সহকর্মী আইনপ্রণেতা ডনোভান রিচার্ডস পরবর্তী সময়ে তরুণ এই মেয়র জোহরান মামদানীকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি।

দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বরো প্রেসিডেন্ট মামদানির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন;

সে সময় সিটির তহবিল প্রায় শূন্য হয়ে পড়ায় তাঁর প্রশাসন তীব্র অর্থসংকটের কথা তুলে ধরে এবং দাবি করে যে, নিউ ইয়র্ক সিটির টিকে থাকার একমাত্র উপায় হলো সম্পত্তি কর ৯.৫ শতাংশের মতো বিশাল হারে বৃদ্ধি করা।

মেয়র হিসেবে নিজের যাত্রার শুরুতে জোহরান মামদানি যে ‘নতুন যুগের সূচনা’ (inauguration of a new era) স্লোগানটি ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, “এই ‘নতুন যুগ’-এর কারণে যেন কৃষ্ণাঙ্গ ও বাদামী বর্ণের নিউ ইয়র্কবাসীরা অত্যধিক খরচের ভারে শহর থেকে ছিটকে না পড়েন।”

ডনোভান রিচার্ডস কুইন্সের কৃষ্ণাঙ্গ বাড়ীর মালিকদের অন্যতম বৃহত্তম অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ৩১ নম্বর ডিস্ট্রিক্টের কাউন্সিলম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

এই এলাকাটি বরোর অন্যান্য অংশের-বিশেষ করে সেই সব কট্টর বামপন্থী এলাকার-তুলনায় অনেক বেশি মধ্যপন্থী, যেখান থেকে মামদানি এবং ডিএসএ (উঝঅ)-র অন্যান্য সহযোগীরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন।

কৃষ্ণাঙ্গ ও বাদামী বর্ণের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজন্ম-থেকে-প্রজন্মে সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘকাল ধরে গৃহমালিকানার পক্ষে কথা বলে আসছেন।

একই সাথে, মেয়র মামদানির অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা সিয়া উইভার বাড়ির মালিকানাকে ‘সম্পদ গড়ে তোলার’ সরকারি নীতির ছদ্মবেশে থাকা ‘শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের একটি হাতিয়ার’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

“শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য? আমি তো শ্বেতাঙ্গ নই,”-উইভারের মন্তব্যের বিষয়ে ‘ব্রাউনস্টোনার্স অফ বেডফোর্ড-স্টুইভেস্যান্ট ইনকর্পোরেটেড’-এর প্রেসিডেন্ট রিনি গ্রেগরি ‘দ্য পোস্ট’-কে আগেই একথা বলেছিলেন।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত এই এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গ বাড়ির মালিকদের টিকে থাকতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়েছিল।

এ বছরের শুরুর দিকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে তীব্র ও প্রাণঘাতী শৈত্যপ্রবাহের সময় মেয়র মামদানির প্রশাসন যখন লোকজনকে রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল এবং তাদের তৈরি ভাসমান মানুষদের অস্থায়ী বসতিগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তখন যে কয়েকজন ডেমোক্র্যাট এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, ডনোভান রিচার্ডস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গরের

৫ পৃষ্ঠার পর

বহুমাত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ঢাকা ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিতে চায়।

প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ আশা প্রকাশ করেন যে, গরের ঢাকা সফরে এসব বিষয়ের পাশাপাশি নতুন কোনো ক্ষেত্র তৈরি হলে সেটাও আলোচনায় গুরুত্ব পাবে।

বাংলাদেশ সফরকালে সার্জিও গর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে কথা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, পেশাজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করতে পারেন।

সার্জিও গর বর্তমানে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন।

এর আগে তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সহকারী এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেল-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এদিকে, গত বুধবার (২২ জুলাই) ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের ফাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং বর্তমানে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সার্জিও গর উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

মেসিদের বিপক্ষে ‘ষড়যন্ত্রকারীদের’

৮ পৃষ্ঠার পর

আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন তিনি। লিখেছেন, ‘তাদের আচরণ ছিল জঘন্য, বিশেষ করে পারেদেসের। তারা একটি সহিংস দল এবং ফুটবলের জন্য কলঙ্ক।’ যদিও জোনাথান ফিয়ালি বলেছেন, ‘আমরা কি একজন ইংরেজ সাংবাদিকের মুখে এসব আজেবাজে কথা শুনছি?’ তালিকায় আছেন হলিউড অভিনেতা স্যামুয়েল এল. জ্যাকসনও। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বের অন্যতম বর্ণবাদী দেশ হিসেবে উল্লেখ করায় তাকে ‘আর্জেন্টিনা বিরোধী’ অবস্থান নেয়া ব্যক্তিদের তালিকায় রাখা হয়েছে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সমর্থক হিসেবে পরিচিত জনপ্রিয় ইউটিউবার আইশো স্পিডও তালিকায় আছেন। বিশ্বকাপ চলাকালীন আর্জেন্টাইন সমর্থকদের সঙ্গে অনলাইনে ও সরাসরি বাকবিতণ্ডা, আর্জেন্টিনা বিরোধী প্রচারণা এবং স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের পর তার উচ্ছ্বাস প্রকাশের ঘটনাকে আর্জেন্টিনাবিরোধী আচরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া তালিকায় আছেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম, স্প্যানিশ সংগীতশিল্পী রোসালিয়া এবং চিলির অভিনেতা পেদ্রো পাসকেল। অবশ্য তাদের ভূমিকা নিয়ে পৃথকভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি অনুষ্ঠানটিতে। এই প্রতিবেদনটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ এটিকে একটি যৌক্তিক আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে দেখেছেন।

লিওনেল মেসির বিশ্বকাপ-রূপকথার সমাপ্তি ঘটল এক করুণ আর্জেন্টিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রায় বিদায়ই নিতে বসেছিল, কিন্তু সেই ঘটনাগুলোই তাদের আরও বেশি উজ্জীবিত করে তুলেছিল।

ফাইনাল ম্যাচগুলো প্রায়শই খুব একটা উপভোগ্য হয় না বা দ্রুত বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়; কিন্তু সেই নিচু মানদণ্ডেও এই ম্যাচের গতিপ্রকৃ তি ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। রক্ষণভাগে স্পেন প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রেখেছিল-প্রথমার্ধটা তেমন আহামরি না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের গুছিয়ে নেয় এবং প্রত্যাশা অনুযায়ীই অতিরিক্ত সময়ে গোল করে জয় তুলে নেয়। আর আর্জেন্টিনা? বিশ্বকাপের ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটিও শট নিতে ব্যর্থ হয়ে তারা এই টুর্নামেন্টের প্রায় শতবর্ষী ইতিহাসে এক অনাকাঙ্ক্ষিত নজির গড়ল। এমনকি অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিট সময় পাওয়ার পরেও তারা প্রতিপক্ষের জন্য কোনো বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারেনি।

আর মেসির কথা যদি বলি? এই ফাইনালের আগ পর্যন্ত তিনি পেশাদার ক্রীড়াজগতে দর্শকদের এক বিরল সুযোগ উপহার দিয়েছিলেন: কোনো বড় ঝুঁকি বা ভালো খেলার তীব্র চাপ ছাড়াই এক মহান খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য উপভোগ করার সুযোগ। ৩৯ বছর বয়সে এসে মেসি তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারের সবটুকু দিয়ে খেলেছেন; ব্যক্তিগত, ক্লাব কিংবা জাতীয় দলের হয়ে তাঁর অর্জিত ট্রফি বা সাফল্যের ভাণ্ডার নিয়ে কারও কোনো অভিযোগ থাকার অবকাশ নেই। এই পরাজয় তাঁর নিষ্কলঙ্ক অর্জনের ইতিহাসে কোনো কালিমা লেপন করতে পারবে না; বরং জয়ী হলে এই খেলার ইতিহাসে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর দাবিটি আরও জোরালো হতো। কিছু আর্জেন্টাইন সমর্থকের কাছে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া জয়টি হয়তো ফাইনালে জয়ের মতোই সমান গুরুত্ব বহন করে।

তবুও একথা বলতেই হয়: এই ম্যাচে মেসির সম্পৃক্ততা ছিল খুবই কম; গ্রীষ্মের এই সময়ে তিনি যেভাবে একাই দলকে টেনে নিয়ে গেছেন, তার তুলনায় এই পারফরম্যান্স ছিল যোজন দূরে। অবশ্য এর বড় কারণ হলো স্পেনের দুর্দান্ত রক্ষণকৌশল। তবে খর্বকায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে আটকে রাখার জন্য কেবল রক্ষণই যথেষ্ট নয়। কিন্তু স্পেনের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে: তারা সব দিক থেকেই আর্জেন্টিনাকে ব্যাপকভাবে টেক্কা দিয়েছে এবং এমনকি মেসিকেও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। ম্যাচের শেষলগ্নে আর্জেন্টিনা ঠিক সেই রূপই ধারণ করেছিল-যা অনেক পর্যবেক্ষক শুরুতেই (কখনও হয়তো অন্যায্যভাবেই) তাদের সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন-অর্থাৎ অসংযত, অখেলোয়াড়সুলভ এবং মরিয়া এক দল।

মাঠের খেলায় সময়ের হিসাব মেসির কাছে প্রায়শই অর্থহীন; কারণ প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ফাঁকি দিতে তিনি প্রায়ই সময়কে নিজের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করেন। ৩৯ বছর বয়সেও তাঁর খেলার ধরন ঠিক একই রকম প্রভাব ফেলে-যেন সময়ের বুকে এক ফাটল ধরিয়ে তিনি দর্শকদের বার্সেলোনা বা অন্যান্য ক্লাবে কাটানো তাঁর সেই সোনালী দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সময় তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়নি; বরং তিনি সময়ের সাথে তাল মিলিয়েই এগিয়ে চলেছেন-মাঝে হয়তো দু-এক কদম পিছিয়ে পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই সময়ের সমান্তরালে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

অথচ এখন আমাদের সেই অনস্বীকার্য বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে যে, অন্তত বিশ্বকাপের মঞ্চে মেসির অধ্যায় শেষ-যদিও উল্লেখ্য যে, ২০২২ সালে প্রায় চার দশকের মধ্যে আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানোর পরেও ঠিক এই কথাই বলা হয়েছিল; আবার ২০১৬ সালে কোপা আমেরিকার ফাইনালে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের পর যখন তিনি সাময়িকভাবে জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তখনও এমনটাই ধারণা করা হয়েছিল। সে সময় তাঁকে নিয়ে এমন কথাও শোনা যেত যে, বার্সেলোনার হয়ে তিনি যেমনটা খেলতেন, আর্জেন্টিনার হয়ে কখনোই তেমনটা খেলতে পারবেন না; এমনকি এমন গুঞ্জনও ছিল যে, জীবনের অনেকটা সময় স্পেনে কাটানোর কারণে তিনি নাকি ‘যথেষ্ট আর্জেন্টাইন’ নন। এক দশক পর আজ সেই যুক্তিগুলোর কোনোটিই আর ধোপে টেকে না-বরং সেগুলো এখন হাস্যকরই মনে হয়।

আর্জেন্টিনায় দলের পারফরম্যান্সকে কীভাবে দেখা হবে, তা এখন দেখার বিষয়; কারণ স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। ফাইনালের আগে প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি-এমনকি স্বয়ং মেসিও-দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন যে তাঁরা ইতিমধ্যে কতটা অর্জন করেছেন।

লং আইল্যান্ডের নয়নাভিরাম হ্যাকশায়া ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ-র বনভোজন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ জুলাই রোববার ২০২৬ এর বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের দিন লং আইল্যান্ডের নয়নাভিরাম হ্যাকশায়ার স্টেট পার্কে উৎসবমুখর পরিবেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে বৃহত্তর ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার, ধামরাই উপজেলাবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত 'ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

আনন্দঘন উৎসব মুখর পরিবেশে দিনব্যাপী আয়োজনে অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা, মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতানুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র, পুরস্কার বিতরণ, আর নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ খলিল এর রান্না করা সুস্বাদু বাঙ্গালী খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া এ বনভোজন যেন ছিল ঢাকাবাসীসহ সবস্তরের বাংলাদেশীদের মিলনমেলা। বনভোজনে আরো উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও নিউইয়র্কের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। এদিন ছিল ২০২৬ এর বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা। বিশাল টিভি স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের প্রতিটি শিহরণ জাগানো মুহূর্ত উপভোগ করেছেন উপস্থিত সকলে। ফাইনালে স্পেন আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে সুবিশাল বাসে করে এবং সদস্যদের নিজস্ব প্রাইভেট গাড়িতে এই যাত্রা সকাল দশটার পর থেকেই মিলিত হতে শুরু করে হ্যাকশায়ার স্টেট পার্কে। ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ এর সভাপতি দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপনসহ সংগঠনের উপদেষ্টাবৃন্দ,কার্যকরী সদস্যবৃন্দ আগত অতিথিদের স্বাগত জানান।

এবারের ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক'র বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব শুরু হয় বেলা ১টার পর জোহরের নামাজ শেষে। এ সময় মেলার প্যাভিলিয়ন প্রাঙ্গণ ছিল লোকে লোকারণ্য। ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন'র সভাপতি দুলাল বেহেদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন।

এ সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ, উপস্থিত উপদেষ্টাবৃন্দ, সংবসিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলম, এবারের বনভোজনের আহবায়ক আমির আফতাব, প্রধান সমন্বয়কারী বিএইচ সাইফুর, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আলী সবুজ, সংগঠনের াবেক উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন , বনভোজন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক দেওয়ান কাউসার, সমন্বয়কারী কবির খান, দোহার জেলা সমিতির প্রেসিডেন্ট মোস্তফা কামাল মুকুল, এবারের বনভোজন কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব রবিউল আলম, মোঃ সেলিম খান, খুলনা সমিতির প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ কাজী এলিন কুইনস বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী তোফায়েল ইসলবসহ ঢাকা জেলার বিভিন্ন এলাকার নেতৃবৃন্দ।

এবারের বনভোজনে সমবেত সকল অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু বলেন, আমাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং ঢাকার ঐতিহ্য তুলে ধরার অভিপ্রায়ে আমরা এ বনভোজনের আয়োজন করেছি। সেই সঙ্গে আমাদের এই আয়োজনে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার অতিথিগণ। সব মিলিয়ে আমি বলব, এ বনভোজন ঢাকাবাসীর সঙ্গে অন্য সবার সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করছে।উদ্বোধনী বক্তব্যে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ বলেন, ঢাকা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী জেলা। এই জেলার ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরা আমাদের সবার মাঝে মৈত্রীর সেতুবন্ধন তৈরি করাই আমাদের আজকের বনভোজন আয়োজনের উদ্দেশ্য।

পরে সবাই মিলে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। করতালির মাধ্যমে উচ্ছাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত সকলে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটির অন্যতম প্রাচীন সংগঠন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কুনু-ফিরোজ পরিষদের নেতৃবৃন্দ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বক্তারা বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা জেলাবাসীসহ কমিউনিটির বৃহৎ স্বার্থে সিনিয়র সহ সভাপতি প্রার্থী দুলাল বেহেদুকে বিজয়ী করার আহবান জানিয়েছেন।

বিশ্বকাপ ফাইনাল চলাকালীন সময়ে স্পেন ও আর্জেন্টিনার টি শার্ট পড়ে অনেকে ফুটবল খেলেন। বিকেলে ছিল মেয়েদের পিলো পাসিং। চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অংশ নেন সব বয়সী মেয়েরা। আর এ দৃশ্যটি ছিল খুবই দৃষ্টিনন্দন।

পিলো পাসিং এর পর্ব শেষে শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। সুপরিচিত শিল্পী রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ,সেলিম ইব্রাহিমসহ কণ্ঠশিল্পীদের গানের সঙ্গে নেচে গেয়ে উল্লাস করেন বনভোজনে অংশ নেয়া প্রায় সকলে।

সকালের নাস্তা, দুপুরের সুস্বাদু মধ্যাহ্ন ভোজ এবং বিকেলে পরিবেশন করা হয় ঝালমুড়ি, তরমুজ ও চা।

বনভোজনের শেষ লগ্নে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেয়া বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সবশেষে ছিল বনভোজনের উপভোগ্য ইভেন্ট র‍্যাফেল ড্র। আকর্ষণীয় স্বর্ণালঙ্কার সেট, এয়ার টিকেটসহ মোট ১৫টি ক্যাটাগরীতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক'র নেতৃবৃন্দ।

এবারের বনভোজন আয়োজনে সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ যার মধ্যে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ, উপদেষ্টা মোঃ আমানুল্লাহ আমান, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আজাদ হোসেন,মো: গিয়াস উদ্দিন, মিশুক সেলিম,সোয়েব হোসেন খান, কাউসার আলমগীর।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের সভাপতির স্ত্রী আছিয়া আক্তার, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, শাহিনুর রহমান বিপ্লব, মোঃ সেলিম খান, সাইফুর রহমান টুটুল, এহতেশাম হায়াত।

প্রথম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনাকে ঘিরে জাপানের শহরে বিক্ষোভ

১২ পৃষ্ঠার পর

শূন্যতা পূরণে দেশটি ক্রমেই বিদেশি শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে আসছে ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনধারার মানুষ।

ফলে ফুজিসাওয়াসহ জাপানের বিভিন্ন শহরে যে আলোচনা ও বিতর্ক চলছে, তা কেবল একটি মসজিদ নির্মাণকে ঘিরে নয়। এর কেন্দ্রে রয়েছে আরও বড় একটি প্রশ্ন-জাপান নিজেকে কীভাবে দেখতে চায় এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেমন সমাজ গড়ে তুলতে চায়।

ইজুমিজাওয়া একা নন। ফুজিসাওয়ার আরও অনেক বাসিন্দাই ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠা মুসলিম সম্প্রদায়কে ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে অভিবাসন নিয়ে চলমান বিভাজনমূলক বিতর্কও তার এই অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে ফুজিসাওয়ায় প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতায় স্থানীয় রেলস্টেশন এলাকায় কয়েক হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। তাদের একটি অংশের দাবি, পাশের জাপানি শিন্তো মন্দিরের চেয়ে বড় একটি মসজিদ নির্মাণ স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মানজনক।

এদিকে জাপানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মসজিদকে ঘিরে ঘৃণাসূচক বক্তব্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বিভিন্ন মসজিদে কী, মুসলমানরা কেমন মানুষ, তারা কী ধরনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন। একে অপরকে বোঝার আন্তরিক ইচ্ছা আর উদার মানসিকতা থেকেই সেই পথচলার শুরু”

জাপানে মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকা

মোহামেদ মোহিদিন প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন জাপানে। শ্রীলঙ্কার এই ব্যবসায়ী ১৯৮৭ সালে উন্নত কর্মসংস্থানের আশায় ওসাকায় পাড়ি জমান।

প্রথমে তিনি রত্নপাথরের ব্যবসা করেন। পরে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত গাড়ি রপ্তানির ব্যবসায় যুক্ত হন।

তিনি জানান, যখন তিনি জাপানে আসেন, তখন বিদেশি বাসিন্দার সংখ্যা অনেক কম ছিল।

তবে তার মতে, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। আগে স্থানীয় মানুষজন আন্তরিকতা দেখাতেন, তবে এখন অনেকেই মুসলমানদের প্রতি বৈরী আচরণ করছেন। এই বিদ্বেষ যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, তেমনি সামনাসামনিও সেটি স্পষ্ট।

মোহিদিন বলেন,“সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই দেখা যায়-জাপান ছেড়ে চলে যাও, নিজের দেশে ফিরে যাও। এমনকি মানুষ মসজিদের সামনে এসে চিৎকার-চেঁচামেচিও করছে”

ওসাকার একটি মসজিদে তিনি প্রতিদিন নামাজ আদায় করতে যান। স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসেবে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করেন। তিনি হয়েছে; এমনকি জাপান ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও শুনতে হয়েছে।

মোহিদিন বলেন,“এমন পরিস্থিতিতে আমাদের একমাত্র পথ ধৈর্য ধরা। তারা চায় আমরা উত্তেজিত হই, সংঘাতে জড়িয়ে পড়ি। তারা দেখতে চায়, আমরা কতক্ষণ সহ্য করতে পারি”

তিনি বলেন,“তাই আমরা শান্ত থাকি, নম্রভাবে কথা বলি, ভালো ব্যবহার করি। কারণ, জাপানের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না”

তবে এই দূরত্ব তৈরির দায় একেবারে একপাক্ষিক নয় বলেও মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন,“আমরা এত দিন শুধু নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। মানুষকে আমরা কারা, সেটা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিনি। সমাজের সঙ্গে যথার্থভাবে মিশে যেতে পারিনি”

এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন চান মোহিদিন। তিনি বলেন,“এখন থেকে আমি আরও বেশি সংলাপ চাই। চাই, আমরা একে অপরকে আরও ভালোভাবে বুঝতে শিখি”

গত এক দশক ধরে সাইতামা প্রিফেকচারের ইয়াশিও মসজিদের প্রতিনিধিত্ব করছেন ৬১ বছর বয়সী শাকিল মোহামেদ। পাকিস্তান থেকে জাপানে আসার পর তিনি ২৬ বছর নির্মাণকাজের তদারক করেছেন। সাবলীলভাবে জাপানি ভাষাও বলতে পারেন।

মোহামেদের বিশ্বাস, জাপানে বসবাস করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দেশটির নিয়ম-কানুন মেনে চলা। যেমন-আবর্জনা নির্ধারিত নিয়মে আলাদা করা, পার্কিং আইন মানা কিংবা সাইকেল চালানোর সময় হেলমেট পরা।

তিনি বলেন,“জাপানের নিয়ম ও রীতিনীতিকে সম্মান জানাতে এবং সেগুলো মেনে চলতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। ভদ্রতাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মানুষকে হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানানোও তারই অংশ”

মোহামেদ জানান, ইয়াশিও এলাকার স্থানীয়রা সেখানকার পাকিস্তানি সম্প্রদায়কে মজা করে “ইয়াশিওস্তান” নামে ডাকেন।

তিনি বলেন,“অবশ্যই কিছু পাকিস্তানি আছেন, যারা খারাপ আচরণ করেন। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। একই কথা জাপানিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য”

শহরটির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা নোরিকো ইজুমিজাওয়া মসজিদ নির্মাণের ফলে তার নিজ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কি হবে, তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। ছবি: বিবিসি

সাম্প্রতিক সময়ে জাপানে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে এবং বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

অপমানজনক ফোনকল ও ই-মেইল পাঠানো হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কয়েকটি মানবাধিকার ও বৈষম্যবিরোধী সংগঠন পাল্টা সমাবেশ করে“ঘৃণা নয়”-এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

ফুজিসাওয়ায় যেখানে নতুন মসজিদটি নির্মাণ করার কথা, তার ঠিক বিপরীতে একটি কফিশপ চালান হিরোকি সুজুকা। তার বিশ্বাস: বিরোধ নয়, প্রয়োজন একে অপরকে জানার চেষ্টা।

তিনি বলেন,“আমি মসজিদ নির্মাণের বিপক্ষে নই। আবার খুব জোরালো সমর্থকও নই”

তিনি বলেন,“প্রথমেই আমাদের জানা দরকার ইসলাম জানান, এত কিছুর পরও তিনি কখনো নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা অনুভব করেননি।

দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মুসলমানদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন তিনি স্পষ্টভাবে টের পাচ্ছেন।

তিনি বলেন,“এখন আমার মনে হয়, মানুষ আমাদের ভয় পায়”

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৌখিক হয়রানিও বেড়েছে। তিনি স্মরণ করে বলেন, তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের “সন্ত্রাসী” বলা হয়েছে, বোমা তৈরির অভিযোগ আনা

সাম্প্রতিক সময়ে জাপানে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে এবং বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ছবি: বিবিসি

অভিবাসন বনাম জাতীয় পরিচয়

জনসংখ্যাগত বড় পরিবর্তনের মুখে নিজেদের পরিচয় নিয়েই এখন নতুন করে ভাবতে হচ্ছে জাপানকে।

জাপানে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করা ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিরোফুমি তানাদার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ দেশটিতে বিদেশি বাসিন্দা ও জাপানি নাগরিক মিলিয়ে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার।

মুসলিম জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি আসলে আরও বড় একটি পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে জাপানে বিদেশি বাসিন্দার সংখ্যা ৪০ লাখ ছাড়িয়েছে। তাদের বেশির ভাগই চীন, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনের বাসিন্দা।

একই বছরে দেশটিতে কর্মরত বিদেশির সংখ্যা রেকর্ড ২৫ লাখ ৭০ হাজারে পৌঁছায়। অথচ ওই বছরই জাপানের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১০ লাখ কমে যায়।

দীর্ঘদিন ধরেই জাপান সরকার দেশটিকে“অভিবাসীদের দেশ” হিসেবে উল্লেখ করতে চায়নি। তবে শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে তারা এমন ভিসা দিচ্ছে, যেগুলোকে স্থায়ী নয়; বরং অস্থায়ী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সমালোচকেরা এই ব্যবস্থাকে“নীরব অভিবাসন ব্যবস্থা” বলে অভিহিত করেন।

তবু প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বৃহৎ পরিসরে অভিবাসনের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। ২০২৬ সালের জুনে প্রায় ৫০ বছর পর বিদেশি নাগরিকদের ভিসা ফি পাঁচ গুণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় জাপান সরকার।

এখন দেশটি অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশিদের বিরুদ্ধে নজরদারি জোরদার করতে“ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস এজেন্সি”-তে আরও প্রায় ২৩০ জন কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি বিদেশি বাসিন্দার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সীমা নির্ধারণের বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।

অভিবাসী সম্প্রদায় যত দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, জাপান ততই এমন একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে, যা এত দিন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে-নিজস্ব পরিচয় ও সামাজিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখেই কি দেশটি আরও বৈচিত্র্যময় সমাজে পরিণত হতে পারবে?

ভারত সীমান্তের দিকে অন্তত ১১টি স্টেলথ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে চীন

১২ পৃষ্ঠার পর

আধিপত্য বিস্তার করতে সাহায্য করে। উন্নত স্টেলথ গড়নের কারণে জে-২০-এর রাডার সিগনেচার, অর্থাৎ রাডারে ধরা পড়ার মাত্রা খুব কম। ফলে ফরাসি প্রযুক্তিতে তৈরি দাসো রাফালসহ ভারতীয় বিমানবাহিনীর বর্তমান প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলোর তুলনায় জে-২০ অনেকটাই এগিয়ে আছে। কারণ ভারতের বিমানগুলো স্টেলথ প্রযুক্তির নয়।

বর্তমানে ভারতের কোনো স্টেলথ যুদ্ধবিমান নেই। দেশটির নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম স্টেলথ যুদ্ধবিমান অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এএমসিএ) স্কোয়াড্রন সার্ভিসে যুক্ত হতে অন্তত আরও এক দশক সময় লাগবে। তবে সেটিও নির্ভর করছে পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে এর মূল প্রযুক্তিগুলো সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয় কি না, তার ওপর।

সামরিক বিশ্লেষণধর্মী পোর্টাল দ্য ওয়ার জোন-এর একটি প্রতিবেদনের পর চীনের আধুনিক জে-২০ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় আসে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের জে-২০-র সংখ্যা ব্যাপক বেড়েছে। ২০১৯ সালে যেখানে চীনের হাতে প্রায় ৫০টি জে-২০ ছিল, ২০২২ সালের শেষের দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০০। আগামী বছরগুলোতে এর উৎপাদন দ্বিগুণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের শেষের দিকের হিসাব অনুযায়ী, বছরে প্রায় ১২০টি জে-২০ তৈরি করছে। ফলে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এক ডজনেরও বেশি পিএলএএএফ ইউনিটে এই যুদ্ধবিমানের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৫০০-তে পৌঁছে যাবে। ব্রিটেনের রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের পূর্বাভাস অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে চীন তাদের বহরে অন্তত ১ হাজার জে-২০ যুক্ত করতে পারবে।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নর্মদেশ্বর তিওয়ারি বলেন, বছরে ১২৫টি বিমান উৎপাদনের সক্ষমতা চীনের উন্নত উৎপাদন ক্ষমতারই প্রমাণ।

গত বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত ৮৮ ঘণ্টার সংঘাত“অপারেশন সিন্দুর”-এর সময় বিমানবাহিনীর ভাইস চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এয়ার মার্শাল তিওয়ারি। তিনি বলেন,“চীন প্রায় বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের গতিতে যুদ্ধবিমান তৈরি করছে। এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন সরবরাহ চেইন সম্পূর্ণ সুসংহত থাকে, সব সরবরাহকারী অত্যন্ত কঠোর উৎপাদন মান বজায় রাখে এবং এই কর্মযজ্ঞকে টিকিয়ে রাখার জন্য শীর্ষ মানের মানবসম্পদ হাতে থাকে”

তিনি আরও বলেন,“সংক্ষেপে বলতে গেলে, তারা প্রথমে একটা জাতীয় রূপরেখা তৈরি করেছে। তারপর তা বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলকে দায়িত্ব দিয়ে অবিরাম সহায়তা দিয়ে গেছে”

গত এক দশকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চীনা বিমানঘাঁটিগুলোতে জে-২০ যুদ্ধবিমানের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০১৬ সালে অঞ্চল তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক অঞ্চলের অত্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত দাওচেং ইয়াদিং বিমানবন্দরে একটি জে-২০ পার্ক করে রাখার ছবি প্রথমবার প্রকাশ্যে আসে।

এরপর ২০২৪ সালের মে মাসে সিকিম সীমান্ত থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তরে শিগাতসে বিমানঘাঁটিতে জে-২০ অবতরণ করতে দেখা যায়।

হিমালয় ফ্রন্টিয়ারে মুখোমুখি চীনা ও ভারতীয় বিমানঘাঁটি। ছবি: ভ্যান্টর

ভারতের এখন মাত্র ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান আছে। এসব বিমান আছে হরিয়ানার আম্বালা ও পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারার দুটি স্কোয়াড্রনে। ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য আরও ২৬টি রাফালের অর্ডার দেওয়া আছে। এছাড়া বিমানবাহিনীর জন্য আরও ১১৪টি রাফাল কিনতে দাসোর সঙ্গে আলোচনা চলছে, যার আনুমানিক মূল্য ৩৬ থেকে ৪০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে।

এর বাইরে ভারতীয় বিমানবাহিনী রাশিয়ার তৈরি ২৬০টির বেশি সুখোই-৩০এমকেআই যুদ্ধবিমান পরিচালনা করে। সেগুলোর এখনো উল্লেখযোগ্য আধুনিকায়ন করা হয়নি। এছাড়া মিরাজ ২০০০ ও মিগ-২৯-এর মতো পুরোনো প্রজন্মের কিছু যুদ্ধবিমানও রয়েছে তাদের বহরে।

এ বিষয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কাছে এনডিটিভির পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার এর আয়োজনে আনন্দঘন পিকনিক ও গেট টুগেদার অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ২০ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কের ওয়েষ্ট হ্যাম্পস্টেডের ফিলিপ স্কট প্যাভিলিয়নে নিউইয়র্কের অন্যতম বৃহৎ ডে কেয়ার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ‘নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার’র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এক আনন্দঘন পিকনিক ও গেট টুগেদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ফিতা কেটে আয়োজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ‘নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার’র সিএফও কমিউনিটির পরিচিত মুখ মো: জাহিদ আলম ও মিসেস আলম।

দিনব্যাপী আয়োজিত আনন্দঘন পিকনিক ও গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে কমিউনিটির সিনিয়র সদস্য, তাদের পরিবার ও স্বজন ও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা অংশ নেন। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সুস্বাদু খাবার পরিবেশনা, স্মৃতি রোমন্থনমুলক পারিবারিক আড্ডা, মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশনা, বিভিন্ন বিনোদনমুলক খেলা এবং পুরস্কার বিতরণ।

সিনিয়র সিটিজেনদের এবং আগত প্রবাসীদের সাথে দিনব্যাপী এই আয়োজনে আরো উপভোগ্য করে তুলতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন ‘নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার’র প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিচালক রানো নেওয়াজ।

নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার’র সিএফও মো: জাহিদ আলম জানান, সমাজের বয়োজেষ্ঠ বা সিনিয়র নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীরা আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটানোর পাশাপাশি দীর্ঘদিনের পরিচিতজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত পিকনিক ও গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে সিনিয়র সদস্যরা বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন। পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণকারীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে।

সিনিয়র সদস্যরা একসঙ্গে সময় কাটিয়ে উপভোগ করেন এক ভিন্ন রকম আনন্দের মুহূর্ত। হাসি-আনন্দ আর মিলনমেলায় ভরপুর এই আয়োজন উপস্থিত সকলের মন জয় করে। উপস্থিত কয়েকজনের অভিমদ, এটি ছিল একটি দারুণ ও স্মরণী

নিউ ইয়র্কে বীরত্বের স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড দিদারুল ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে উদ্বোধন হলো ‘ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড দিদারুল ইসলাম ওয়ে’। গত বছরের ১৮ জুলাই নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে কর্তব্যরত অবস্থায় সন্ত্রাসীর বন্দুক হামলায় নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের (NYPD) কর্মকর্তা ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড দিদারুল ইসলাম-এর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে তাঁর নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। গত শনিবার (১৮ জুলাই) নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আনুষ্ঠানিকভাবে “Detective First Grade Didarul Islam Way”-এর উদ্বোধন করা হয়।

ব্রঙ্কসের ইস্ট ১৭২ স্ট্রিট ও বিচ অ্যাভিনিউ (E 172 St & Beach Ave) সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত নতুন সড়কচিহ্ন উন্মোচনের মাধ্যমে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির জনপ্রতিনিধি, পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সহকর্মী, বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং দিদারুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজার জেলার কৃতি সন্তান দিদারুল ইসলাম বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর পর নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে যোগ দেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সততা, সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সহকর্মী ও কমিউনিটির আস্থা অর্জন করেন। সম্প্রতি এক সন্ত্রাসীর বন্দুক হামলায় কর্তব্যরত অবস্থায় তিনি নিহত হন। তাঁর আত্মত্যাগ নিউইয়র্কের বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটিসহ পুরো নগরীতে গভীর শোকের সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দিদারুল ইসলাম কেবল একজন দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন না; তিনি ছিলেন সাহস, মানবিকতা ও জনসেবার এক উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর নামে সড়কের নামকরণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কর্তব্য, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করবে।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন পুলিশ কর্মকর্তার নামে নিউইয়র্কের মতো বিশ্বনগরীতে সড়কের নামকরণকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক গৌরবময় অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদান এবং জননিরাপত্তায় আত্মত্যাগের প্রতি নিউইয়র্ক সিটির গভীর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।

২ আগস্ট নিউইয়র্কে বাংলাদেশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করবে এইচআরডিবি

পরিচয় ডেস্ক : জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করবে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলেপমেন্ট ফর বাংলাদেশ (এইচআরডিবি)। এ উপলক্ষ্যে আগামী ২ আগষ্ট রবিবার বিকাল ৬টায় জ্যামাইকা কাফিস বিল্ডিং (১৬৬-১৫, ৮৯ এভিনিউ, জ্যামাইকা) মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এতে শহীদদের মাগফিরাত, আগতদের সুস্থতা কামনা করে দোয়া ছাড়াও থাকবে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে এইচআরডিবি কর্মকর্তা ছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন।

উল্লেখ্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হচ্ছে। শিক্ষার্থীসহ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যে সংগ্রাম ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই দেশবাসীকে আবেগে উদ্বেল করে তুলেছিল, তারই বিজয়ের দিন ‘৩৬ জুলাই’ বা ৫ আগস্ট। দ্বিতীয়বারের মতো সেসব স্মৃতি সবার সামনে এখন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এইচআরডি’র অন্যতম কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান (৯১৭-৬৬৭-০০৭০)। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন রেষ্টুরেন্ট ‘জল খাবার’

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন রেষ্টুরেন্ট ‘জল খাবার’। ১৬৮-০১ জ্যামাইকা এভিনিউ, নিউইয়র্ক ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত রেষ্টুরেন্টটি গত শুক্রবার (১৭ জুলাই) অপরাহ্নে এক গুচ্ছ রং বে রং এর বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে রেষ্টুরেন্টটির অন্যতম কর্ণধার তাসলিম খান ও মনোরঞ্জন ঘোষ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এসময় বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আনিসুল কবীর জাসির সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিস্টরা জানান, দেশীয় স্বাদের সেরা মিষ্টির পাশাপাশি সকল প্রকার বাংলাদেশী খবার সুলভমূল্যে পাওয়া যাবে রেষ্টুরেন্টটিতে। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে দুপুরের লাঞ্চ আর রাতের খাবারের ব্যবস্থা থাকবে। সকল খাবার হালাল এবং ফ্রেস থাকবে। ক্রেতাদের স্বার্থে রেষ্টুরেন্টটি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগামী ১৬ আগষ্ট পর্যন্ত সকল প্রকার খাবারে থাকবে ১৫% ডিসকাউন্ট। পিকনিক, বার্থডে, ক্যাটারিং সহ যেকোন অনুষ্ঠানের জন্য খাবার অর্ডারও করা যাবে। খবর ইউএনএ’র।

এবার না কেঁদে কথা বললেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি

৬ পৃষ্ঠার পর

করতেই লাফিয়ে গাড়ি থেকে বের হলেন স্কালোনি, ‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আপনারা কী বলছেন। আমরা একেবারে ভিন্ন পথে হাঁটছি।’ খেলোয়াড়দের মনোভাব নিয়ে তিনি জোর গলায় বললেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই ছেলেরা তাদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে, এই জার্সিতে তারা জাত চিনিয়েছে এবং আমাদের সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আশা করি ভবিষ্যতে যখন একজন খেলোয়াড়কে জাতীয় দলে আসবে, এটা কোনো ব্যাপার হবে না তখন। কারণ এটা একটা ইঙ্গিত।’

১ আগস্ট শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ‘আমেরিকায় জুলাই জাগরণ’ শীর্ষক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণ, আন্দোলনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভুমিকা তুলে ধরতে আগামী ১ আগস্ট নিউইয়র্কে ‘আমেরিকায় জুলাই জাগরণ’ শীর্ষক স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স যুক্তরাষ্ট্র (NCP Diaspora Alliance USA) । গত সোমবার (২০ জুলাই) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন সংগঠনটির সদস্য সচিব ডা. মো. আবদুল মোহাইমিন (সাইমন)।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ, সাহস ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

এ আন্দোলনে দেশের মানুষের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও জনমত গঠন, প্রতিবাদ কর্মসূচি, কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যমের সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন আন্দোলনের বাস্তব চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ জন্য সাংবাদিক সমাজের প্রতি এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স যুক্তরাষ্ট্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ১ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সানাই পার্টি হলেই আয়োজিত ‘আমেরিকায় জুলাই জাগরণ’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন নাহিদ ইসলাম

আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP) । এছাড়াও এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবারের সদস্য, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন।

আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে থাকবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি, প্রবাসীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা, ২০২৪ সালের আন্দোলনভিত্তিক আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, রাষ্ট্র সংস্কার, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার নিয়ে আলোচনা এবং ঊনবাঙাল সাহিত্য সংগঠনের পরিবেশনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া আগত অতিথিদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থাও থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে ডা. মোহাইমিন বলেন, ইতিহাস সংরক্ষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং প্রবাসীদের ইতিবাচক ভূমিকা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এর সংবাদ ও তাৎপর্য দেশ-বিদেশের বাংলাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান।

আয়োজক সংগঠনের নেতারা আশা প্রকাশ করেন, গণমাধ্যমের সহযোগিতা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে “আমেরিকায় জুলাই জাগরণ” অনুষ্ঠানটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা সংরক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপুর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা রওশন হক, নিউইয়র্ক স্টেট লোকাল অর্গানাইজার রাকিব উদ্দিন, মুখ্য সংগঠক এম. এইচ. সিদ্দিক, যোগাযোগ ও মিডিয়া সম্পাদক হাসিবুল কবির, নিউইয়র্কের স্থানীয় সংগঠক মাহামুদুল কবির অনিক, কেন্দ্রীয় সদস্য রাসেল আলম এবং যুগ্ম অর্থ সম্পাদক জি এম নিলয় ও নিজামুল শাহির, কার্যনির্বাহী সদস্য লোকমান আহমেদ রিয়াদ, রাহাত আলম এবং সদস্য নুমায়ের হোসেন দিহান।

এদিকে এনসিপি ইউএসএ ডায়াসপোরার উদ্যোগে আগামী ১ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য “আমেরিকায় জুলাই জাগরণ” অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বসে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলায় ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহারের

১২ পৃষ্ঠার পর

গ্লুচেস্টারশায়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটি দুটো আগের মতোই ব্যবহারের অনুমতি পাবে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হুমকি মোকাবিলা ও হরমুজ প্রণালিকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর জায়গাগুলোতে হামলা চালাতে মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো এসব ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারবে। সূত্রগুলো জানিয়েছে, সোমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া বার্নহ্যামকে এই আলোচনার বিষয়ে জানানো হলে তিনি নীতিনির্ধারকদের এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। নিরাপত্তার স্বার্থে নাম প্রকাশের শর্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ তথ্য জানিয়েছেন।

তারা আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত প্রতিরক্ষামূলক বিমান হামলায় ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগের সরকারের নীতিই বহাল রাখবেন বার্নহ্যাম। অর্থাৎ চলমান মার্কিন হামলায় ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন দফার এই আগ্রাসী পদক্ষেপের ১০ দিন পর বিষয়টি প্রকাশ্যে এল। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলেছে, গত রাতে তারা ইরানের সামরিক কমান্ড সেন্টার, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

তবে স্টারমারের এই সিদ্ধান্তগুলো রাজনৈতিকভাবে কঠিন ছিল।

ব্রংসে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে ব্রংস এর মাটি বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সেলিম-আলী পরিষদের ঘাঁটি- এই প্রত্যয় নিয়ে গত ২২ জুলাই বুধবার ব্রংস এর বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা পার্কচেষ্টার এর একটি পাটি হলে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা আগামী অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদের পক্ষে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সভাপতি ও আসন্ন নির্বাচনে পুনরায় সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম বলেন , বাংলাদেশ সোসাইটি কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ ২ বছর এরই মধ্যে আমাদের দেয়া বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ওয়াদা পালন করেছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অনলাইন সদস্য নিবন্ধন, *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র ও আবাসিক স্কুল চালুর প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বে শোর আবাসিক এলাকায় একটি মুসলিম ছেলেদের আবাসিক স্কুল চালুর পরিকল্পনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ১২০ জন কিশোর শিক্ষার্থী নিয়ে গড়ে উঠতে যাওয়া এই আবাসিক স্কুলটি তাদের শান্ত উপশহরের পরিবেশ নষ্ট করবে বলে দাবি করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভবনটি একটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং স্থানীয়রা যানজট ও দিনে পাঁচবার মুসলিমদের আজান সম্প্রচারের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি টাউন মিটিং পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে, যেখানে মানুষ তাদের উদ্বেগ জানাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল।

নিউ ইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত জুন মাসে ৫ মিলিয়ন ডলারে ১৩ একরের একটি ওয়াটারফ্রন্ট সম্পত্তি কিনে নেয় 'ইউনাইটেড আমেরিকান মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন'। এর আগে সম্পত্তিটি রোমান ক্যাথলিক মন্টফোর্ট মিশনারিদের অধীনে ছিল এবং একসময় সেখানে একটি ক্যাথলিক সেমিনারি ও পরবর্তীতে প্রিস্টদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে নতুন মালিকরা সেখানে ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র ও আবাসিক স্কুল চালুর উদ্যোগ নিলে স্থানীয় 'স্যাক্সন সেজ নো' নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে বাসিন্দারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

মঙ্গলবার আইসলিপ টাউন জোন বোর্ডের এক সভায় পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শত শত ক্ষুব্ধ বাসিন্দা উপস্থিত হয়ে এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানান। স্থানীয়দের অভিযোগ, আবাসিক এলাকায় একটি বড় মাপের আবাসিক স্কুল চালু হলে অতিরিক্ত শব্দদূষণ, যানজট এবং এলাকার নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। এছাড়া ছোট শিশুদের জন্য একটি ডে কেয়ার সেন্টার চালুর বিষয়েও বাসিন্দাদের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে।

'বে শোর' (Bay Shore) এলাকার একদল বাড়ির মালিকের দাবি, স্যাক্সন এভিনিউয়ের (Saxon Avenue) আবাসিক এলাকার জন্য নির্ধারিত বিধিমালার আওতায় এই বোর্ডিং বা আবাসিক স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবটি বেআইনি। ১৩ একর আয়তনের জলাশয়-সংলগ্ন যে জমিতে এটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেখানে বহু বছর আগে একটি ক্যাথলিক সেমিনারি (ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ছিল।

আইসলিপের (Islip) বাসিন্দা এবং 'স্যাক্সন সেজ নো' (Saxon Says No)অর্থাৎ 'স্যাক্সন না বলছে'-নামে পরিচিত বোর্ডিং স্কুল-বিরোধী আন্দোলনের নেতা কেভিন কোলগান এক বিবৃতিতে বলেন, "নতুন মালিকের প্রস্তাবিত এই স্থাপনাটির ব্যবহার একটি শান্ত আবাসিক এলাকার জন্য যতটা উপযুক্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ও কোলাহলপূর্ণ।"

"বিষয়টি আমাদের জোনিং বা এলাকা-বিন্যাস সংক্রান্ত আইনের অখণ্ডতা রক্ষার-কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার বিরোধিতা করার নয়। আমাদের এলাকার বৈশিষ্ট্য, অখণ্ডতা ও জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার পাশাপাশি জমির ব্যবহার যেন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই জোনিং আইনগুলো রয়েছে," কলগান বলেন ডিক্স হিলসের সুলেমানিয়া মসজিদ-কেন্দ্রিক সংগঠন 'ইউনাইটেড আমেরিকান মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন' রোমান ক্যাথলিক 'মন্টফোর্ট মিশনারিজ'-এর কাছ থেকে বিশাল আয়তনের এই সম্পত্তিটি ৫০ লাখ ডলারে কিনে নিয়েছে।

অন্যদিকে স্কুলটির আইনজীবী স্যামুয়েল এল. বিফুলকো এবং আয়োজকরা জানিয়েছেন, টাউনের জোন কোড মেনেই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে বোর্ডিং স্কুলটি পরিচালনা করা হবে। শিক্ষার্থীদের ওপর কঠোর নিয়মকানুন থাকায় এলাকার শান্ত পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলেও দাবি তাদের। বর্তমানে বিষয়টি আইসলিপ টাউন জোন বোর্ডের পর্যালোচনায় রয়েছে।

সূত্র: নিউ ইয়র্ক পোস্ট

জাতিসংঘের মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে ইনফান্তিনোকে

১২ পৃষ্ঠার পর

ইনফান্তিনোর ফিফাকে পরিচালনার অভিজ্ঞতা একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে চালানোর সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ। জাম্পাওলি নিউইয়র্ক পোস্ট-কে বলেন, 'জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি রাষ্ট্র। ফিফায় রয়েছে ২০০র বেশি অ্যাসোসিয়েশন। জিয়ান্নির অতীত কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে তিনি জানেন কীভাবে পরিচালনা করতে হয়।'

এই গুঞ্জন ওঠার আগে ইনফান্তিনো ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ফিফার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হতে চান। আগামী বছর মার্চে হবে নির্বাচন। নিউইয়র্ক পোস্ট যোগাযোগ করতে চাইলে ফিফা সংশ্লিষ্ট কেউ ইনফান্তিনোর জাতিসংঘ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে মন্তব্য করেননি।

সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড'র প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সমন্বয়ে নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড(এসএইউপি)-এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৯ আগষ্ট রোববার সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত কুইন্স বরোর জ্যাকসন হাইটসের ৩৭এভিনিউ'র ৬৯ স্ট্রীট থেকে ৮৭ স্ট্রীট এলাকায় এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে।প্যারেডের আয়োজক সংগঠন হচ্ছে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। 'এক অঞ্চল এক সংস্কৃতি এক ভবিষ্যৎ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য প্যারেডে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপ-এর প্রবাসী জনগণের মধ্যকার ঐক্য, সম্প্রীতি ওসাংস্কৃতিক বৈচিত্র জোরদার করার পাশাপাশি দেশগুলোর শিল্প-সংস্কৃতি আমেরিকানদের মাঝে তুলে ধরাই হবে মূল লক্ষ্য। নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে বুধবার (২২ জুলাই) সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ

নেওয়াজ। সভাপরিচালনা করেন প্যারেড কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহ শহিদুল ইসলামও জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেকসিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার ও সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেনমজুমদার, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, শাহ গ্রুপের কর্ণধার শাহ জে চৌধুরী, চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকার (একাংশ) সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, নিউ ইয়র্ক সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আকতার হোসেন, কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়াদী, ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলামবাদল, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, জাহাঙ্গীর আলম জয়, শাহনাজ হোসেন, সাংবাদিক জলি আহমেদ ও আকবর হায়দার কিরণ প্রমুখ। এছাড়াও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ প্রমুখ সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। সভায় ভারতীয়, পাকিস্তানী, নেপালী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা সহ প্যারেড কমিটির উপদেষ্টা ড. আবু যুবায়ের দারা, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সহসভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ বলেন, সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড (এসএইউপি)-এর প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ ভারতীয়, পাকিস্তানী ও নেপালী কমিউনিটির একাধিক সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে।এওয়াইপিডি সহ আমরা এশিয়ান কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের সাথেযোগাযোগ হয়েছে। তিনি প্যারেড সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনাকরেন।

সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনইতিমধ্যেই সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড (এসএইউপি)-এ যোগ দিতেসম্মতি ও সমর্থন জানিয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

ব্রংসে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে

৫৯ পৃষ্ঠার পর

যার মাধ্যমে আপনারা ঘরে বসে সোসাইটির সদস্য হতে পারছেন । বিগত অনেক কমিটি বলেছে তারা অন লাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করবে তা তারা করেব , আমরা বলেছি এবং তা করেছি। আমরা আরো অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছি যেমন জব সেমিনার , ইমিগ্রেশন বিষয়ে আইনি পরামর্শ, এবং বাংলাদেশ সোসাইটি এই প্রথম সোসাইটির উন্নয়নেরে জন্য ৬০ হাজারের ডলারে নিউ ইয়র্ক স্টেস্ট ফান্ড এর অনুমোদন পেয়েছে । ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি করে ফান্ড আনার জন্য কাজ করছি । তবে একটি কাজ আমরা করতে পারি নাই এবং তা হলো একটি কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা । আমরা বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে কন্টাক্টে সাইন করেছি এবং দুই লাখ ডলার ডাউন পেমেন্টও দিয়েছিলাম কিন্তু কিছু মানুষের ষড়যন্ত্র এবং মালিক পক্ষের শেষ মুহূর্তে তারা যা যা কমিটমেন্ট করেছিলো তা রক্ষা না করে তার পাশের ভাড়াটিয়ার নিকট বিল্ডিং বিক্রি করে দেয় । তবে আমরা আবারো নতুন করে বিল্ডিং খুঁজছি । আমাদের এই সমাপ্ত কাজ শেষ করে যেতে চাই । আমাদের আগামীতে আরেক বার সুযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক ও আসন্ন নির্বাচনে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী বলেন , আমরা কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী, তার প্রমাণ আপনাদের সামনে আছে , আমরা বলছিলাম মূলধারার সাথে সোসাইটির একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলবো যা ইতোমধ্যে আপনাা জেনেছেন আমরা সিটি হলে বাংলাদেশ হেরিটেজ পালন করছি এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে পেরেছি । নিউ ইয়র্ক স্টেটের রাজধানী আলবেনির এস্যম্বলীতে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক প্রথম বারের মত বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট ডে উদযাপন করেছি । ওয়াশিংটননের ক্যাপিটেল হিলে সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কমিউনিটির কথা তুলে ধরেছি এবং কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ফেডারেল ফান্ডের জন্য আবেদন জানিয়েছি । আমরা এসব করার চেষ্টা করছি নতুন জেনারেশনের জন্য যাতে তারে বলতে পারে আমরা তাদের জন্য একটি নতুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছি । সেলিম - আলী পরিষদকে নির্বাচিত করে আমাদের শুরু করা কাজ গুলো সমাপ্ত করার সুযোগ দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি ।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সির স্টেটের আটলান্টিক সিটিতে ৫০২ উত্তর এনাপলিস এভিনিউস্থ মাঠে গত ২৬ জুলাই ,রবিবার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির উদ্যোগে দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় । কমিউনিটির যুব সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বিএএসি।

এই টুর্নামেন্টে নিউ ইয়র্ক , নিউ জার্সি ও পেন্সিলভেনিয়া স্টেটের বারোটি ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করে।

ওইদিন সকালে ক্রিকেট সংগঠক সাব্বির হোসেন ভূঁইয়া বিএএসি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন এবং অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কর্ণারড টাইগার ক্রিকেট দল পাক কাশ্মীর ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে ইমতিয়াজ ও সেরা বোলার হিসেবে সালমান নির্বাচিত হয়েছেন । টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ফারহান।

বিএএসির কর্মকর্তারা বিজয়ী ও বিজিত দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ।

ক্রিকেটের উন্মাদনা উপভোগ করতে বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন এবং ক্রিকেটপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের ক্রীড়া সম্পাদক রাজিব চৌধুরী টুর্নামেন্টটি আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা রাখেন। তাকে সহযোগিতা করেন তপু,আহমেদ, মনসুর প্রমুখ।

বিএএসি সভাপতি শহীদ খান, সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ টুর্নামেন্ট সফল করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভায় ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবেখ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত 'ভাসানীফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'-এর সভায় নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলনের প্রস্তুতিনিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিতহবে।

এ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসেফাউন্ডেশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্মেলনের প্রস্তুতি ছাড়াওসংগঠনের কার্যকরী কমিটির মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটিগঠন নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়। খবর ইউএনএ'র।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাপরিচালানা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। সভারশুরুতে সাধারণ সম্পাদক ভাসানী সম্মেলনের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, আর্থিকঅবস্থার বিষয়ে বিস্তাতি তুলে ধরেন। এরপর উপস্থিত ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ওসদস্য সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের পরামর্শ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সভায় প্রবাসে সম্মিলিতভাবে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন সফল করা এবং প্রবাসেবসবাসরত

ভাসানী অনুসারীদেরকে ফাউন্ডেশনের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করারউপরও গুরুত্তারোপ করা হয়। এছাড়াও তিন বছর মেয়াদী ফাউন্ডেশনেরকার্যকরী পরিষদের মেয়াদ চলতি বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় আগামী সেপ্টেম্বরেনিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে নতুন কমিটি উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীতহয়।

এছাড়াও সভায় ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অসুস্থ্য অধ্যাপক দেওয়ানশামসুল আরেফীন-এর সুস্থ্যতা কামনা করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে তাসের মাহমুদ, মুস্তফা করীম, খন্দকার ফরহাদ, মোহাম্মদ কিউ জামান, এডভোকেট মজিবুর রহমান, নাজমুল আলম শ্যামল, আব্দুর রহীম হাওলাদার, কাজী আযম, আমীন মেহেদী, আবু তালেব চৌধুরীচান্দু, বাসেত রহমান, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন শিপন, সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদকে চেয়ারম্যান ওসাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর-কে সদস্য সচিব এবং কাজীআযম-কে সমন্বয়কারী করে 'ভাসানী সম্মেলন-২০২৬' এর আয়োজক কমিটিগঠন করা হয়েছে।খবর ইউএনএ-র

৩০ জুলাই নিউ ইয়র্কে শুরু হচ্ছে প্রথমবারের মতো নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৩০ জুলাই নিউ ইয়র্কে শুরু হচ্ছে প্রথমবারের মতো নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে বাংলাদেশের নির্মাতাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি কলাকুশলীদের সম্মাননা প্রদান করা হবে। উৎসবের উদ্বোধনী দিনে সন্ধ্যা ৭টায় নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় অবস্থিত আরটিভি থিয়েটারে প্রদর্শিত হবে নির্মাতা সোহেল রানা বয়াতি পরিচালিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'নয়া মানুষ'। আ. মা. ম. হাসানুজ্জামানের উপন্যাস 'বেদনার বালুচরে' অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন মাসুম রেজা। এতে অভিনয় করেছেন আ. মা. ম. হাসানুজ্জামান, আশিস খন্দকার, মৌসুমি হামিদ, রওনক হাসানসহ অনেকে। নির্মাতা জানান, বিশ্বের বিভিন্ন উৎসবে অংশ নিলেও এই আয়োজন তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে শুধু বাংলাদেশের নির্মাতাদের সিনেমাই প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হবে।

উৎসবে 'নয়া মানুষ' ছাড়াও প্রদর্শিত হবে 'দেয়ালের দেশ', 'মানুষের বাগান', 'বিলাই', 'ঈদ মোবারক'সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র। ২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে উৎসবের মূল আয়োজন, যেখানে অংশ নিতে বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছেন বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র তারকা।

অভিবাসীদের টিপিএস জাতীয় আইনি মর্যাদা বাতিল: কর্মী সংকটের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তারা

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন ডিসি ও এর আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা এল সালভাদরের বংশোদ্ভূত কর্মীরা মার্কিন ক্যাপিটল হিল, পেন্টাগন এবং আর্লিংটন জাতীয় সমাধিক্ষেত্র সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজে সাহায্য করেছেন। ফ্লোরিডা, ম্যাসাচুসেটস এবং নিউ ইয়র্কের বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে হাইতিয়ান সেবাকর্মীরা প্রবীণ মার্কিনিদের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করে আসছেন। দশক পুরোনো একটি মানবিক কর্মসূচির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও কাজ করার অনুমতি পাওয়া ১০ লাখেরও বেশি মানুষের মধ্যে রয়েছেন এই কর্মীরা, যারা এখন নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর (ডিপোর্টেশন) আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েছেন। গত মাসে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনকে মানবিক সহায়তার এই টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস) কর্মসূচি বন্ধ করার সবুজ সংকেত দেয়। এর ফলে মার্কিন শিল্প খাতগুলো এখন তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মীদের হারানোর আশঙ্কায় প্রহর গুনছে।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, টিপিএস সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭০ শতাংশই মার্কিন শ্রমশক্তিতে যুক্ত আছেন, যাদের একটি বড় অংশ নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে কর্মরত।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আগামী সোমবার প্রথম ধাক্কাতেই হাইতি এবং আরও কয়েকটি দেশের প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার টিপিএস গ্রহীতা তাদের কাজের অনুমতি (ওয়ার্ক পারমিট) হারাবেন। এরপর আগামী সেপ্টেম্বরে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এল সালভাদরের প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার সুবিধাভোগী তাদের এই আইনি মর্যাদা হারাতে পারেন।

অরাজনৈতিক গবেষণা সংস্থা পেন ওয়ার্টন বাজেট বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

পৃথিবী বদলে দিতে পারে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তনিমার কাজ

বলছে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান সাময়িকী

পরিচয় ডেস্ক: ভবিষ্যতে যাঁদের গবেষণা পৃথিবী বদলে দিতে পারে, এমন ২৮ তরুণ বিজ্ঞানীকে নিয়ে বিশেষ আয়োজন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকান। 'দ্য ফিউচার অব সায়েন্স' শিরোনামের জুলাই/আগস্ট সংখ্যায় জায়গা পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জ্যোতির্বিজ্ঞানী তনিমা তাসনিম। সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল নিয়ে গবেষণা করা এই বিজ্ঞানীর পথচলা, স্বপ্ন আর সাফল্যের গল্প শোনাচ্ছেন মো. সাইফুল্লাহ

তারা দেখার জন্য ছোটবেলায় লোডশেডিংয়ের সময়টাই নাকি প্রিয় ছিল তনিমা তাসনিমের। ঢাকার বাড্ডায় বড় হওয়া এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলছিলেন, 'তখন তো এত বড় বড় দালান ছিল না। তবে রাতের শহরটা অনেক আলোকিত লাগত। লোডশেডিংয়ে আশপাশটা অন্ধকার হয়ে গেলে আকাশটা বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা ভিসায় আবেদনকারীদের আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ বাধ্যতামূলক জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ভিসার আবেদনকারীদের আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ বাধ্যতামূলক, করদাতাদের ওপর বোঝা না হওয়ার বিষয়টি যাচাই করবে কনস্যুলার কর্মকর্তা

যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বি-২ ভিসার জন্য বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

বিদেশি সন্ত্রাসী তাড়াতে ৩০ বছরের পুরনো গোপন আদালত সচল করল যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বা বিচার বিভাগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সন্ত্রাসীদের নির্বাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বা বিচার বিভাগ ৩০ বছর আগে তৈরি একটি গোপন ও নিষ্ক্রিয় আদালতে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি আবেদন ফাইল করেছে।

ট্রাম্প প্রশাসন গত বুধবার ২২ জুলাই এই আবেদনটি জমা দেয়। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিশেষ আদালতে সরকারের পক্ষ থেকে এর আগে কখনো কোনো পিটিশন দাখিল করা হয়নি।

পাঁচ সদস্যের এই আদালতের প্রধান বিচারক জোয়ান এরিকসেন এক লিখিত আদেশে জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই এই আবেদনের ওপর একটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুনানিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে সরকারের দাবিকৃত সুনির্দিষ্ট আইনি ধারাগুলোর বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

ব্রুকলিনে যাত্রী নামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি চালক রুহুল আমিন

হামলাকারী এখনো পলাতক

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে যাত্রী নামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ৫০ বছর বয়সী ফর হায়ার গাড়িচালক রুহুল আমিন নাসির। গত ২৪ জুলাই শুক্রবার বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

মামদানীকে গুয়ানতানামোর কারাগারে পাঠানোর দাবি রিপাবলিকান সিনেটরের

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে তোলপাড়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা স্টেটের রিপাবলিকান সিনেটর টমি টিউবারভিল নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানিকে নিয়ে অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি মামদানিকে 'গুণ্ডা' আখ্যা দিয়ে বলেন, তাকে গ্রেপ্তার করে কিউবায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে সামরিক কারাগারে পাঠানো উচিত। এই মন্তব্য প্রকাশের পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা ও রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। রক্ষণশীল ধারার উপস্থাপক বেনি জনসনের এক অনুষ্ঠানে টিউবারভিল দাবি করেন, জোহরান মামদানি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারেন। তবে তিনি তার এই দাবির পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

এর আগেও রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর টিউবারভিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

ডিএসএ-কে "শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী"বলে তীব্র সমালোচনা - নিউ ইয়র্ক সিটিতে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদ, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস ডিএসএ-কে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ সোশ্যাল মিডিয়ায় বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত নিউ জার্সির ৬,৬০০ জন অ-নাগরিকের তথ্য বিচার বিভাগের কাছে হস্তান্তরে অস্বীকৃতি গভর্নরের

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সির গভর্নর মিকি শেরিল ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত ৬,৬০০ জন অ-নাগরিকের তথ্য বিচার বিভাগের (উঙঔ) কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। নিউ জার্সির গভর্নর মিকি শেরিল এর আগে জানিয়েছিলেন বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়